অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূল্য ২·০০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

ওঁ
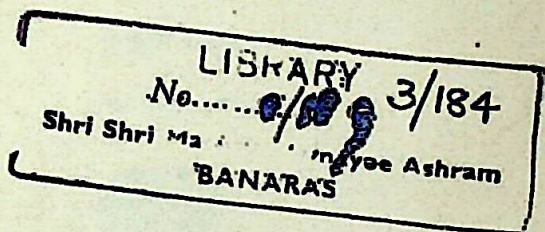
পথের সন্ধান

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৭৯

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—
—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূল্য ১·৫০ পয়সা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০
প্রকাশক :— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১
[1972]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১
(উত্তর প্রদেশ)

কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে :—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি. আই. টি. রোড, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪,

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২,

৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৩৫।

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

উপহার

....

....

....

....

নিবেদন

বাংলা ১৩২২ কি ১৩২৩ সালে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের "পথের সন্ধান" বাহির হয়। মূল্য ছিল ছয় পয়সা। পরে ঐ পুস্তিকা "কর্ম্মের পথে" সপ্তম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এই ভাবে "পথের সন্ধান" বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু যে মূল আধার হইতে "পথের সন্ধান" আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের লিখিত সমুদ্র-তরঙ্গ-তুল্য-সীমাসংখ্যাহীন সেই পত্রাবলির আধার অফুরন্ত সম্পদ। তাহা হইতেই বাণী সঙ্কলিত করিয়া "পথের সন্ধান" ১৩৬৮ বাংলা সালের আশ্বিন মাসে পুনরাবির্ভূত হয়। এই সকল বাণী ১৩৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে সুরু করিয়া পরবর্ত্তী কয়েক মাসের লিখিত অগণিত পত্রসমূহ হইতে সঙ্কলিত। প্রতি বৎসর যাঁহাকে দশ হইতে পনের হাজার পত্র সুনিশ্চিতই লিখিতে হয়, তাঁহার পত্রের নকল রাখা সহজ কথা নহে। এই কাজটী এই জন্যই সকল সময়ে সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান সময়ে পত্রের নকল রাখা সাধ্যাতীত ব্যাপার হওয়াতে কোনও পত্র হইতে মাত্র একটী অনুচ্ছেদ কোনও পত্র হইতে বা মাত্র একটী বাক্য রক্ষা করা হইতেছে। সকল মানুষের প্রয়োজন এক নহে, তাই সমস্যা বা জিজ্ঞাসাও এক নহে। হাজার জনকে হাজার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়া যে বাণী শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পুণ্য লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহারই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া "পথের সন্ধান" মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত। সুবর্ণরেখা-স্বরূপিণী স্বর্ণপ্রসূ লেখনীর নির্ঝর হইতে কণা কণা করিয়া আহৃত স্বর্ণ-রেণুসমূহের ইহা একটী মুষ্টি। ইতি—১লা পৌষ, ১৩৭৯ নিবেদক—

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী,

ব্রহ্মচারী স্নেহময়
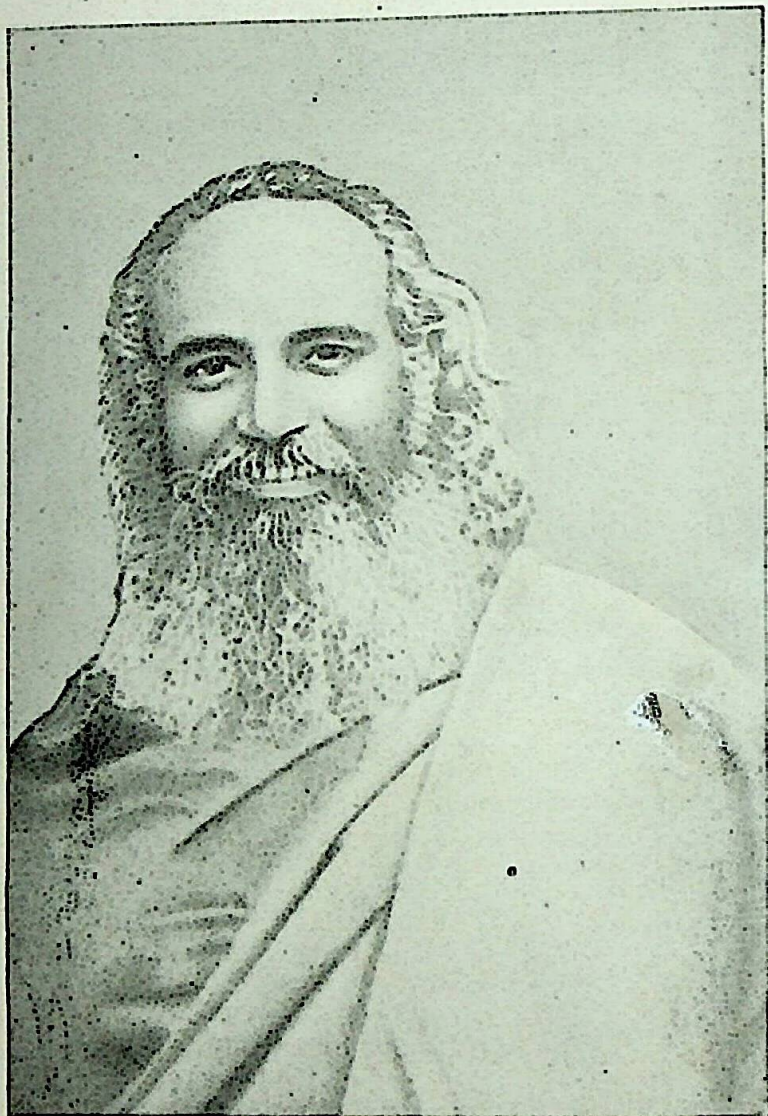
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

পথের সন্ধান

(১)

ধর্ম্মের বলে আমাদের বাঁচিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া বাঁচিতে চাহিও না।

(২)

সংখ্যায় অল্প হইলেও তোমাদের শক্তি কম নহে। সংখ্যাবলে দানবেরা পার্থিব স্বার্থ আদায় করে, ধর্ম্মবলে দেবতারা নিজেদের দুর্ভাগ্য দূর করেন। ধর্ম্মবলে দেবতারা জগতের ত্রাস ধ্বংস করেন। ধর্ম্মেরই আশ্রয় লও, অধর্ম্মের নহে।

(৩)

ধর্ম্ম তোমাদের জীবনে মূর্ত্তিমন্ত হউন। ধর্ম্ম যেন কেবল ওষ্ঠে আর গ্রন্থে আবদ্ধ না থাকেন। তোমরা প্রত্যেকে ধর্ম্মের জীবন্ত বিগ্রহ হও।

(৪)

ধর্ম্ম অভয়দাতা, কারণ তিনি নিজেই অভয়। ধর্ম্মকে আশ্রয় কর আর ভয়কে সবলে বিনাশ কর। ধর্ম্ম জীবনের হউক আলোক,—ভয়ের অন্ধকার, বিভীষিকার তমিস্রা জীবন হইতে অপগত হউক।

(৫)

ভীতও হইও না, ভয়ও দেখাইও না। নিজে হও নির্ভীক, সকলকে বিলাও অভয়ের অমৃত।

(৬)

কোনও অবস্থাতেই ভগবানকে ভুলিও না, ধর্ম্মচ্যুত হইও না, পাপকে প্রশ্রয় দিও না, দুর্ব্বলতার আশ্রয় নিও না, মিথ্যা যুক্তি সৃষ্টি করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না। ধ্বংস হইয়া যাইব তথাপি মানুষ হইবার অধিকার ত্যাগ করিব না, এই জিদ্, এই সঙ্কল্প নিয়া পথ চল।

(৭)

সহস্র বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও চিত্ত স্থির রাখিয়া চলিও। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে, তার আবার ভয় কি ?

(৮)

আমি তোমাদের প্রতি জনকে বীর্য্যে এবং বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি। তোমরা বীর্য্যহীন হইও না, তোমরা বিশ্বাস হারাইও না।

(৯)

অনেকের ধারণা, আমি উলুবনে মুক্তা ছড়াইতেছি। এই ধারণার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে চাহি না। আমি মুক্তাই যে ছড়াইতেছি, ছাই নহে, ইহা সত্য জানিও। উলুবন একদা চন্দনবনে পরিণত হইবে। ইহা আমার সিদ্ধবাণী।

(১০)

সকলের মনে অভয় জাগাও। সকলকে সাহসী করিয়া তোল। শুধু সাহসী নহে, দুঃসাহসী কর, অসমসাহসী কর। কাপুরুষের জীবনে শান্তিও নাই, গৌরবও নাই, আনন্দ ত' দূরেরই কথা। জগৎ হইতে ক্লীবত্ব আর কাপুরুষত্বকে নির্ব্বাসিত কর।

(১১)

তোমাদের প্রাণ ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ হউক। একের প্রেম সহস্র জনকে প্রেমিক করুক। ভুবন ভরিয়া তোমরা প্রেমের জয় গাহিয়া যাও। প্রেম ভয় দূর করে, ভয়ের কারণকে উৎপাটিত করে, অভয় দেয়।

(১২)

সত্যময় চেষ্টা আর ভয়হীন জীবন বড়ই শ্লাঘার, বড়ই গৌরবের। ইহাই তোমার হউক। মিথ্যাকে বর্জ্জন কর, ভয়কে নির্ব্বাসন দাও, জীবনের সিংহাসনে বসাও প্রেমকে।

(১৩)

আশা হারাইও না। উৎসাহে ভাটা পড়িতে দিও না। রক্তের স্রোতকে ক্ষীণ হইতে দিও না। সবল সতেজ স্বাভাবিক বিকাশের পথে কোনও বাধাকেই মানিও না। ভুজ-বিক্রমে নিজের অধিকারকে অর্জ্জন কর।

(১৪)

তোমাদের প্রত্যেককে আমি সাহসিকতার বাণী শুনাইতে চাহি। ভীরুতা বর্জ্জন কর। জগতের কাহারও অনিষ্ট করিবে না, এই পণ কর। কিন্তু অন্যায় বিচার-বিভ্রমে অধর্ম্মকে ধর্ম্মের আসন দিয়া নিজের অনিষ্ট সাধন করিতেও দিও না। যুগে যুগে ধর্ম্মের নিত্য নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম সনাতন। আজিকার যুগে কাপুরুষের কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। তোমরা বীর হও।

(১৫)

অধর্ম্মকে কেন ধর্ম্মের পূজা দিবে? অন্যায়কে কেন ন্যায়ের আসনে বসিতে দিবে? পাপকে কেন পুণ্য বলিয়া প্রচারিত হইতে দিবে? অত্যাচারকে কেন করুণা বলিয়া স্বীকার করিবে? দ্বেষকে কেন মৈত্রী বলিয়া ভ্রম করিবে? মিষ্টি কথাকে কেন মিষ্ট ব্যবহার বলিয়া মানিয়া লইবে? ধর্ম্মকে রাখিয়া ঢাকিয়া প্রকাশ করিতে হয় না। ধর্ম্ম তার নগ্ন সৌন্দর্য্যেই সুষমামণ্ডিত পরমমঙ্গল। অধর্ম্মকে অস্বীকার কর। পল্লবিত বচন আর অলঙ্কৃত ভাষাই ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম হইতেছে জীবনকে মঙ্গলের সহিত ধরিয়া রাখিবার নিরপেক্ষ সূত্র।

(১৬)

একাই সৎকাজ সুরু করিতে হয়। কবে দশজন আসিয়া মিলিবে তারপরে কাজ সুরু করিবে, এই বুদ্ধি ভাল নহে। কাজ একাই করিয়া যাইতে হয়। থামিতে নাই, ঘামিতে নাই। অর্থাৎ অবিরাম কাজ চালাইয়া যাইবে কিন্তু ক্লান্ত হইবে না। দীর্ঘকাল কাজ করিবার পরে একদিন দেখিতে পাইবে, দুই একটী লোক তোমার কাছ ঘেঁষিতে

চাহিতেছে। সকলে যখন দেখিতে পায় যে, কাহারও সাহায্য-সহায়তা ব্যতীতই একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাজে লাগিয়া রহিয়াছে, একটা মাত্র কাজই আপ্রাণ নিষ্ঠায় চালাইয়া যাইতেছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা বাধা-বিঘ্ন, ভয়-বিভীষিকা, কুসংস্কার ও দুঃস্বপ্নকে মানিতেছে না, কিছুতেই কাজ ছাড়িতেছে না, তখন তাহার সহকর্ম্মী জোটে।

(১৭)

শক্তিমানেরা দলবদ্ধ হয় জগজ্জয় করিবার জন্য। দুর্ব্বলেরা দলবদ্ধ হয় আত্মরক্ষা করিবার জন্য। তোমরা দলবদ্ধ হইও ক্ষুদ্রতম, দুর্ব্বলতম, হীনতম মানুষটীরও ভিতরে ব্রহ্মশক্তির জাগরণের জন্য। তোমরা দলবদ্ধ হইও মানবাত্মার মনের শৃঙ্খল কাটিয়া দিবার জন্য। তোমরা দলবদ্ধ হইও প্রাণ-প্রিয়তমকে প্রতি জনের পক্ষে সুলভ্য করিয়া দিবার জন্য।

(১৮)

ঐক্যের অনুশীলন কর। প্রতি জনে প্রতি জনকে প্রাণ দিয়া ভালবাস। একের জন্য অপরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও, সমর্থ হও। মুখে ভাই বলিয়া ডাকিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া দিও না।

(১৯)

তোমরা ঐক্য এবং একাগ্রতার অনুশীলন কর। সমস্ত মনটাকে টানিয়া আনিয়া একটা স্থানে নিবিষ্ট করার নাম একাগ্রতা। ইহা মানসিক একাগ্রতা। সমগ্র চেষ্টাকে চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া উদগ্র করিয়া একটী সময়ে একটী স্থানে নিয়োজিত করিবার তোমাদের

প্রয়োজন। ইহাতে নিষ্ঠা, বিশ্বাস, আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও কর্ম্মঠতা প্রয়োজন। তোমরা কোনও কারণেই পিছনে হটিয়া যাইও না।

(২০)

সৎকাজের জন্য ডাক আসিলে হাতের সব মামুলী কাজ মুলতুবী রাখিয়া সাড়া দিবার যোগ্যতা ব্যক্তি, সঙ্ঘ ও জাতি এই তিনটীকেই শক্তিশালী করে। এক ডাকে সকলে মিলিত হইবার অভ্যাস তোমরা অর্জ্জন কর।

(২১)

বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, দুর্ব্বল, পঙ্গু দেহেও তুমি জগতের অনেক কল্যাণ করিতে পার। কারণ, শরীর তোমার নিয়ত-ক্ষয়শীল হইলেও অক্ষয়, অক্ষর, অব্যয়, অনির্ব্বচনীয় শক্তিধর পরব্রহ্ম তোমার ভিতরে রহিয়াছেন। তোমার বিক্রম অমিত। এই প্রত্যয়কে সাধনার দ্বারা জাগ্রত কর।

(২২)

জীবনকে যতটা পার, বহির্ম্মুখতামুক্ত কর, অন্তর্ম্মুখ সাধনার তোমরা সাধক হও।

(২৩)

সাধন কর আর জগতের কল্যাণ কর। নিজেকে সর্ব্বদা হয় সাধন-কর্ম্মে, নয় জগৎকল্যাণ-কর্ম্মে নিয়োজিত রাখ। প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া প্রতিটি কাজ কর। জীবনকে প্রেমময় কর। কর্ম্ম হউক প্রেম, ধর্ম্ম হউক প্রেম।

(২৪)

নিজে আনন্দময় হও এবং সকলকে আনন্দ দাও। সমগ্র জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ কর। ভাবে, ভাষায়, কর্ম্মে সাধন কর আনন্দের, প্রসার কর আনন্দের, প্রচার কর আনন্দ। আনন্দই তোমার জীবন হউক. আনন্দই তোমার অমৃত হউক।

(২৫)

তোমরা সংখ্যায় অল্প হইলেও ত্যাগে, তপস্যায়, সাধনে ও উপলব্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইতে পার। সেই উপায় ও অধিকার তোমাদের হাত হইতে কেহই কাড়িয়া নিতে পারিবে না! চরিত্রের শৌর্য্যে যাহারা বলীয়ান্ তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও অধিক কাজ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যদি ঐক্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা অনেক অকল্পনীয় ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া অকথনীয় জঞ্জাল নিমেষের মধ্যে অপসারিত করিতে পারে।

(২৬)

বড় বড় কথা বলিতে পারাকে যোগ্যতা বলিয়া ভুল করিও না। বড় বড় শব্দ উচ্চারণের দক্ষতাকে বড় বড় কার্য্য-সম্পাদন বলিয়া মনে করিও না। কথা কমাইয়া কাজ বাড়াও। কথা খাটো করিয়া কাজে হাত দাও। কাজ. কাজ আর কাজ, – ইহাই হউক জপমন্ত্র।

(২৭)

বয়স বাড়িলেই কেহ বড় হয় না, বই পড়িলেই কেহ জ্ঞানী হয় না,—পরমবৃহৎ ও পরমমহতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের দ্বারা বড় বা

জ্ঞানী হইতে হয়। কারণ, তিনিই জ্ঞান ও বৃহত্ত্বের মূল। তোমরা বড় হও, তোমরা জ্ঞানী হও, তবেই তোমরা প্রেমিক হইতে পারিবে।

(২৮)

অকিঞ্চিৎকর দানের পশ্চাতেও অনেক সময়ে অতি বিরাট প্রাণ থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র দানও অতীব মহান ত্যাগে পরিণত হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একটা মহৎ কাজের পিছনে সহযোগ-হস্ত লইয়া লাগিয়া থাকা একটা তুচ্ছ কথা নহে। তোমাদের ত্যাগ যেন তোমাদের অহঙ্কারের মাথায় ধূলিপড়া দেয়, তোমাদের ত্যাগ যেন তোমাদের বিনয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে।

(২৯)

সকলের প্রাণে আশ্বাস জাগাও, বিশ্বাস জাগাও। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রত্যেকে অভয়-স্বরূপের সঙ্গ কর। নামে-মাত্র সাধক না থাকিয়া কাজেও সাধক হও।

(৩০)

একটা নিমেষে একটা শতাব্দীর জঞ্জাল অপসারণ করিয়া দিবে, সে শক্তি তোমার আছে। কেন নিজের সামর্থ্যকে বিশ্বাস করিতেছ না? কেন নিজের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার সাধনায় লাগিয়া যাইতেছ না? কেন বৃথা কর্ম্ম আর বৃথা প্রজল্পে সময় নষ্ট করিতেছ?

(৩১)

সহকর্ম্মীদের শক্তির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি দিও, নেতিবাচক নয়। কে কাজ করে না, তাহা দেখিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কে

কাজ করে বা করিতে পারিবে, তাহা দ্রুত স্থির করিতে পারাই নেতার প্রধান যোগ্যতা। যাহারা কাজ করে বা করিতে পারে, তাহাদের প্রতি জনকে শ্রেষ্ঠ কাজ দাও, নিকৃষ্ট কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর।

(৩২)

কর্ম্ম হউক পবিত্রতার সাধক, পবিত্রতা হউক কর্ম্মের ধারক, বাহক এবং প্রবর্দ্ধক। চিন্তায়, বাক্যে, কর্ম্মে শুচিতা হউক তোমার বিশেষত্ব।

(৩৩)

একজন আর একজনকে হিংসা করিয়া কখনো প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না। কাজ অল্প হউক, তবু হিংসা, কর্তৃত্বপ্রকাশ, দলাদলি কমুক। সংঘ বাঁচে প্রেমে, বাড়েও প্রেমে, বুদ্ধির বলে বা সংখ্যার জোরে নয়।

(৩৪)

সাধন করিলে সকল দোষই দূর হয়। সংঘ বরং কাজ না করুক, তবু অনুবর্ত্তীরা সাধন করুক। ইহা জরুরী কথা। সাধনহীন ব্যক্তিদের সংঘ আত্ম-কলহের আড্ডা হয়।

(৩৫)

শিথিল যাহার শ্রদ্ধা, মহৎ কর্ম্মের কোনও বিপুল দায়িত্বের ব্যাপারে তাহার উপরে নির্ভর করিতে পার না। সাহায্য কর মানুষকে শ্রদ্ধাবান্ হইতে। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই সৎকর্ম্মী হওয়া সম্ভব।

(৩৬)

পরনিন্দকেরা আসলে কোন্ কাজটা করে জানো? তাহারা পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার নাম করিয়া জগৎসমক্ষে নিজেদের দোষগুলিই

উদ্‌ঘাটিত করে। জানে না তাহারা যে কি করিতেছে। জানিলে বা এই কথাটা বুঝিলে তাহাদের রসনা অনেক আগেই স্তব্ধ হইয়া যাইত।

(৩৭)

যে কাজে ঝুঁকি আছে, সে কাজ খুব সন্তর্পিত হস্তে করিতে হয়। ঝোঁকের বশে ঝুঁকি লইও না। যথোচিত বিচার-বিবেচনার পরে ঝুঁকি লইবে। ঝুঁকি ছাড়া অনেক মহৎ কাজ করাই যায় না। এই কারণেই ঝুঁকি নিবার যোগ্যতা-সঞ্চয় প্রয়োজন।

(৩৮)

যার নিজের ভিতরে দোষ যত বেশী, সে অপরের দোষ তত বেশী করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। পরের দোষ খোঁজার ফলে নিজের দোষ বুঝি মানুষের চখে ঢাকা পড়িল, এইরূপই সে মনে মনে ভাবে। কিন্তু পরের দোষ দেখিতে দেখিতে গুণবান্ পুরুষেরও গুণ হ্রাস পায়, দোষযুক্ত ব্যক্তির ত' কথাই নাই। দৃষ্টিকে অপরের দোষ হইতে ফিরাইয়া নিজের দিকে আন। নিজের দোষ সংশোধন কর। নিজেকে নিষ্পাপ কর, নির্ম্মল কর, সুন্দর কর।

(৩৯)

অপাপবিদ্ধ শ্রীভগবানকে নিয়ত স্মরণ করিতে করিতে তুমিও অপাপবিদ্ধ হইবে। নিমেষের জন্যও তাঁহাকে ভুলিও না।

(৪০)

কেহ তোমার বিরুদ্ধবাদী থাকিলে তাহাকে প্রেমের দ্বারা জয় করিও, কটূক্তি দ্বারা নহে। কটূক্তি দ্বারা পরম বান্ধবেরও মনোভাব বিরূপ হইতে পারে। ইহার ফল শুভ নহে। সদুক্তি দ্বারা শত্রুদেরও মনোভাব কখনো কখনো অনুকূল হয়। ইহার ফল শুভ।

(৪১)

মানুষের দেহ পাইলাম, মস্তিষ্ক পাইলাম, মন পাইলাম, ঐতিহ্য পাইলাম, অথচ জগতের জন্য কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না, এই অনুশোচনা যেন আমাদের একজনকেও না করিতে হয়। মনুষ্যজন্মের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা চাই,—ইহাই প্রতি জনের পণ হউক।

(৪২)

বীজ বপনের আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। বীজ বপনের পরে ক্ষেত্রপ্রস্তুতির চেষ্টা অনেক সময়ে বৃথা বা পণ্ডশ্রম হয়। বীজ-বপনকেই বড় কথা মনে করিও না। ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হও।

(৪৩)

মানুষের মনের শুচিতা-বোধকে জাগাইয়া তোল কিন্তু শুচিবায়ু যেন না বাড়ে। পবিত্রতার সাধনা আর ছুৎমার্গ সমার্থবাচক নহে।

(৪৪)

সকলকেই সমাদর করিও। কিন্তু বিশ্বাস করিও কেবল বিশ্বাসের যোগ্য পাত্রকে, নির্ভর করিও সুপরীক্ষিত-চরিত্র ব্যক্তির উপর।

(৪৫)

তোমার পরিচয় তোমার আচরণে। অন্য পরিচয়-পত্র দিয়া কি করিবে ?

(৪৬)

যাহাকে সহকর্ম্মী রূপে পাইবার তোমার আশা, তাহাকে তোমার আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ রাখিও না। তোমার আদর্শের বাণী সর্ব্বত্র প্রচার কর। ইহার ফলে এমন অনেক নরনারী তোমার হাতে হাত মিলাইতে আসিবে, জীবনে যাহাদের সাহায্য ও সহযোগ কল্পনাও করিতে পার না। নিজে আদর্শনিষ্ঠ থাকিয়া আদর্শ প্রচার করিও। এইরূপ প্রচার অব্যর্থ-ফলদায়ক হইয়া থাকে।

(৪৭)

শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবে অথচ গুরুর আদেশ-নির্দ্দেশ মানিবে না, ইহা এক প্রকারের প্রতারণা। গুরুর আদেশ পালনে অনিচ্ছা থাকে ত' গুরুদেবকে স্পষ্ট জানাইয়া দাও যে, তুমি তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহ। ইহা দ্বারা সকল দিকের শুভ হইবে।

(৪৮)

শুচিশুভ্র-চরিত্রের ও উন্নত-রুচির লোকগুলিকে যদি তোমাদের সহকর্ম্মীরূপে পাইতে চাহ, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে কেবল উৎকৃষ্টতম চিন্তার বিকিরণ ঘটাও, প্রকৃষ্টতম আদর্শের বিকাশ চালাও। অলস কল্পনায় নহে, সুচিসূক্ষ্ম শলাকা চালাইয়া মানুষের মনে প্রাণে উত্তাপ, উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও উৎসাহ জাগাও।

(৪৯)

অশান্ত মনকে জোর করিয়া শান্ত করিবার অভ্যাস আয়ত্ত কর। অশান্ত মনে কোনও মহৎ কার্য্য নির্ভুল ভাবে করা যায় না। এই জন্যই মনের শান্তির প্রয়োজন। নিজের বলে যেখানে মনকে শান্ত করিতে পারিবে না, সেখানে ভগবানের চরণে নির্ভর দ্বারা তাহাকে শান্ত করিবে।

(৫০)

চারিদিকের আবহাওয়া যতই প্রতিকূল হউক, তোমাকে তোমার লক্ষ্যের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের পুণ্য আদর্শ কখনো ভুলিও না।

(৫১)

নামযশের লোভ ছাড়িয়া যখন বহু মানুষ সদুদ্দেশ্যে একযোগে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে, তখন কেবল উদ্দেশ্যই সংসিদ্ধ হয়, তাহা নহে, ভাবীকালের কর্ম্মিজনের জন্য ঐতিহ্যও সৃষ্টি হয়।

(৫২)

হাতে যন্ত্র পাইলে তবু কাজে লাগিবে না, ইহা মূঢ়তা। তোমরা প্রতি জনে কাজে লাগিয়া যাও। মহাগ্রন্থকে যত্ন করিয়া শালুর কাপড়ে বাঁধিয়া তাকে রাখিয়া দিলে বা সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিলেই কাজ হয় না। তাহাকে পড়িতে হয়, তাহাকে পড়াইতে হয়। জমি পাইয়া চাষ করিলে না। বীজ পাইয়া বপন করিলে না। হাতিয়ার পাইয়া ব্যবহার করিলে না। ইহা সঙ্গত নহে।

(৫৩)

তোমরা প্রত্যেকে সদ্ভাব-প্রচারের সৈনিক হও। রুগ্ন, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, নারী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নগণ্য ও প্রভাবশালী নির্ব্বিশেষে প্রতি জনে নিজ নিজ পরিচয়ের পরিধির মধ্যে কাজ সুরু করিয়া দাও। একটা দিনও বৃথা যাইতে দিও না। ক্রমশঃ পরিধি বাড়িবে।

(৫৪)

সাফল্য দেখিয়া ভাবিও না যে, কাজ শেষ হইয়া গেল। বরং কাজ এখানে আরম্ভ হইল। আরও অগ্রসর হইতে হইবে। থামিয়া গেলে চলিবে না।

(৫৫)

নীরবে যাহারা কাজ করিল, তাহাদের কম প্রশংসা পাইবার কথা নহে। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে প্রশংসা করে না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা প্রশংসাকে গ্রাহ্য করে না। কর্ম্ম যাহাদের ব্রত, তাহারা নাম-যশের লোভ ছাড়িয়াই কাজ করিবে।

(৫৬)

যতই চলিবে, ততই তোমার পথ দিগন্ত-বিস্তারিত হইতে থাকিবে। অফুরন্ত তোমার পথ, চলিতে চলিতেই চতুর্দ্দিকে অজস্র ধারায় পুণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করিয়া চল। এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিও না। যতটুকু আগাইয়াছ, তার চেয়েও আগে তোমাকে যাইতে হইবে। থামিবার অধিকার তোমার নাই।

(৫৭)

পথের সৃষ্টি তোমার পায়ের তলায় নয়, মনে। মনে চল তাই চরণ চলে। মনকে দিবারাত্রি কেবল সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া নিয়া চল। মনকে পশ্চাদ্গামী হইতে দিও না।

(৫৮)

জীব-শরীরে আধি-ব্যাধি নিয়তই থাকিবে। তাহা সত্ত্বেও তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। সাময়িক শয্যায় পড়িয়াছ বলিয়াই তোমার অগ্রগতিকে রুদ্ধ থাকিতে দিতে পার না। যখন শরীর কর্ম্মে অক্ষম হইবে, তখন মনকে কাজে লাগাইয়া রাখিবে।

(৫৯)

অল্প অল্প শক্তি পৃথিবীতে কাহার না আছে? সকলের সকল শক্তি একত্র আহরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতার নামই নেতৃত্ব।

(৬০)

ভগবানকে ভালবাস, ভগবানের জীবকে ভালবাস, ভগবানের পৃথিবীকে ভালবাস। এই ভালবাসাই তোমার ধর্ম্ম হউক।

(৬১)

তোমরা বেশীক্ষণ বসিয়া জপ কর, অধিক সময় কীর্ত্তন কর, ইহাই তোমাদের ধর্ম্মবলের পরিচয় নহে। তোমরা মিথ্যা বর্জ্জন করিয়াছ, পাপ হইতে দূরে সরিতেছ, পরের উপকারে অগ্রসর হইতেছ, ইহাই তোমাদের

ধর্ম্মবলের প্রমাণ। তোমাদের জপ-ধ্যান, কীর্ত্তন-উপাসনা তোমাদের চরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হউক।

(৬২)

ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলেই চলিবে না, ধর্ম্মকে আচরণে রূপ দিতে হইবে। মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই হইল না, মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। কোনও পথ ভাল, একথা বুঝিলেই যথেষ্ট হইল না, সেই পথ অনুসরণ করিতেও হইবে। বিশ্বাস ও অনুশীলন, সৎসঙ্কল্প গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন-পরিচালন, অন্তরের উপলব্ধি ও আচরণ এতদুভয়ের মধ্যে দূরত্ব রাখা চলিবে না।

(৬৩)

বিপদের ভিতরেও সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সত্যভ্রংশ জন্মে, তবে তাতে দোষ কম কিন্তু গোড়াতেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া কাপুরুষের কাজ। বিপদ যদি বাড়িয়াও যায়, তবু সত্যকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টার মধ্যে একটা দিব্য পৌরুষ আছে, যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে নিয়ত আত্মপ্রকাশ।

(৬৪)

সম্পদের মধ্যে সত্যকে ধরিয়া রাখাও কম কঠিন নহে। সম্পদ দেহ-মনের উন্নত স্বভাবকে শিথিল করে, চরিত্রের সতর্কতা নষ্ট করে এবং এই জন্যই বিনা কারণে অসত্যের আশ্রয়ে প্ররোচনা দেয়। এই কারণে সম্পৎকালেই সাবধানতার প্রয়োজন।

(৬৫)

আড়ম্বর কমাইয়া আনন্দ কিসে বাড়ান যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য দাও। আড়ম্বর বাড়াইয়া আনন্দ লাভের যে প্রয়াস করিতেছ, তাহাতে আনন্দের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে।

(৬৬)

তোমার আনন্দের ভাগ তুমি সকলকে দাও, সকলের আনন্দের ভাগ তুমি যতটা পার, কুড়াইয়া লও। ভোজ-সভায় নহে, অপরের উন্নতিতে তৃপ্তিবোধেই আনন্দের উৎস সহজে খুলিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের উপভোগে নহে, ইন্দ্রিয় থাকিতেও অতীন্দ্রিয়ে, ভোগ্যবস্তু থাকিতেও ভোগাতীত তত্ত্বে, সসীম হইয়াও অসীমত্বে আনন্দের উপলব্ধি করিতে হইবে।

(৬৭)

নিজেকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিবার প্রয়াসের ভিতর দিয়া সকলকে সকলের সহিত মিলাইবার সুযোগ আসে। সকলের সহিত সকলের মিলনেই বিনা আয়াসে আনন্দ উপজাত হয়। যে মিলন যত স্বার্থগন্ধহীন, সেই মিলনে আনন্দ তত গভীর।

(৬৮)

ক্ষণিক আনন্দে নহে, নিত্যানন্দে লক্ষ্য দাও। ক্ষণিকও নিত্যেরই অংশ, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। তাই, ইহাতে মত্ত হইয়া বহির্মুখ হইও না। ভূমা তোমাকে অন্তর্মুখ করিবে, ফলে তোমার আত্মপরিচয় মিলিবে।

(৬৯)

সত্য পথে চলা বড় শক্ত কাজ। কিন্তু শক্ত হইলেও সেই পথই আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে সেই বিফলতাও কিছু না কিছু কুশলের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু চেষ্টা না করার ভিতরে কুশল কোথায়?

(৭০)

অসত্যকারী ও অসত্যচারী ব্যক্তিদের সম্মান-সম্বর্দ্ধনা দিয়া নিজেকে অসত্যের অংশভাক্ করা হয়। অসত্যপথাশ্রয়ীর সহিত অকারণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টির তোমার প্রয়োজন নাই কিন্তু তাহাকে প্রশ্রয় দিবার পাপটুকু হইতে দূরে থাক।

(৭১)

মিথ্যাকে সত্যের মত প্রতীয়মান করিবার বাক্‌চাতুর্য্য অনেকের থাকে কিন্তু তাহাতে মিথ্যা কখনো সত্য হইয়া যায় না।

(৭২)

সত্য ও মিথ্যা এক হিসাবে আপেক্ষিক সত্য বা আপেক্ষিক মিথ্যা। সকল সত্য ও সকল মিথ্যার ঊর্দ্ধদেশে নিজেকে স্থাপন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। স্বরাট ও স্বাধীন হও। সকল পরাপেক্ষার অতীত হও। নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প সত্তা হও।

(৭৩)

যেখানেই যখন যাও, লক্ষ্য রাখিও যেন, তোমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও

বাক্যের ফলে চতুর্দ্দিকে কেবল সচ্চিন্তারই প্রসার হইতে থাকে। সচ্চিন্তাকে স্বর্ণখনির চেয়ে দামী বলিয়া জানিও।

(৭৪)

সকলে মিলিয়া চতুর্দ্দিকে সচ্চিন্তার প্রসার-সাধনে আত্মনিয়োগ কর। কেবল খাইয়া, দাইয়া, চাকুরী করিয়া আর লোক খাটাইয়া অন্তরে শান্তি আসে না। শান্তি আসে নিজেকে উন্নত মহান্ ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার সফল চেষ্টার মধ্যে।

(৭৫)

চেষ্টা তোমার বিফলও হইতে পারে কিন্তু সৎচেষ্টার নিজস্বই একটা মূল্য আছে। সৎচেষ্টা অধিকাংশ সময়েই তাহার নিজ দাবীতে নিজ অধিকারে সফল হয়। সৎচেষ্টা কখনো কখনো দারুণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয়ী হয়। সৎচেষ্টা কখনো কখনো বিফলও হয়। সাফল্য বৈফল্য যাহাই ঘটুক, সচ্চিন্তা নিজেই সম্ভ্রান্ত, নিজেই কুলীন, নিজেই অতুলন আভিজাত্যের মহিমায় উন্নত।

(৭৬)

ঈশ্বর-বিশ্বাস আর অব্যবস্থিত-চিত্ততা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। বারংবার যখন মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তখন জানিবে, তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরে সর্ত্তহীন দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রাণকে পণ কর। ঈশ্বর-বিশ্বাস আসিল কি, তুমি বিশ্বজয়ী হইলে, তোমার আর কোথাও হারিবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভকেই জীবনের চূড়ান্ত উন্নতি বলিয়া গণ্য কর। ভালবাস ঈশ্বর-

বিশ্বাসীদিগকে, শ্রদ্ধা কর তাহাদিগকে, পূজা কর তাহাদের পরম-নির্ভরশীলতাকে।

(৭৭ ক)

দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিও না। কর্ত্তব্যপালনে সাহস সঞ্চয় কর। শুধু সাহসী হইবে কেন, দুঃসাহসী হও। সর্ব্বশক্তি লইয়া নিজের যোগ্যতা বর্দ্ধন কর। তোমার ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে চারিদিকে সকলের মধ্যে সংক্রামিত কর। সহস্র যোগ্য ব্যক্তি মিলিয়া একটী মহাশক্তিতে পরিণত হও। একে অপরকে খাটো করিবার জন্য নহে, বড় করিবার জন্য যত্নবান্ হও। নিজের সাফল্যকে সকলের সাফল্যে পরিণত কর। সকলের একাগ্র হিতৈষণাকে তোমার কর্ম্মশক্তির সহিত সংযুক্ত কর।

(৭৮)

দায়িত্বের মহত্ত্ব এবং কর্ত্তব্যের বৃহত্ত্ব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যত অস্পষ্ট থাকিবে, কর্ম্মৈষণার জাগৃতি ঘটিতে তত বিলম্ব হইবে। যাহারা সংশয়বাদী, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। তাহাদের চোপার মুখে কাপড় চাপিয়া ধর। অতিভাষী ব্যক্তিরা কেবল নিজেকে জাহির করিবার জন্যই হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতেছে। ইহাদের উপর হইতে আস্থা তুলিয়া লও। ইহারা জনহীন সভামঞ্চের বক্তা হউক। ইহাদের মুখনিঃসৃত অপদার্থ ভাষণ গলাধঃকরণ করিবার জন্য ভিড় করিও না।

(৭৯)

কাহাকেও লুব্ধ করিও না, নিজেও কাহারো লোভে পড়িও না। লাভ-লোভের ঊর্দ্ধে থাকিয়া কর্ত্তব্য-পালনের চেষ্টা কর। নিজের

প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য যে লোভ, তাহাই দোষের। দেশের বা মানব-জাতির গৌরব বর্দ্ধনের যে লিপ্সা, তাহা দোষের নহে।

(৮০)

ভাষা তোমার স্বচ্ছ হউক, তোমার অন্তরের সুন্দরতম ভাব যেন তাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। ভাবে আর ভাষায় যেখানে পূর্ণ মিল, বিশ্বের সহিত তোমারও সেখানে পূর্ণ মিল।

(৮১)

সর্ব্বশক্তি লইয়া ভিতরের বার্দ্ধক্য দূর কর। নিজেকে চিরনবীন চিরযৌবনশালী বলিয়া অনুভব কর। সকল দুর্ব্বলতা পরিহার কর।

(৮২)

অবসাদ আসে সাধনের অভাব হইতে। তোমরা তোমাদের নিত্য-যৌবন সাধনের বলে জাগরিত কর।

(৮৩)

তোমাদের এক এক জনের ভিতরে হাজার হাজার লোকের মনকে সৎপথে টানিয়া আনিবার শক্তি হউক। সাধন কর, সাধন করিয়া শক্তি সংগ্রহ কর। সাধনেই শক্তি আসে, কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষাতে নহে।

(৮৪)

তোমরা প্রতি জনে সত্য চিন্তার, সত্য ধর্ম্মের, সত্য জীবনের প্রতিনিধি হও। চারিদিকে ধর্ম্মের বল, কর্ম্মের প্রভাব, প্রেমের প্রতাপ বিকীর্ণ কর।

(৮৫)

সাহস এবং ঐক্য ব্যতীত কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। কোনও স্থানেই না। চালাকী আর কপটতা বাঁচিয়া থাকিবার সাহায্য করে না। সকলে সাহসী হও আর প্রেমিক হও।

(৮৬)

সত্নদ্দেশ্যে যেই ব্যক্তি প্রতিভার পরিচালনা করে, তাহার কাছ হইতে কেহই সুযোগ কাড়িয়া নিতে পারে না।

(৮৭)

সর্ব্বদা সচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিও। সচ্চিন্তা অতিশয় সূক্ষ্ম সৎকর্ম্ম।

(৮৮)

পিতার সচ্চিন্তা ও সদনুশীলনকে পুত্র যেই সমাজে সহজে অনুসরণ করিতে পারে, আমি বলিব, সেই সমাজই শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে স্থায়ী কল্যাণের পথবর্ত্তিনী করিতে পারিয়াছে। স্বামীর সৎসঙ্কল্পকে যে সংসারে পত্নী সর্ব্বতোভাবে পোষণ ও পরিরক্ষণ করিয়া চলিতে সক্ষম, আমি বলিব, সেই সংসারই দিব্য-জীবন লাভের সহজ সোপান।

(৮৯)

লোকে খুঁজিতেছে, কোথায় ভগবান আছেন, কোন্ বস্তুতে আছেন। আমি খুঁজিতেছি, কোথায় তিনি নাই, কোন্ বস্তুতে নাই। লোকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছে, পাইতেছে না। আমি তাঁহা ছাড়া কোন্ বস্তু আছে, খুঁজিয়া তাহা পাইতেছি না। আমি তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, সর্ব্বত্র পাইতেছি। এমন কি ভয়ঙ্করী বিভীষিকা,

নিদারুণ অসম্মান, প্রাণাত্যয়কারিণী বিপত্তি, সব-কিছুতেই তিনিই আছেন, অন্ত সব এই আছে, এই নাই। নিয়ত চলিতেছে বলিয়াই জগৎকে ধরিতে পারিতেছ না, তিনি নিত্য বলিয়াই তাঁহাকে ছাড়িতে পারিতেছি না।

(৯০)

সদ্‌ভাব আসিলে তাহাকে স্থায়ী করিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও। একই ভাব বারংবার আসিলে বারংবারই তাহাকে সাদর সম্ভাষণ দিবে। ভাবের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করিবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন সদ্‌ভাবের স্থায়িত্ব প্রদান করে, একথা কখনো ভুলিও না। সদ্‌ভাব মহাশক্তির আধার। সদ্‌ভাবের সঙ্গ মহাশক্তিরই সঙ্গ। সত্যজীবন লাভ করিতে হইলে এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে।

(৯১)

জগতে কাহার কি অভিসন্ধি, বুঝিয়া ওঠা কষ্টকর ব্যাপার। কখনো কখনো বুঝা অসাধ্য। অপরের অভিসন্ধি যাহাই থাকুক, তোমার উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বদাই সৎ থাকে।

(৯২)

অনধিকারীকে উত্তমাধিকার প্রদান করিলে কখনো কখনো সে তাহার পদমর্য্যাদার অসম্মান করে, উচ্চ স্থানে থাকিয়াও নীচ কর্ম্মে মন দেয়। শুধু এই যুক্তিতেই নিম্নস্থানাধিকারীর উন্নতি অবরুদ্ধ করিতে পার না। যে যাহাতে উত্তম হইতে পারে না, তাহার জন্য তাহাকে সর্ব্বতোবিক্রমে সাহায্য কর।

(১৩)

ভগবদ্‌বিশ্বাসের বলে জগতে সকল অসাধ্য সুসাধ্য হইতে পারে। ভগবানের চরণে কায়মনোবাক্যে প্রণত হও। তাঁহার নিকটে নিয়ত ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের আকুলতা, আত্মাহুতির যোগ্যতা প্রার্থনা কর।

(১৪)

দেশের দূরত্বকে দূরত্ব বলিয়া ভ্রম করিও না। প্রাণের দূরত্বই প্রকৃত বিচ্ছেদ। প্রাণে প্রাণে তোমরা এক হইয়া যাও! এই একত্ব-বোধের প্রতাপে একের জন্য অপরে অনায়াসে আত্মোৎসর্গ কর। যে যাহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারে, জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে পারে, সেই ত প্রকৃত প্রেমিক।

(১৫)

যাহাদিগকে অপরিচিত বলিয়া মনে করিতেছ, স্বচ্ছ চিন্তার সূক্ষ্ম আকর্ষণে তাহাদের সহিত তোমার অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপিত হইবে। পরি মানে সর্ব্বতোভাবে, চয় মানে সংগ্রহ, আকর্ষণ, সঞ্চয়। পরিচয় কথার প্রকৃত মানে হইতেছে একজনকে সর্ব্বতোভাবে আপন করিয়া লওয়া। লোক-দেখান পরিচয় নহে, প্রাণ-মজান পরিচয় তোমাকে করিতে হইবে।

(১৬)

প্রতিটি শুভকর্ম্মে সজ্জনদের সঙ্গসুখ কামনা করিবে। সাধুজনের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। পরহিতকারী মহাপ্রাণ পুরুষদের আমন্ত্রণ

করিবে। ইহাতে শুভকর্ম্ম শুভতর, মঙ্গলতর, কল্যাণতর হইবে। ফুলের সৌন্দর্য্যই যথেষ্ট, তাই বলিয়া কি তাহাতে সৌরভ কাহারও অকামনীয় ?

(৯৭)

প্রতিদিন মানুষ নূতন করিয়া জীবনের আস্বাদন গ্রহণ করিতেছে। এই আস্বাদনে যাহাতে পূর্ণতা আসে, তাহার দিকে রাখিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একটী ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ সুখ যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদন করে, একটী ক্ষুদ্র তৃপ্তি যখন প্রতি অণুপরমাণুতে সুখের প্লাবন ঘটায়, তখন তুমি তোমার অজানিতে অতীন্দ্রিয়ের পথে পদসঞ্চার করিতেছ, জানিবে। তোমার জীবনে বিশ্বের জীবন জাগুক, তোমার তৃপ্তিতে বিশ্ব পরিতৃপ্ত হউক।

(৯৮)

দুর্য্যোগ যেমন ভয়ঙ্কর, তাহার পরবর্ত্তী শান্ত অবস্থার সুযোগ তেমন অফুরন্ত। দুর্য্যোগে যাহারা হাহাকার করিতেছিল, এখন তাহাদিগকে প্রবলতর বিক্রমে স্থায়ী মঙ্গল ও প্রকৃত সম্পদ আহরণে উৎসাহ দাও। দুর্য্যোগ একদিকে যেমন মানুষের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ রচনা করিয়াছিল, অন্যদিকে মানুষের সহিত মানুষের মনের মিলনকে সহজতরও করিয়াছে। দুর্য্যোগ কেবলই দুর্য্যোগ নহে, যে যোগ চিনে, তাহার নিকটে সুযোগও বটে। সকল ভ্রাতৃদ্রোহকে এখন ভ্রাতৃপ্রেমে রূপান্তরিত করিতে লাগিয়া যাও। দ্রোহ, দ্বেষ, হিংসা ও আঘাত সত্য নহে, প্রেমই সত্য বস্তু।

(৯৯)

কাজের কাজ কিছুই করিবে না বা করিলে অতি অনুল্লেখ্য কাজ করিবে, কিন্তু হা-হুতাশ করিবে গগন বিদীর্ণ করিয়া, পবন কম্পিত করিয়া। ইহা কাজের লোকের লক্ষণ নহে। প্রতিটি পুরুষ ও নারী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে সত্যিকার কাজে সুনিশ্চিত রূপে এবং পরিচ্ছন্নভাবে নিয়োগ করিতে উদ্যত হও। কেবল কথা, কেবল পরিকল্পনা, কেবল অবান্তর বিষয়ে মনোনিবেশ কোনও কাজে আসিবে না।

(১০০)

সত্যচিন্তার মৃত্যু নাই। হাজার বছর আগে যে সচ্চিন্তা করিয়াছ, আরও হাজার বছর পরে হইলেও তাহা ফলিবে। সচ্চিন্তার তোমার সৎসাহস থাকাই প্রয়োজন। চিন্তার সাথে জড়িমা আর কুণ্ঠা মিশাইও না।

(১০১)

সংসারকে অসার জানিয়া তাহার মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহা হইলে অসারে সার জন্মিবে। সংসার কেবলই সং নহে, তাহাতে সার আছে। ভগবানই সেই সার। তবে মজা এই যে, সংসারকে একেবারে অসার না জানিলে সেই সারের নাগাল পাওয়া যায় না।

(১০২)

কাজ হাতে গুঁজিয়া দিতে পারিলে, অকর্ম্মা লোকেরাও কাজের লোক হয়। কাহাকেও তুচ্ছ মনে করিও না। প্রত্যেকটী মানুষের মনে

[পবিত্র চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকের হাতে মহৎ কাজ গছাইয়া দাও।

(১০৩)

পাপপঙ্কে নিপতিত কদর্য্য পৃথিবীকে স্বর্গের সুষমায় মণ্ডিত করিতে হইবে, এই তোমাদের পণ হউক।

(১০৪)

সৎ হইবার ইচ্ছা যাহার আছে, তাহার সৎ হইবার চেষ্টাও চাই। জিদ্ কর, সৎ হইবে, জগন্মঙ্গলকারী হইবে, জীবনে উন্নতি করিবে, দশ—জনের উন্নতির পথ দেখাইবে। জিদের জোরে কাজ করিয়া যাও।

(১০৫)

প্রাণপণে যোগ্যতা অর্জ্জন কর,—সংগ্রামের যোগ্যতা, বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা, অপরকে বাঁচাইবার যোগ্যতা। সহস্র সংগ্রাম দিয়া প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাথা উঁচু করিয়া তোমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

(১০৬)

দিকে দিকে নিজেকে বিস্তারিত কর। তোমার সত্য, তোমার প্রেম, তোমার আদর্শ, তোমার কর্ম্ম, তোমার ত্যাগ, তোমার তপস্যার চারিদিকে জয়জয়কার ঘোষিত হউক। নিজেকে নিঃশেষ করিয়া চারিদিকে সহস্রধা ছড়াইয়া দাও। বিস্তারেই জীবন, সঙ্কুচনে মৃত্যু। বিশ্বব্যাপী হইয়া যৌবনদীপ্ত অমর জীবনের পরিচয় দাও।

(১০৭)

বিরুদ্ধবাদীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই বা তোমার কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? তোমার আদর্শ নির্ম্মল, তোমার লক্ষ্য উচ্চ এবং সুনির্দ্দিষ্ট, তোমার গতিপথ ও গমনরীতি পাপ-পঙ্কিলতা-বর্জ্জিত, নির্ম্মল ও নিষ্কলুষ। তোমাকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কে?

(১০৮)

এখন তিল তিল করিয়া শক্তি-সঞ্চয় কর। কাজের সময়ে যেন বন্যার জলধারার মত বল্গাবিহীন, হিসাবের অতীত, কল্পনাতিগ শক্তি এক সঙ্গে প্রয়োগ করিতে পার।

(১০৯)

ক্ষুদ্র পুণ্য বৃহৎ পুণ্যের পাদপীঠ। ক্ষুদ্র কৃতিত্ব বৃহৎ কৃতিত্বের অগ্রদূত। তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হও,—ক্ষুদ্র চেষ্টাতেও নিখুঁত হও।

(১১০)

একজনের সাফল্য যেখানে শত জনের গৌরব,* তেমন সাফল্যই সার্থক সাফল্য।

(১১১)

উৎসাহ, কেবল উৎসাহই, সকলের মনে জাগাইয়া তোল। ব্যর্থতার দুশ্চিন্তা সকলের মন হইতে দূর করিয়া দাও।

(১১২)

সৎকার্য্যে যে একাকী নামিয়া পড়িয়াছে, তাহার একাকিত্ব দূর করিয়া দেওয়া তোমাদের উচিত। প্রথমতঃ উচিত এই জন্য যে, একা একা কত দিনে কত বড় কাজ সমাধা হইবে,-কে জানে? দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে উৎসাহ, উপদেশ, প্রেরণা ও সহায়তা দিয়া তুমি নিজেকে ধন্য করিবার সুযোগ পাইতেছ। তৃতীয়তঃ, একক সাধকের অহংবোধ বা অন্য রিপুর হঠাৎ উত্তেজনা অসতর্ক মুহূর্ত্তে একটা নিমেষের মধ্যে তাহার বহু দিনের তপস্যা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তপস্বীকে অক্ষত রাখা জগতের পক্ষে লাভ।

(১১৩)

লোকের বিরুদ্ধতাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিও না। তির্য্যক্ ভাবে দেখিবার অভ্যাসই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেল। ধৈর্য্য ধরিয়া সকল বিরুদ্ধতাকে যোগ্য ভাবে সমাদর দাও। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিয়া নহে, অন্যায়কে অস্বীকার করিয়াই তাহার প্রতি ভদ্র হও। সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত যে তোমার বিরুদ্ধতা করিয়াছে, হয়ত দেখিবে, যামিনীর শেষ যামে সে নিজের গরজেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তোমার বন্ধু হইয়াছে, তোমার সেবকত্বে গৌরব বোধ করিতেছে। অধীর হইও না। অপেক্ষা কর। সহিয়া থাকিবার শৌর্য্য সংগ্রামের জগতে খুব উপেক্ষণীয় বীরত্ব নহে।

(১১৪)

দীর্ঘকালের কৃতিত্ব তোমার একটী নিমেষে ভাসিয়া যাইবে, প্রবৃত্তির

৩

হাতে নিজেকে এত অসহায় ভাবে অর্পণ করিও না। নিবৃত্তিই সুখের। তথাপি প্রবৃত্তিতে দোষ নাই, যদি প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়নক না হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা নিজের হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া চলিতে পার।

(১১৫)

মানুষের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মাচার্য্যদের পসার বাড়ে, দলে দলে লোক নির্ব্বিচারে মোহাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দলে ভিড়ে। এই সত্য জানিবার পরে অনেক ধর্ম্মরাজ-কেশরীও কুসংস্কার ও নিম্নস্তরের সংস্কারের সহিত তাল মিলাইয়া চলিয়াছেন এবং বিরাট বিপুল সম্প্রদায় গড়িয়াছেন। বিচারশীল মন লইয়া লোক সে ভাবে চলে না, যেমন ভাবে বিচারহীন মন লইয়া মানুষ চলিতে পারে। এই কারণে কখনো কখনো অতি বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্ম্মও দলে পুরু বা সংখ্যা-বলে ভারী হইতে পারে নাই। ইহাকে তাহার পরাজয় বলিয়া ভ্রম করিও না।

(১১৬)

সত্যের পরাজয় নাই। সত্যে অবিচলিত হও। সত্যকে জানো প্রাণের পরম ধন, সত্যকে জানো তোমার অখণ্ড স্বরূপ, সত্যকে জানো শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ও চরম আশ্রয়।

(১১৭)

কখনো হীনমন্যের ভাব অবলম্বন করিও না। জয়ী হইতে পার না, এমন দুর্ব্বল ভাব মনের মধ্যে রাখিও না। অপরের জয়ধ্বনি-মুখরিত রথচক্রনির্ঘোষ শুনিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। শক্তিমান্ কখনো ঈর্ষ্যায় অধীর হয় না।

(১১৮)

ঈর্ষ্যা দুর্ব্বলের আশ্রয়, স্বাবলম্বনে শক্তিমানের পরিচয়। আত্মশক্তি-বলে তোমরা অসাধ্য-সাধন করিতে পার, এই বিশ্বাস রাখিও এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী চলিও।

(১১৯)

বিশ্বাসকে দৃঢ় কর। বিশ্বাসকে মহত্তম আদর্শের সহিত সংযুক্ত কর। বিশ্বাসকে কর্ম্মপ্রবণতার সহিত পরিণীত কর। কেবল বিশ্বাস করিলেই চলিবে না. বিশ্বাসানুরূপ কাজও করিতে হইবে। কাজ করিতে করিতে তনুত্যাগ বড় চমৎকার সৌভাগ্য। অলস জীবন যাপিও না।

(১২০)

কোনও নামজাদা লোক তোমাদের সহায়ক নাই বলিয়া নিজেদিগকে নিঃসহায় জ্ঞান করিও না। তোমরা ক্ষুদ্রেরাই মিলিত চেষ্টায় যাহা করিতে পার, বিখ্যাত পুরুষগণের সহায়তায় তাহা সম্ভব নহে। তোমরা মিলিত হও। খ্যাতির ভিতরে শক্তি নাই, শক্তি রহিয়াছে ঐক্যে।

(১২১)

আমরা বন্ধন-মুক্তির বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছি। মানুষকে নূতন নূতন কুসংস্কারের নাগপাশে বাঁধিয়া নিজেদের পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে আসি নাই। ইহাই আমাদের অপরাজেয় পৌরুষের অফুরন্ত উৎস।

(১২২)

ত্যাগ জীবনকে বিকশিত করে, স্বার্থপরতা জীবনকে সঙ্কুচিত করে। আত্ম-কেন্দ্রিকতা দৃষ্টির দূরত্ব কমাইয়া দেয়, পরার্থপরতা দৃষ্টিকে সুদূরে-প্রসারিণী করে। যে যতটুকু পার, ত্যাগী হও। শাস্ত্রকারেরা ত্যাগকে অমৃতত্ব লাভের প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ত্যাগই শান্তির পথ।

(১২৩)

ত্যাগীর সম্মান ভোগীর চেয়ে শতগুণ বেশী। প্রতিষ্ঠাবান্ ভোগীকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া প্রলুব্ধ হইও না। ত্যাগী পুরুষকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া ত্যাগী হইতে চেষ্টা করিও, ত্যাগীর ভড়ং করিয়া লোক-প্রতারণার চেষ্টা করিও না। অপরকে যে ঠকায়, সে নিজে বেশী ঠকে।

(১২৪)

ত্যাগ যখন প্রেমের উপরে ভিত্তিমান্ হয়, তখন তাহা কেবল আদর্শই সৃষ্টি করে না, তৃপ্তি, তুষ্টি, পুষ্টি এবং কল্যাণকে জন্ম দেয়। ত্যাগীরা সবাই প্রেমিক হও, প্রেমিকেরা সবাই ত্যাগী হও।

(১২৫)

বৃথাই জীবন চলিয়া না যায়, তার দিকে রাখ লক্ষ্য। আত্মকল্যাণ ও পরকুশল উভয়েরই জন্ত জীবনকে যুগপৎ নিয়োজিত কর।

(১২৬)

আগেও নহে, পরেও নহে, ঠিক সময় মতন কাজে হাত দিতে পারা

এবং ঠিক সময়ের মধ্যে কাজটী আদায় করা প্রকৃত কর্ম্মীর লক্ষণ। এই জন্যই যথার্থ কর্ম্মীরা কর্ম্মের ক্ষেত্র-নির্ম্মাণে লাগিয়া যায় সকলের অগোচরে প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে। যথার্থ কর্ম্মীদের চরিত্রের অনুশীলন কর।

(১২৭)

যত কিছু বিরুদ্ধ অবস্থা আসিতেছে, সবই কোন না কোনও প্রকারে তোমার কিছু না কিছু কুশল-বিধান করিবে, এই বিশ্বাস রাখিও। বাধা দেখিয়া মন-মরা হইও না। বাধাকে জয় করিতে চেষ্টা কর, বাধার মুখে কাবু হইয়া যাইও না।

(১২৮)

তোমার ভিতর দিয়াও মহাশক্তির প্রকাশ হইতে পারে, অবশ্য যদি তুমি সাধন কর।

(১২৯)

তোমরা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করিও না। শক্তির তোমরা অনন্ত আধার। শুধু সাধন করিতেছ না বলিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না।

(১৩০)

উপকারীর উপকার যে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিবে না, সে মানুষ নহে, পশু। তোমরা সর্ব্বদা মানুষের মেরুদণ্ড লইয়া চলিতে চেষ্টা করিও। যে জীব সর্ব্বপ্রথম সরল মেরুদণ্ডে হাটিতে শিখিল, তাহাকেই মানুষ বলিয়া বানর, গরিলা, শিম্পাজী হইতে আলাদা করা হইল।

মানুষ নাম পৌরুষের ব্যঞ্জক। মনুষোচিত পৌরুষ ত্যাগ না করিলে কেহ অকৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

(১৩১)

সংখ্যাবলই বল, তাহা নহে! চরিত্রবলই আসল বল। আদর্শ-নিষ্ঠা হইতে চরিত্রবলের সৃষ্টি।

(১৩২)

বিরুদ্ধ অবস্থা বা প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করিয়া নিজের পথ নিজে কাটিয়া হিমালয় লঙ্ঘন করিবার বা দুর্গম কান্তার অতিক্রম করিবার ক্ষমতা তোমার আছে, ইহা বিশ্বাস করিও। বিশ্বাসেই বল, অবিশ্বাসে নহে।

(১৩৩)

জীবনের সার্থকতা ত্যাগেও নয়, ভোগেও নয়, প্রেমে। ত্যাগ প্রেমকে সহজলভ্য করে, ভোগ তাহাকে করে দুরায়ত্ত। এই কারণেই জগতে ত্যাগের এত প্রশংসা, এত জয়ধ্বনি। প্রেমিকই জীবিত, অপ্রেমিক মৃত। তুমি প্রেমিক হও।

(১৩৪)

জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা প্রেম। এই একটী জিনিষে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই তোমার চরণ বিপথে চলিতে পারিবে না। ধ্রুব খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র নহে, প্রকৃত প্রেমও উচ্ছ্বাস-বর্জ্জিত।

(১৩৫)

অপাত্রে অনুগ্রহ অকুশলের সৃষ্টি করে। অনুচিত অনুগ্রহ অকৃতজ্ঞের সৃষ্টি করে। অসময়োচিত অনুগ্রহ সৎলোককেও অসৎ করে। যোগ্যতার সন্ধান দাও, শ্রমশীলের সমাদর কর, অলসকে প্রশ্রয় দিও না। অত্যধিক অতিথিপরায়ণ লোকেরা কেবল পুণ্যই সঞ্চয় করেন না, অলস প্রতিপালনের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। যাহাকে অনুগ্রহ করিতেছ, সে তাহা পাইবার জন্য যোগ্য শ্রম করিতেছে কি না, লক্ষ্য করিয়া দেখ। অল্প হইলেও যে শ্রম করে, তাহাকে উৎসাহ দেওয়া সঙ্গত এবং ধর্ম্মোপেত। কেবল দয়াভিক্ষাই যাহার যোগ্যতা, তাহাকে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র বা আশ্রয় না দিয়া অর্জ্জনের যোগ্যতা দান কর। যোগ্যতা আসিলে নিজ-ভুজবীর্য্যেই সে সব করিতে পারিবে।

(১৩৬)

ক্ষেত্রবিশেষে দুঃসাহসের মত গুণ নাই, স্থলবিশেষে ইহার মত দোষও কিছু নাই। দুঃসাহসের পরিণাম যেখানে সুফলসম্ভাবী, সেখানে বিফলতার ঝুঁকি নিয়াও আগাইয়া চলিতে হইবে। যেখানে দুঃসাহসের পরিণতি চরিত্রভ্রংশতা, সেখানে একটু কাপুরুষ হইলে দোষ নাই।

(১৩৭)

উচ্চাকাঙ্ক্ষ হও, দুঃসাহসী হও, সৎকার্য্যে অপরের সাহস দেখিলে তাহার তারিফ কর, তাহার সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইয়া দাও। ভীরু-পালের সমালোচনায় আর কাপুরুষের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিও না।

(১৩৮)

যুগযুগান্ত প্রতীক্ষা করিয়া হইলেও পরমা সিদ্ধি আয়ত্ত করিতেই হইবে, এইরূপ থাকা চাই ধৈর্য্য, আর, একটী নিমেষের মধ্যে পরমাসিদ্ধি আয়ত্ত হওয়া চাই, শুধু এই জীবনেই নহে, অদ্যকার দিনের মধ্যে হওয়া চাই, এইরূপ থাকা চাই অধীরতা। এই দুইটা বস্তুর পূর্ণ সামঞ্জস্য হউক তোমার জীবনে।

(১৩৯)

নিষ্ঠা ও ভক্তি পুরুষকারের সহিত প্রযুক্ত হইলে মাটিকে সোণা এবং সোণাকে হীরায় পরিণত করে। তোমরা নিষ্ঠাবান্ হও, ভক্তিমান্ হও, পুরুষকার-প্রবুদ্ধ হও।

(১৪০)

বিপত্তি দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। যুদ্ধ করিয়া সকল বিপত্তি জয় করিতে হইবে। নির্ম্মম সংগ্রামে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে পদানত করিতে হইবে।

(১৪১)

যে দেশেই যাও, যে অবস্থাতেই পড়, ভগবানের দয়ায় বিশ্বাস রাখিও আর মানুষের মত শক্ত হইয়া সবল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিও। কুকুরের পদলেহনী বৃত্তিকে লোভনীয়, শ্লাঘনীয়, সম্মাননীয় বলিয়া জ্ঞান করিও না।

(১৪২)

প্রতিযোগিতা করিয়া কে তোমার কি অনিষ্ট করিতে পারিবে, তুমি

যদি সৎ, সরল ও প্রেমিক হও ? ভগবান্‌কে ভুলিও না, সৎপথ হইতে চ্যুত হইও না।

(১৪৩)

সর্ব্বদা ভগবানে মন রাখিয়া পথ চল। দুঃখ-বিপদ সুখ-সম্পদ সব তাঁরই চরণে অর্পণ করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হও।

(১৪৪)

ধৈর্য্যহীন পুরুষ আত্মঘাতী, অধীরতাহীন পুরুষ নপুংসক। ধৈর্য্য ও অধৈর্য্যকে একাধারে সুসমন্বিত করিয়া লাভ কর পূর্ণ জীবন।

(১৪৫)

জাতিলিঙ্গবিচারের ঊর্দ্ধে স্থাপন কর মনকে। দেখিও পতন-সম্ভাবনা নিমেষে হ্রাস পাইবে। আত্মানাত্মবিচার মনকে স্থির হইতে সাহায্য করে কিন্তু ব্রহ্মসাগরে অবগাহন মনকে ক্ষীরবৎ প্রগাঢ় করে। তখন আর তাহাতে তারল্যের তরঙ্গ, চাঞ্চল্যের বিক্ষেপ, দৌর্ব্বল্যের লীলালাস্য থাকে না। ঊর্দ্ধে চল, কেবলই ঊর্দ্ধে চল, চল অনন্ত ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধ অধঃ সব মিলিয়া যেখানে বিচারের সীমারেখা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপী গগনাতীত অনন্ত সত্তায় নিজেকে নিমজ্জমান কর।

(১৪৬)

সংগ্রামহীন জীবনকে শান্তিময় জীবন বলিয়া ভ্রম করিও না। শান্তি আর আনন্দ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসে। আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব লইয়া নির্ভয়ে পথ চল। অকারণে তরবারির আস্ফালন

করিও না কিন্তু প্রয়োজনস্থলে তরবারির সদ্ব্যবহারেও পশ্চাৎপদ হইও না।

(১৪৭)

হীনতাকে স্থায়ী করিয়া রাখে হীনম্মন্যতা। মন হইতে হীনের অভিমান দূর কর। হীনতাকে সৃষ্টি করে হীন অনুষ্ঠান। হীন কার্য্য হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাক। চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে মহত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিও না। দুর্ব্বলতা টের পাইলে শক্ত হাতে তাকে শাসন কর। আত্মশাসন ও আত্মশোধনই বড় হইবার পথ।

(১৪৮)

ক্ষুদ্র সেবা, তুচ্ছ সেবা, স্বল্প সেবা সবই ভগবানের সেবা। ধারাবাহিক যত্নে বা নিয়মিত ধারায় প্রযুক্ত হইলে এই তুচ্ছ সেবাই অতি মহৎ ভগবৎ-প্রীতিকর-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে সেবা সর্ব্বাবস্থাতেই সেবা। আকারে ছোট বা সাময়িক বলিয়াই ত তাহা অবজ্ঞেয় নহে।

(১৪৯)

একটী সেবা দশটী সেবার সুযোগ দেয়, যোগ্যতা দেয়। একটী ত্যাগ দশটী ত্যাগের সামর্থ্য দেয়, আনুকূল্য দেয়। আত্মপরায়ণতা তোমাকে নিয়ত নীচে টানিতেছে, সেবা তোমাকে ঊর্দ্ধগতি প্রদান করিবে। যত দিবে সেবা, যত করিবে ত্যাগ, তত তুমি হইবে মহনীয়, তত তুমি হইবে সার্থক।

(১৫০)

"টাকা দাও" "চাঁদা দাও" বলিয়া লোককে উদ্বিগ্ন বা উৎপীড়িত করিও না। সকলকে "সাধন কর" আর "সাধন কর" বলিয়া নিরত উৎসাহিত কর। জগতে দলে দলে সাধকদের আবির্ভাব ঘটুক। জগৎ অনেক হুজুগনবীশ, বাক্যবাগীশ, উত্তেজক আন্দোলনকারী দেখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়াছে। একবার তাহাকে সাধকগণের উজ্জ্বল শ্রীমুখ দেখাও।

(১৫১)

নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের উপরে ছাড়িয়া দাও। ইহার ফলে আপনা আপনি নিত্য নূতন অনুভূতি জাগিতে থাকিবে। অনুভূতি লাভের দিকে অধিক লক্ষ্য না দিয়া আত্মসমর্পণের পরিপূর্ণতার দিকে প্রখরতর দৃষ্টি দাও।

(১৫২)

তোমাদের প্রকৃত সাধনানুরাগ জাগিয়া উঠুক। তোমরা বলবন্ত হও। একজনেও জীবনটাকে হেলার জিনিষ বলিয়া মনে করিও না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগাও।

(১৫৩)

সকল প্রলোভনের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। সকল দুর্ব্বলতাকে জয় করিতে হইবে।

(১৫৪)

সকলকে তোমরা সাধনে অনুরাগী কর। আর, এই সদুদ্দেশ্যকে

সফল করিবার জন্ত নিজেরা সাধক হও। সাধনের আনন্দ আস্বাদন করিলে তবে ত চরিত্রে শক্তির বিকাশ হইবে। সাধনে রতি নাই, রুচি নাই, আগ্রহ নাই, এমন লোকেরা আনন্দের আস্বাদন কোথায় পাইবে ?

(১৫৫)

সঙ্ঘশক্তির বলে জগতে সকল অসাধ্য সাধিত হয় কিন্তু সঙ্ঘশক্তির চর্চ্চা মাত্র একজনের অপেক্ষা করে না, সকলের ইহাতে যোগদান কর্ত্তব্য। তোমরা সকলেই সকলের সহায়ক হও।

(১৫৬)

সাধনহীন সাধক-সমাজ দেখিতে না দেখিতে নির্ম্মূল হইয়া যায়। তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও।

(১৫৭)

ভগবানে যদি বিশ্বাস না কর, নিজেকে বিশ্বাস করিতে হইবে। নিজেকেও বিশ্বাস করিবে না, ভগবানকেও না,—এমন অন্ধ নরকে যেন তুমি কখনো না পড়।

(১৫৮)

তোমরা নিজ নিজ জীবনে সাধনাকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোল। তোমাদের দেখিয়া বিনা উপদেশে মানুষের মনে দিব্য ভাবের প্রেরণা জাগুক। সত্য এবং ত্যাগের উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা দাও, সংযম এবং শৌর্য্যে চরিত্রকে কর মণ্ডিত।

(১৫৯)

ত্যাগই জীবনকে মহনীয় করে, শক্তিশালী করে। তবে, সেই ত্যাগ হওয়া চাই স্বেচ্ছাকৃত। অপরের পীড়নে বাধ্য হইয়া ত্যাগ-স্বীকার করিবার নাম দাসত্ব। তোমরা এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি কর, যাহাতে মানুষের উপর হইতে দাসত্বের পদচিহ্ন মুছিয়া যায়।

(১৬০)

নিমেষের জন্যও ভুলিয়া যাইও না যে, এই জীবনেই তোমাদিগকে পরম পুরুষার্থ অর্জ্জন করিতে হইবে। জন্মে জন্মে তপস্যা করিয়া নহে, এই এক জন্মের তপস্যা দ্বারাই অনন্ত জন্মের তপস্যার প্রয়োজন মিটাইতে হইবে।

(১৬১)

সকলের মনে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।
সকলের প্রাণে প্রেমের অমিয় ঢালো।
অন্ধ নয়নে জাগাও আশার আলো।
তবে ত হইবে তোমার আমার ভালো।
কত যে কুকাজে জীবন হইল কালো,
পবিত্রতায় কর তারে ঝলমল॥

(১৬২)

সর্ব্বজীবে প্রেমভাব লইয়া চল। আমাদের কেহ শত্রু নাই, সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমাদের বান্ধব।

(১৬৩)

জগতের সকলের সহিত তোমার সম্পর্ক মধুময় হউক, জগতের প্রতিজনের সহিত তোমার আত্মীয়তা হউক। কেহ যেন তোমার বিদ্বেষের পাত্র না থাকে, কেহ যেন তোমার পর না রহে।

(১৬৪)

যে কাজে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে পূর্ণ মনোযোগ দিয়া লাগ। ইহার সাফল্যও তুচ্ছ নহে। ক্ষুদ্র সাফল্য বৃহৎ সাফল্যের সোপান।

(১৬৫)

কখনও মন-মরা হইবে না। প্রদীপ্ত উৎসাহ নিয়া জীবনের পথ চল। কত বাধা কত বিঘ্ন বিপত্তি সৃষ্টি করিল, তাহা গণনা করা তোমার লক্ষ্য নহে। তোমার লক্ষ্য সাফল্য। ইহা তোমাকে লাভ করিতেই হইবে।

(১৬৬)

তোমাদের যে শক্তি কত, তাহা তোমরা জান না। জানিলে তোমরা প্রতি জনে অসাধ্য-সাধন করিতে পারিবে। নিজ নিজ শক্তিকে জানিবার জন্যই তোমাদের সাধন করিতে হইবে। সাধন করিতে করিতে শক্তির বিকাশ হইবে।

(১৬৭)

সাধন করিতে একাগ্রতা চাই, নিষ্ঠা চাই, সতত আত্মনিয়োজিত

হইয়া থাকার অনুশীলন ও চেষ্টা চাই। সাধন যে করিবে, তাহাকে অকারণ বাক্য-কথন ও অনুচিত চিন্তার মনন ছাড়িতে হইবে।

(১৬৮)

অসাধক বাক্যবাগীশদের দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হইবে না, নীরব সাধকের কাজই স্থায়ী ও নিষ্কলুষ কুশল সৃষ্টি করে। অসাধকের আস্ফালনই সার, কাজের কাজ তাহার দ্বারা অতি অল্পই হয়।

(১৬৯)

সঙ্কল্প কর, জীবনের প্রতিটি কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে, অসফলতার কলঙ্ক মানিয়া লইবে না। তোমরা তোমাদের যোগ্যতার ঐতিহ্যকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।

(১৭০)

একটা কাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া লাগিয়া থাকিলে অতি সামান্য কাজের দ্বারাই অসামান্য সাফল্য লাভ করা যায়। লাগিয়া থাকার যে কি শক্তি, তাহা জানে না বলিয়াই লোকে জীবন ভরিয়া অসাফল্য অর্জ্জন করে।

(১৭১)

রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, নিদারুণ আত্মদ্রোহ, নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা এবং অমানুষিক বর্ব্বরতার মধ্য দিয়াই মানুষকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তোমরা মন হইতে উৎপীড়নের বিভীষিকা এবং অত্যাচারের প্রেততাণ্ডব একেবারে সরাইয়া দাও। বিশ্বাস কর নিজেকে,

বিশ্বাস কর পরমেশ্বরে। বিশ্বাস কর পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে লব্ধ তোমার গৌরবময় ঐতিহ্যে। হিটলার ও আইকম্যান শত চেষ্টা সত্ত্বেও কি ইহুদী জাতিকে নির্ম্মূল করিতে পারিয়াছিল? ভগবান সকলের রক্ষাকর্ত্তা, ভগবানের চেয়ে এক রতি ছোট কাহারও দিকে আশ্রয়প্রার্থীর করুণ নয়নে তাকাইও না।

(১৭২)

সকলে সাধনে মন দিবে। অসাধকের সমাজ সহজেই কুসংস্কারে কবলিত হয়। তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও। সাধকের ভাণ নহে, সাধকের জীবন তোমাদের আয়ত্ত হউক। প্রতিপদবিক্ষেপে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তোমরা সাধক হও। তোমাদের সাধন-জীবন যেন ভালো বাঁধাকপির মতন ঠাস-বুনন হয়, যেন ফাঁপালো না হয়। তোমরা খাঁটি সোণা হও, মেকী সোণা নহে।

(১৭৩)

পদাধিকারী হইতে পার নাই বলিয়া সৎকার্য্যে সপ্রেম সহযোগ দিবে না, তোমার মন যেন এত নীচ কখনো না হয়।

(১৭৪)

সচ্চিন্তার প্রসার-সাধনকে জানিবে মানুষের পরমায়ু-বর্দ্ধন। অসৎ চিন্তা পরমায়ু হ্রাস করে, সচ্চিন্তা দীর্ঘায়ু দেয়। সমগ্র পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে মহচ্চিন্তার বিপুল ব্যাপক নিরলস প্রসারের আয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত কর। ইহার অপেক্ষা আনন্দজনক কাজ আর কিছু নাই।

(১৭৫)

নিজেকে কখনও ছোট ভাবিও না, নিজের ভবিষ্যৎকে কখনও তুচ্ছ করিয়া দেখিও না। পরমেশ্বরের মঙ্গলময় অভিপ্রায় তোমার জীবনে প্রকটিত ও পূর্ণিত হউক, নিয়ত এই প্রার্থনা করিবে।

(১৭৭)

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমার জীবনের বিশেষত্ব হউক।

(১৭৭)

দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা এবং লক্ষ্যের অস্পষ্টতা ঐক্যের দুরন্ততম বাধা। এই বাধার প্রাচীর সকলে মিলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেল।

(১৭৮)

মহৎ লক্ষ্যের প্রতি রাখি মনঃপ্রাণ
প্রতি জনে হও অগ্রসর,
মানিও না বাধা-বিঘ্ন পর্ব্বতপ্রমাণ,
মানিও না ভূকম্প কি ঝড়।
সত্যেরই সাধিবে জয় আত্মবলি দিয়া
সত্যের করিবে অর্চ্চনা,
তোমার উত্থান চাই সকলেরে নিয়া—
এক তন্ত্রে বিশ্ব-আরাধনা।

(১৭৯)

আত্মবিশ্বাস লইয়া কেবলই অগ্রসর হইতে থাক। থামিয়া যাইও

না। তোমাদের আজিকার ক্ষুদ্র চেষ্টা আগামীতে অসাধারণ কিছু নিশ্চয় ঘটাইতে পারে। বর্ত্তমানের মূল্য ত শুধু সেইখানে, যে বর্ত্তমান নির্ম্মাণ করে ভবিষ্যৎকে। ক্ষুদ্র বটবীজটী বর্ত্তমানের প্রতীক, বিশাল মহীরুহ তার ভবিষ্যৎ।

(১৮০)

মানুষের মনে যাহারা বিশ্বাস সৃজন করিতে পারে, তাহারা অতি সুমহান্ জনসেবক। বিশ্বাস মানুষের দেবত্বে, বিশ্বাস মানুষের আত্ম-শক্তিতে, বিশ্বাস ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে। এই বিশ্বাস তোমরা জনে জনে প্রতি জনের মধ্যে জাগরিত করিবার সাধনায় আজই লাগিয়া যাও। ইহার চাইতে মহত্তর সাধনা তোমাদের আর কি আছে! অবিশ্বাস করিয়া করিয়াই ত লক্ষ লক্ষ নরনারী অকারণে নিজেদের জন্য আজীবনের আমরণের অসহ্ ক্লেশ সৃষ্টি করিল।

(১৮১)

একা একা কেহ অতি বড় কাজ সমাধা করিতে পারে না। অন্য দশ জনের সহায়তা ও সহযোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সহযোগ বা সহায়তা পাইতে হইলে তাহার জন্যও অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। যে যাহা পাইবার যোগ্য হয় নাই, সে তাহা কামনা করিলেই কি পাইয়া যায়? তোমরা অন্যের সহযোগ ও সহায়তা পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জনে আগে মনোনিবেশ কর। দশজনের টাকা লইয়া যেখানে কাজ হইবে, সেখানে না চাহিবার আগে সকলকে হিসাব বুঝাইয়া দিবার জন্য তৈরী হইয়া থাকিতে হইবে। অন্যকে লইয়া যেখানে কাজ, সেখানে ছোট-

বড় প্রতি জনকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ করিবার ভার বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করিতে হইবে, চিরকালের অকর্ম্মণ্য অপদার্থকেও নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যোগ্য সুযোগ দিতে হইবে। ছোটকে অবহেলা না করিয়া তাহাদের সমবায়ে কি কি কাজ হইতে পারে, তাহার হিসাব লইতে হইবে। অবজ্ঞা করিয়া নহে, অবহেলা করিয়া নহে, সমাদর করিয়া সম্মান দেখাইয়া প্রতি জনকে ছোট বড় প্রতিটি কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে। নেতাগিরির অহঙ্কার লইয়া নহে, সেবকের বিনম্রতা লইয়া সকলের সহিত মিশিতে হইবে।

(১৮২)

তোমার প্রেম তোমাকে পাপকার্য্যে অরুচি দেউক, সৎকার্য্যে দুঃসাহসী করুক। এই করুণাহীন নির্ম্মম পৃথিবীতে তোমাকে প্রেমের বলেই বাঁচিতে হইবে, প্রেমের বলেই অন্যকে বাঁচিবার প্রেরণা দিতে ও বাঁচাইতে হইবে।

(১৮৩)

কাহারও প্রতি অন্যায় না করিয়া এবং কাহারও অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করিয়া তোমরা মানুষের মতন মাথা উঁচু করিয়া জগতে বিরাজ কর। পাপীকে ঘৃণা না করিয়া এবং পাপের সহিত আপোষ না করিয়া তোমরা কর্ম্মের পথে, ধর্ম্মের পথে, সাধনের পথে চল।

(১৮৪)

সততা, একতা, সাধনশক্তি সংঘকে বলশালী করে কেবল কথার

চাতুরীতে বল বাড়ে না। বলের উৎস হইতেছে তপস্যা। একাগ্র সাধনা হইতেই বল আসে। জগতের কাহারো প্রতি কণামাত্র ঈর্ষ্যা না লইয়া নিজের প্রয়োজনে এবং জগতের প্রয়োজনে তোমাকে তোমার বল বাড়াইতে হইবে।

(১৮৫)

লক্ষ্যহীন ভাবে কাজ করিও না।. তোমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্য্যের বাহক হউক। প্রতিটি অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যকে পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য কর প্রাণপাত শ্রম। সাধনা ব্যতীত কিছুই হইবে না, এই পরম সত্যে প্রতি জনে বিশ্বাসী হও এবং চালাকীর দ্বারা নহে, পরন্তু অকুণ্ঠ ত্যাগ ও অনলস পরিশ্রমের বলেই তাহা করিবে, এই পণ কর।

(১৮৬)

একটু একটু করিয়া যদি কাজ করিয়া যাও, প্রতি দিনই যদি কাজ কর, একটা দিনও সাধ্য-পক্ষে বাদ না দাও, তাহা হইলে তাহার শুভফল একদিন না একদিন প্রত্যক্ষ হইবেই। সুধীর প্রযত্নে সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া কাজ করিয়া যাওয়ার ভিতরে যে একটা বীরত্ব আছে, তাহা হুজুগ-বিলাসীরা বুঝিতে পারে না। দল বাঁধিয়া কাজ করিলেই যে সকল সময়েই কাজ ভাল হয়, তাহা নহে। অন্যদের যখন ডাকাডাকি করিয়াও কাজের বেলায় পাইতেছ না, তখন একাই কাজ করিয়া যাইবে বলিয়া জিদ্ কর। প্রকৃত সাধক একাই এক শত জনের কাজ করিতে পারে। একা কাজ করিবার অনেক অসুবিধাও আছে কিন্তু দল বাঁধিয়া কাজ করিবার মধ্যে কি অসুবিধা নাই?

চেষ্টা করিয়াও যদি অন্তদের নিয়া কাজে নামিতে সফলতা না আসে, তাহা হইলে একাই নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নামিয়া পড়িবে। কাজ করিলেই তার ফল আছে। দশ জনে মিলিয়া কাজ সুরু করিতে পার নাই বলিয়া কি কাজ ফেলিয়া রাখা যায়?

(১৮৭)

কাজে দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকাটা অতি বড় কথা। ইহা কখনো ভুলিও না। কাজ কম কম করিয়াই কর, তবু দীর্ঘকাল লাগিয়া থাক। সহকর্ম্মী সৃষ্টি করিতে না পারিলে চিরজীবনই একা কাজ করিতে হইবে। সহকর্ম্মী পাইতে হইলে তাহাকে সম্মান করিতে শিখিতে হয়। হুকুমের জোরে বা চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ আদায় হয় না, প্রেম দিয়া কাজ আদায় করিতে হইবে।

(১৮৮)

ভাণ করিতেছ ধার্ম্মিকের, অথচ সাধন না করিয়া, পরোপকার না করিয়া, আত্মোৎকর্ষ-সাধনের অনুশীলন না করিয়া, ধর্ম্মের নামে কেবল আলাপ-সালাপ করিতেছ। গপ্-শপ্ দিয়া সত্য লাভ হয় না, সত্যলাভ প্রখর অন্বেষণ ও সুতীব্র সাধনের অপেক্ষা রাখে।

(১৮৯)

ধর্ম্ম বা আত্মোৎকর্ষ কেবল সৎসঙ্কল্পের উপরেই নির্ভর করে না, সদনুশীলনও চাই। প্রত্যেকের প্রাণে এই সঙ্কল্প জাগ্রত কর এবং এই কর্ম্মোদ্যম প্রতিষ্ঠা কর যে, প্রচলিত সকল কুসংস্কার এবং চরিত্রগত সকল

দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিয়া প্রতিটি মানুষকে দেবতায় পরিণত তোমরা করিবে। তোমাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ইহা বিশ্বাস কর।

(১৯০)

তোমাদের নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ত্যাগ, সেবা, সৎসঙ্গ ও চর্চ্চা আদর্শস্থানীয় হউক। তোমরা কেবল দর্শনীয় আর স্পর্শনীয় মহান্ পুরুষ না হইয়া চিরকালের জন্য স্মরণীয়ও হও।

(১৯১)

ধৈর্য্য, সাহস, সৎসঙ্কল্প ও ক্ষমা আশ্রয় করিয়া চল। আপনা আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(১৯২)

জীবন যাহাতে পাপ ও অপরাধের সহিত আপোষ করিতে প্রলুব্ধ না হয়, এমন সুদৃঢ় নীতিজ্ঞানের উপরে প্রতিটি কার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

(১৯৩)

যে সকল প্রতিষ্ঠান সর্ব্বমানবের কুশলের জন্য ব্রতী, তাহাদের সহিত সর্ব্বদা যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিবে। নিজের জীবনকে সকলের সকল পবিত্র অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত করিয়া চলিতে সাধ্যসঙ্গতি অনুযায়ী চেষ্টা করিবে।

(১৯৪)

সকলের প্রতি মমতাময় হও, সকলের প্রতি করুণা বর্ষণ কর,

সকলকে দেও স্নেহ, সকলকে কর প্রেম। সংসারকে ভগবল্লাভের সোপান রূপে গ্রহণ কর, সংসারকেই একমাত্র সার বলিয়া ভ্রম করিও না। নামে প্রেমে জীবন সার্থক কর, ধন্য কর।

(১৯৫)

তোমরা নিজেদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অমিল, অনৈক্য, মতবিরোধ, সংঘর্ষ এবং দ্বন্দ্ব পরিহার কর। সকলে এক সত্যের উপাসক হও। সকলে সকলের বিপদ আপদ নিবারণ কর। সকলে সকলের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিতে অভ্যাস কর। নিজেদের মধ্যে ঐক্য আসিলে তবে ত তোমরা জগদ্বাসী সকলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে! আত্মকলহ-পরায়ণরা জগৎকে কোনও কুশল পরিবেশন করিতে পারে না।

(১৯৬)

সৎপথে থাকিয়া সৎকথা কহিয়া লোককে সৎপ্রেরণা দিয়া পৃথিবীর কলুষিত আবহাওয়াকে উন্নততর করিবার জন্য চেষ্টা করিও। ইহাতে তোমারও লাভ, জগদ্বাসীরও লাভ। তোমার কল্যাণে বিশ্বের কল্যাণ, বিশ্বের কল্যাণে তোমার কল্যাণ।

(১৯৭)

তোমাদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে না। একটী নির্দ্দিষ্ট কাজে সকলে এক সঙ্গে লাগিবার যোগ্যতা তোমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে না। গতানুগতিকতার উর্দ্ধে তোমাদের শক্তির প্রকটন হইতেছে না। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস না, তোমাদের

মধ্যে প্রেম জাগে নাই। জগতে কি প্রেম ছাড়া মিলন হয়? মিলন ছাড়া ঐক্য হয়? ঐক্য ছাড়া বলের বিকাশ হয়? বল ছাড়া মহৎ কাজ, বৃহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয়? বড় বড় কাজ না করিলে কি কখনো আত্মবিশ্বাস জন্মে? দুঃসাধ্য কর্ম্মে হাত না দিলে কি দুঃসাহস আসে? দুঃসাহস না থাকিলে কি প্রাংশুলভ্য সুদুর্ল্লভ সাফল্য মিলে?

(১৯৮)

সকলে সকলের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এক হও, অভিন্ন হও, পার্থক্য-বোধবর্জ্জিত হও,—লক্ষ্য কর এক, পন্থা কর এক, শক্তি কর এক, শক্তির প্রয়োগকে কর এক।

(১৯৯)

আপাততঃ মানুষের আচরণ যাহাই হউক, তাহার ভিতরে যে প্রসুপ্ত দেবত্ব আছে, তাহার সম্পর্কে গভীর আস্থা রাখিয়া তোমরা চল। চারিদিকে তোমরা মানবতার জয়গান ধর। জীবনীয় অমৃত-রসায়নে স্নিগ্ধ-পরিস্নিগ্ধ করিয়া অলস অবশ ভীরু দুর্ব্বলকে তোমরা জাগাইয়া তোল।

(২০০)

কাজ চালু থাকিলেই ক্রমশঃ বাড়ে। কাজকে বন্ধ হইতে দেওয়া ভুল। কাজ একবার বন্ধ হইলে আবার সুরু হওয়া কি সহজ কথা ?

(২০১)

যতক্ষণ বীজ-বপন না হইতেছে, ততক্ষণ ক্ষেত্রে বারংবার কেবলই

হলচালন করিয়া যাও, আগাছা মার, রসশোষী শিকড়-বাকড় দূর কর। এই কাজে অবহেলা করিলে অচিরেই দেখিতে পাইবে যে, যাহা যেমন ছিল, তাহা তেমনটী আর রহে নাই, তার চেয়ে বেশী অরণ্যসঙ্কুল ও কণ্টকবহুল হইয়াছে।

(২০২)

সাধন করিলে তবে ত' সন্দেহ মিটিবে! তর্কের দ্বারা সন্দেহ মিটে না।

(২০৩)

শুধু হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য জীবন নহে,—তাহার সার্থক ব্যবহার চাই। প্রতি পদে মানুষের মতন চলিবে। মনের কোণেও ঠাঁই দিও না ভীরুতা, দুর্ব্বলতা আর আত্ম-অবিশ্বাসকে।

(২০৪)

কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশব্যাপী যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, তোমরা তোমাদের কর্ম্মময় ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মময় কর্ম্ম দ্বারা তাহার অপনোদন কর। নবযুগের কর্ম্মীদের স্কন্ধে ইহা এক নিদারুণ দায়িত্ব।

(২০৫)

জন্মিয়াছ দিগ্বিজয়ের অধিকার লইয়া। পরাজিতের মনোবৃত্তি নিয়া কেন থাকিবে?

(২০৬)

একটী নিমেষে এক যুগের কাজ করিবে, তবে না তুমি কর্ম্মী! একযুগ ব্যাপিয়া একটী নিমেষের শান্তি, তৃপ্তি ও কল্যাণকে কেবলই প্রসারিত করিতে থাকিবে, তবে না তুমি সেবক!

(২০৭)

তোমরা নিজেদিগকে একটা বিশেষ ভাবের, বিশেষ আদর্শের, বিশেষ লক্ষ্যের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করিও। তোমরা প্রতিজনে জগতের জন্য একটা বিশেষ ঐতিহ্য রাখিয়া যাইবে, এই বিশ্বাসে ভরপুর থাকিও। এই জ্ঞান এবং এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী জীবন যাপন করিও।

(২০৮)

সৎকাজের ধর্ম্মই হইতেছে সৎলোককে আকৃষ্ট করা। সৎকাজ হইতেছে দেখিয়াও যে আকর্ষণ বোধ করে না, সে সৎলোক নহে। আগ্রহী লোকেরা নিজেরাই আগাইয়া আসিবে, অনাগ্রহী লোকদের মনে সাত্ত্বিক আগ্রহ সৃষ্টি করিবার জন্য অনলস চেষ্টা চালাইতে হইবে।

(২০৯)

সত্যদৃষ্টি লইয়া পৃথিবীকে যে দেখিবে, পৃথিবী তাহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করিবে। তোমাদের দৃষ্টি হউক সত্যময়, চিন্তা হউক সত্যময়, বাক্য হউক সত্যময়।

(২১০)

তোমাদের মনঃপ্রাণ ভগবানের নামামৃতে এবং প্রেমরসে পূর্ণ হউক।

তোমাদের অকলঙ্ক আচরণে সর্ব্বজন নিজেদের কর্ত্তব্যের পথ-নির্দ্দেশ লাভ করুক। তোমাদের চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা পরিপুষ্ট হউক। তোমাদের ঐক্যে সমগ্র বিশ্বের বেদনা বিদূরিত হউক। তোমাদের সেবা সর্ব্বজীবের কলুষ নাশ করুক।

(২১১)

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, ভুল সংশোধন করিবার পরে আর তাহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ থাকা উচিত নহে। পাপের জন্য যাহাকে বর্জ্জন করিতে যাইতেছ, সে আত্মসংশোধন করিবার পরে তাহাকে ক্ষমা করিবার শক্তিও অর্জ্জন কর। জীবন ভরিয়া কলহ করা প্রকৃত মানুষের স্বভাব নহে, উহা পশুর স্বভাব। প্রকৃত মানুষ প্রয়োজনস্থলে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া কলহ করে, আবার প্রথম সুযোগে তাহা মিটাইয়াও ফেলে। যদি কেহ অন্যায় করে, তাহা হইলে তাহার শাসন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। সকল অপরাধেরই শাস্তি যেমন আছে, তেমন ক্ষমাও আছে। তোমরা যদি কাহারও সহিত বিরোধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়া থাক, তাহা হইলে ক্ষমা করিবার জন্যও প্রস্তুত থাক। প্রথম অবসরেই ক্ষমা দ্বারা মৈত্রী স্থাপিত হওয়া উচিত।

(২১২)

সৎকার্য্যের ফল সৎ হয়। সদ্দৃষ্টান্ত চিরকাল সৎচেষ্টার দ্বারা অনুসৃত হয়। সদুদ্দেশ্য সৎপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া রূপ পায়। সর্ব্বদা সৎ হইতে ও সৎ থাকিতে চেষ্টা করিও।

(২.৩)

মন পবিত্র না হইলে ত্যাগের প্রেরণা আসে না। অতএব সকলের

মনকে পবিত্র হইতে পবিত্রতর করার দিকে তোমরা লক্ষ্য দাও। কি করিলে ব্যক্তিগত মানসে, পরিবারে ও সমাজে পবিত্রতার আবহাওয়া বাড়িতে পারে, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দাও। সাধন না করিলে সহজে মন পবিত্র হয় না,—সকলকে সাধনশীল হইবার জন্য প্রেরণা দাও!

(২১৪)

নূতন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের সুযোগ পাইলে দুঃসাহস করিয়া হইলেও অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। কেবল সুযোগের সন্ধানে থাক আর সুযোগটী দেখিবামাত্র সম্পূর্ণরূপে তাহার সদ্ব্যবহার কর। দুঃসাহসী ব্যক্তিরাই জগতে যুগপ্রবর্ত্তন করে। দুঃসাহসকে দোষ বলিয়া মনে করিও না। দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুঃসাহসকে সমার্থবাচক বলিয়া কেন মনে করিবে? মহৎ বস্তুর প্রাপ্তি-প্রয়োজনে অসমসাহসিক হইতে যে পারে না, সে জীবনে কিছুই পায় না। উজ্জ্বল আদর্শবাদ তোমাকে মৃত্যু ভুলাইবে, সহজলভ্য ভোগসুখের লোলুপতা তোমাকে ভীরু, কাপুরুষ ও দুর্ব্বল করিবে।

(২১৫)

সকলে মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতে থাকিলে আস্তে আস্তে পরস্পরের ভুল-বুঝাবুঝি কমিয়া যায় এবং মনের মিল হয়। কাগজে পত্রে মিলন-মন্ত্র লিখিয়া যাহারা কাজের সময়ে দূরে দূরে থাকে, তাহারা দুর্ভাগা এবং পাষণ্ড। দুজন আছ ত দুজনেই কাজে লাগ। দশ জন আছ ত দশজনেই কাজে লাগ। হাজার লোক জুটিয়াছ ত তাহাও ভাল, অবিলম্বে কার্য্যবিভাগ করিয়া লও এবং কালবিলম্ব না করিয়া যার যার যোগ্য কাজে হাত লাগাও, কাঁধ লাগাও, মনও লাগাও,

প্রাণও লাগাও। এভাবে যে ঐক্য আসিবে, তাহা দুর্জ্জয় ও দুর্ব্বার।

(২১৬)

অসৎ কাজের অসৎ ফল আছেই। সৎকাজের সৎ ফলই বা কে রুখিয়া রাখিতে পারে? তোমরা হাজার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেদিগকে কেবল সৎকার্য্যেই লিপ্ত করিয়া রাখ। আপাততঃ ক্ষতি দেখা যাইতে পারে, পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে। সৎ আর সত্য এক জিনিষ জানিও।

(২১৭)

ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা কদাচিৎ বিফল হইয়া থাকে। চেষ্টা যদি বারংবার চলে, তাহা হইলে বিফলতা অসম্ভব। ধারাবাহিক সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা অসম্ভবকেও সম্ভব করে। অকল্পনীয় সাফল্যলাভের ইহা গুপ্তসূত্র।

(২১৮)

কাজ ধরিয়া তাহাতে শিথিলতা আসিতে দেওয়া একটা অপরাধ। কাজ ধরিয়াছ ত জোরে কাজ চালাইয়া যাও। কাজেরই প্রয়োজনে যেখানে ধীর-গমন আবশ্যক, সেখানে অবশ্যই ধীরগতি হইবে। নতুবা কেন তোমরা সবল বিক্রমে কাজ চালাইবে না?

(২১৯)

অসত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া অসত্যেরই আশ্রয় লইও না, অসত্যেরই হাতে আত্মসমর্পণ করিও না, অসত্যেরই ক্রীতদাস হইও না। অসৎ উপায়ের দ্বারা সৎকার্য্য করিবার প্রবৃত্তি কুশলাবহ নহে।

(২২০)

শ্রমশক্তিই একমাত্র শক্তি নয়, প্রভাব-শক্তিও শক্তি। ধনবলই একমাত্র বল নয়, সাধন-বলও বল। তোমরা তোমাদের সকল শক্তি একমুখ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যে অবতীর্ণ হও।

(২২১)

নিজেদিগকে পরমেশ্বরের হস্তধৃত যন্ত্রমাত্র জানিয়া নিরভিমান চিত্তে সর্ব্বজীবের সেবা কর।

(২২২)

বাধ্য হইয়াছি বলিয়া শ্রম করিতেছি, তাহা মনে করিও না। শ্রম আমি ভালবাসি বলিয়াই শ্রমে মাতিয়াছি। তোমরাও সকলকে ভালবাসিয়া কাজে নামো, মহত্ত্ব-হেতু নহে।

(২২৩)

কঠিন কাজ সহজ হয় প্রেমের পরশ পাইলে। তোমরা প্রেমিক হও এবং জগতের সকল কঠিন কাজ অবহেলে সম্পাদন কর।

(২২৪)

তোমাদের প্রেম খাটি হউক এবং পৃথিবী জুড়িয়া তোমরা তোমাদের প্রেমের প্রভাব বিস্তার কর।

(২২৫)

কেন এত ভাঙ্গিয়া পড়িবে? সহস্র পতন ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াই

জীবনের পথ চলিতে হইবে। হা হুতাশ সহকারে নহে, বীর-হুঙ্কারে, সিংহ-গর্জ্জনে, দুঃসাহস সহকারে। সাময়িক পরাভয়কে চিরস্থায়ী বিধান বলিয়া মানিয়া নিবে কেন ?

(২২৬)

নিজেকে জানার চেয়ে বড় জানা নাই। নিজেকে জানিলে সমগ্র বিশ্বকে জানা যায়, বিশ্বপতিকে জানা যায়, জ্ঞেয় অজ্ঞেয় সবই তখন নখদর্পণে আসিয়া যায়। তোমরা নিজেকে জানিবে, চিনিবে, বুঝিবে, তাহারই জন্য আমার বা আমাদের মত লোকদের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে না পারিলে কেন তোমরা আমাদিগকে মানিবে ?

(২২৭)

গুণান্বিত পুরুষ ও নারীদের দেখিলে আমার বিস্ময় আসে না। মানুষের ভিতরে সদ্‌গুণ থাকিবে না ত কাহার ভিতরে থাকিবে ? আমার মনে শুধু এই আক্ষেপ জন্মে যে, ইহাদের মত তুমি আমি সকলেই কেন নিজ নিজ সদ্‌গুণকে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ধরিতে চাহি না। প্রত্যেকে তোমরা গুণের খনি কিন্তু মাটি না খুঁড়িয়া কি খনি হইতে মূল্যবান্ ধাতব সম্পদ বাহির করা যায় ? চাই অনুশীলন। অনুশীলনে কেন তাহাদের রুচি আসে না, আমি ইহা ভাবিয়াই অবাক্ হই। জগতে যদি একটী মাত্র মহিমান্বিত পুরুষের জন্ম হইয়া থাকে, তবে অপর সব মানুষেরই তাহার ন্যায় মহিমান্বিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্ভাবনাকে কেন রূপ দিবে না ?

(২২৮)

প্রত্যেকে তোমরা সাধক হও, কর্ম্মীও হও। কেবল ঈশ্বরসাধনে ডুবিয়া গেলে, জগতের অন্য কোনও কাজে আসিলে না, ইহা এই যুগের উপযোগী আদর্শ নহে। কেবল কর্ম্ম লইয়া মাতিয়া থাকিলে, সাধন করিলে না, ইহাও কর্ম্মসাধনার এক অতি দুর্ব্বল, পক্ষাঘাতদুষ্ট, পঙ্গু আদর্শ।

(২২৯)

সাধকের সমাজই জগতে গণনীয়, বরণীয়, স্মরণীয় হয়।

(২৩০)

কথা কহিবার লোক পাবে তুমি ঢের,
কাজের মানুষ মেলা কঠিন ব্যাপার,
কথা কহা রোগ এক প্রায় মানুষের,
কথার ভিতর দিয়া নিজেরে প্রচার
করিতেছে নরগণ জ্ঞানে অজ্ঞানিতে,
তাই অলসতা নাই উপদেশ দিতে।
সবাই কহিবে কথা, কাজ করিবে কে ?
প্রতি জনে অপরের দোষগুণ দেখে।
নিজেরে বিচার করি' যে চলিবে পথ,
সফলতা তার, সেই সৎ ও মহৎ॥

(২৩১)

কাজ করিলেই তাহার আশানুরূপ ফল পাইতে হইবে, এমন দাবী

ভাল নহে। কাজ করিয়া যাও, অকাতরে শ্রম কর, বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিয়া কাজে লাগ, তারপরে ফল যদি কমই হয় বা খারাপই হয়, তাহা হইলে তোমার তাহা নিয়া ভাবিবার কিছুই নাই। তুমি যে কাজে ফাঁকি দেও নাই, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট সান্ত্বনা।

(২৩২)

তোমরা যাহারা, অল্পই হউক বা অধিক হউক, সত্যই কাজ করিবে, তাহারা অন্য-নিরপেক্ষ মন লইয়া কাজে হাত দিবে। অন্যেরা আসিলে তবে কাজ হইবে, মনের এই ভঙ্গী বদল করিয়া দিতে হইবে। অন্যেরা না আসিলেও তোমাকে কাজ করিতেই হইবে, এমন কি তোমাকেই হয়ত একা সকল দিক সামলাইতে হইবে,—এমন মনের ভাব লইয়া একেবারে গম্ভীর হইয়া যাও। মন অন্যাপেক্ষ হইলেই চপলতা আসে, অধীরতা আসে। নিজাপেক্ষ হইলে অধীরতা আসে না, বৃহৎ অস্ত্রোপচারে হাত দিবার আগে শল্যবিদের মনের যাহা অবস্থা হয়, তাহাই হয়। তখন সবটা মনকে একাগ্র করিয়া কাজ করা যায়। তুমিও তাহাই কর। তোমার সঙ্গে যাহারা ঐকান্তিকতা লইয়া কাজ করিতে আসিবে, তাহাদেরও মনের অবস্থা ইহাই হওয়া দরকার।

(২৩৩)

অকপট শ্রম কখনো বৃথা যায় না। একটু হইলেও সে ফল দেয়। যাহারা বেশ হিসাব করিয়া কাজে নামে এবং সমগ্র শক্তি দিয়া কাজ করে, তাহাদের কাজের ফল অনেক সময়ে হাতে হাতে পাওয়া যায়। তবে বীজ বুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফসল ঘরে তোলা যায় না। তাহার জন্য

৫

নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা করিতে হয় এবং যথানিয়ম ক্ষেত্রের পরিচর্য্যা করিতে হয়। তোমাদের হতাশ হইবার কিছুই নাই বাবা, হতাশ হইও না।

(২৩৪)

লোকের স্পষ্ট কথায় আমাদের ভয় পাইবার কিছু নাই। যাহারা বিরোধী মত প্রকাশ করে, তাহারা আমাদের বিরোধী নহে। সাধুনাম-ধারী কতকগুলি পাষণ্ডের কৃত অপকার্য্যের তাহারা বিরোধী। তোমরা কাহারো বিরুদ্ধ মন্তব্যে বিচলিত হইও না।

(২৩৫)

মানুষের কাণে পরাভবের সম্ভাবনার কথা না ঢালিয়া প্রবেশ করাও বিজয়েরই বার্ত্তা। কে কত ছোট, তাহা তাহাকে না জানাইয়া, সে কোন্ দিক দিয়া কতখানি বড়, তাহা শুনাও।

(২৩৬)

তোমার ধন-সম্পদ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হউক, তোমার জন্য ইহাই আমার একমাত্র কামনার নহে। তোমার নিত্য নূতন দিব্য অনুভব জাগরিত হউক, ইহাই তোমার জন্য আমার বেশী প্রার্থনীয়।

(২৩৭)

আর্থিক সাহায্য করিতে পার আর না পার, কায়িক সাহায্য তুমি অনেককেই করিতে পার। দুইটি হিতবচনের দ্বারা সাহায্য তুমি তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক লোকের করিতে পার। আপ্রাণ শুভ-কামনা করিয়া জগতের প্রত্যেককে তুমি সাহায্য করিতে পার। প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিবার মনোভঙ্গীর।

(২৩৮)

প্রতিজ্ঞা গ্রহণ আর প্রতিজ্ঞা পালন, এক কথা নহে। ব্রতধারী হইবে, ব্রতপালনও করিবে। সঙ্কল্পের সহিত অনুষ্ঠের কর্ম্মের সামঞ্জস্য থাকা চাই। কেবল বক্তৃতায় কোনও কার্য্যোদ্ধার হইবে না। স্তোক-ভাষণ বা ছল-চাতুরী দিয়া মানুষকে খুশী রাখার দিন চলিয়া গিয়াছে। কর্ত্তব্যকে ধর্ম্ম-জ্ঞানে এবং ধর্ম্মকে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে আচরণ ও পালন করিতে হইবে।

(২৩৯)

শ্মশানে যখন শিব থাকে না, তখন প্রেতের তাণ্ডব চলে। অযোগ্যেরা যখন ক্ষমতার আসন অধিকার করে, তখন যথেচ্ছাচার চলে। দুর্ব্বলেরা যখন প্রতিষ্ঠা পায়, তখন নিজেদের অন্তরের বিভীষিকাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করে। সেই সময়েও তোমরা নিজেদের উপরে আস্থা হারাইও না, ভগবানের উপরে বিশ্বাসকে শিথিল হইতে দিও না। সাহস আর বিশ্বাস,—এই দুই মহামূল্য পাথের সঙ্গে রাখিয়া দিবাযামিনী কর পথ-পরিক্রমা। কোনও ভয়ের কারণ নাই।

(২৪০)

বিপদে-আপদে আপন্নাশন শ্রীভগবান তোমার সঙ্গে নিয়তই আছেন, এই বিশ্বাস হইতে কখনও স্খলিত হইও না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্ঠায় হও অতুল, নির্ভরে হও অনুপম, বিশ্বাসে হও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সকলে ভয় পাইয়া গিয়াছে বলিয়াই ত তোমার অভয় হইতে হইবে!

(২৪১)

পৃথিবীর সকল লোক তোমার সঙ্গে আসিল না বলিয়া তুমি থামিয়া থাকিবে ? জন্ম তুমি একাই নিয়াছিলে, মৃত্যুও তোমার হয়ত একাই হইবে, সুদীর্ঘ পথ-পর্য্যটন একা করিবার সাহস তোমার কেন থাকিবে না ? সঙ্গী কেহ আসে, ভাল কথা। না আসিলেও তুমি তোমার কাজ করিবেই।

(২৪২)

তুমি দরিদ্র, তবু তুমি সৎকার্য্যে ত্যাগশীল। ইহাই তোমার ধনবত্তা জানিও। ক্ষুদ্র ত্যাগ, ক্ষুদ্র দান তোমাকে ক্ষুদ্র করে নাই, বৃহৎ করিয়াছে মহৎ করিয়াছে, মহিমান্বিত করিয়াছে। দান কেহ সহজ পুণ্যে করিতে পারে না, ত্যাগ কাহারও সামান্য সৌভাগ্যের ফল নহে।

(২৪৩)

বাঁচিয়া থাকিবে মানুষের মত, মরিতে হইবে মানুষের মত। কর্ত্তব্য পালনে নির্ভীক বেপরোয়া হওয়া চাই। তোমার কর্ত্তব্য অপরের পীড়াদায়ক না হয়, তাহা দেখিতে হইবে কিন্তু যাহারা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অপরের সঙ্গত অভ্যুদয়কে নিজেদের পক্ষে পীড়াদায়ক মনে করে, তাহাদের দিকে দৃক্পাত করিবারও প্রয়োজন নাই।

(২৪৪)

একটী পবিত্র অনুষ্ঠান দশটী পবিত্র-চেতার আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়। একটী পবিত্র সঙ্কল্প দশটী পবিত্র ভাবের অনুশীলনকারীকে

তোমার সন্নিহিত করে। দিবারাত্রি জপ কর, "পবিত্রতা", "পবিত্রতা", "পবিত্রতা"। পবিত্র হও এবং কর্ম্মযোগী হও। কর্ম্মহীন পবিত্রতা অসার, পবিত্রতাহীন কর্ম্ম আবর্জ্জনা।

(২৪৫)

মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বাঁচিয়া থাকার কোনও মানেই হয় না। জগতে প্রকৃত মানুষের মত উঁচু মাথায় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে গিয়া যাহারা মৃত্যু-বরণ করে, তাহারা কখনো মরে না। মানুষ হিসাবে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা হইতে তোমরা দূরে থাকিও না। ভয়ে-ভয়ে মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য পরিহার করা আর পশুত্ব অর্জ্জন করা একই কথা জানিও।

(২৪৬)

মানুষ হিসাবে নিজের কর্ত্তব্য কর এবং প্রত্যেক মানুষকে মানুষ হিসাবে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইবার জন্য নিয়ত প্রেরণা দাও। মনুষ্যত্ব আর বীরত্ব প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। চারিদিকে বীরের দল বুক ফুলাইয়া চলুক, নির্ভয়ে আদর্শের জন্য প্রাণ দান করুক।

(২৪৭)

চারিদিকে আশাভঙ্গ আর মিথ্যাচার,
চারিদিকে কৃতঘ্নের শ্মশান-তাণ্ডব,
চারিদিকে অত্যাচার, জিঘাংসু হুঙ্কার,
নির্য্যাতন, অসম্মান, "মারো" "মারো" রব ;

মুণ্ডহীন কবন্ধেরা করি' বিচরণ
নারী, শিশু দুর্ব্বলের করিছে হরণ
চিরপ্রিয় প্রাণ,—তবু হইও না নত,
মানুষ থাকিবে সদা মানুষের মত।

(২৪৮)

জগজ্জনের কল্যাণের জন্যই তোমার জীবন। তোমার কল্যাণ জগৎ-কল্যাণের অংশ এবং এই জন্যই তাহার সহিত অবিরোধী ও অভিন্ন। নিজেকে জগন্ময় এবং জগৎকে নিজেতে দেখ।

(২৪৯)

জগতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া নির্ভয় হও। দেশ, জাতি ও সমাজের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া নির্ভয় হও। লক্ষ মানুষ যখন ভয় পরিত্যাগ করে এবং প্রত্যেকেই যখন একযোগে এক লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এমনই ঘটনা ঘটে, যাহা ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দেয়।

(২৫০)

বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার শ্রেষ্ঠ সদুপায় হইতেছে সৎকাজ করা। কথার কারিকুরিতে বা বাক্যের আস্ফালনে মিথ্যা-প্রচারকারীদের প্রচারকে হেয় করিতে পারিবে না। তবে স্থল-বিশেষে অন্যায়-বচনের মৌখিক প্রতিবাদও দরকার হয়. নতুবা অনেক সময়ে মৌনকে অন্যায় অভিযোগের স্বীকৃতি বলিয়াও লোকে গ্রহণ করিতে

পারে। কিন্তু সেই প্রতিবাদ অপেক্ষাও শত গুণে ফলোপধায়ক হইবে তোমার একনিষ্ঠ সৎপ্রযত্ন। মনে প্রাণে হও সংগ্রামী। যোদ্ধারা বেশী কথা বলে না।

(২৫১)

বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া দুই জনের মধ্যে যেখানে ব্যবধান সৃষ্ট হয়, নিশ্চয়ই সদ্ভাবে সেখানে মীমাংসা সম্ভব। এমন কি তাহারা নিঃসম্পর্কিত হইলেও তাহা সম্ভব। কলহ কখনো কেবল একজনেরই দোষে হয় নাই, দোষ উভয় পক্ষেরই থাকে। কোনও না কোনও দিক দিয়া কাহারও দোষ কিছু বেশী থাকে, কাহারও কম থাকে, উভয়েরই সমান দোষ কদাচিৎ দেখা যায়। এমন অবস্থাতে কাহার দোষ বেশী আর কাহার দোষ কম, তাহার আলোচনাকে প্রাধান্য দিলে মীমাংসা সুদূরপরাহত হইয়া যায়। কিন্তু উভয়েই সমান দোষী, এই ধারণাটাকে ধরিয়া রাখিলে তাহার ফলেও সুবিচার সুদূরপরাহত হইতে পারে। প্রত্যেকে মনে মনে নিজ নিজ দোষের দিকে লক্ষ্য দাও এবং সঙ্গত স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সত্যকেই একমাত্র উপায় বলিয়া মনে কর। ভাবালুতাকে মীমাংসার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে দিও না। কে কাহারও ভাবালুতাকে অযথা আক্রমণও করিও না। উভয় পক্ষেরই জীবনে দুঃসহ দুঃখনিচয় রহিয়াছে। একজনের দুঃখের দিকে মানুষের মন লইয়া তাকাইলে অপরের মনে করুণার উন্মেষ হওয়াই স্বাভাবিক। একে অপরের দুঃখে হৃষ্ট না হইয়া যখন বিগলিত-হৃদয় হইবে, মীমাংসা তখনই সহজ, মীমাংসা তখনই স্বাভাবিক। তোমরা সেই সহজ ও স্বাভাবিক পথটাই ধরিতে চেষ্টা

করিও। বৃথা মানসিক উত্তেজনায় একে অপরকে আহত করিবার চেষ্টা না করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া সহায়তার মনোবৃত্তি লইয়া মীমাংসায় অগ্রসর হইও। পরিবারে ভিন্ন, সমাজে ভিন্ন, দেশে ভিন্ন, রাষ্ট্রে ভিন্ন হইয়া গিয়াও যে একজন অপর জনের পর হয় নাই, এক সমাজের লোকেরা অপর সমাজের লোকদের পর হয় নাই, এক দেশের এক রাষ্ট্রের লোকেরা যে অন্য দেশের অন্য রাষ্ট্রের লোকদের পর হয় নাই, ইহাই তোমাদের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হউক। কেবল নিজের স্বার্থটুকুর দিকে তাকাইলে মীমাংসা হয় না। নিজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই ছোট ছোট স্বার্থকে ত্যাগ করিতে হয়। কড়ায় গণ্ডায় শাইলকের মতন আদায়ই করিব, এই বোধ ও বুদ্ধি নিয়া কখনও কলহের মীমাংসা হয় না। আবার একজনকে কেবলই ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে, অপর জন কেবল নিজের কোলে ঝোল টানিবে, এমন সর্ব্বনাশা পথেও আপোষ হয় না। যাহাতে সত্য সত্যই কেহ শেষ পর্য্যন্ত অন্যায় ব্যবহার পাইবে না বা উৎপীড়িত হইবে না, এমন ব্যবস্থাই সম্মানজনক আপোষের ও কুশলপ্রদ মীমাংসার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

(২৫২)

তোমরা কেবল নিজেদের জন্যই বাঁচিয়া থাকিও না, সকলে সকলের জন্য বাঁচো। একাকী নিজেদের জন্য বাঁচিয়া লাভ নাই, তেমন বাঁচা বাঁচে পশুরা, পক্ষীরা, তির্য্যক্ প্রাণীরা। তাহাদের বাঁচার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর নমুনাকে বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব ছাড়া আর কোনও মহনীয়তা নাই। তোমরা প্রকৃত মানুষের মতন সকলের জন্য প্রাণ-ধারণ কর, সকলের প্রয়োজনে অবহেলে প্রাণ-বিসর্জ্জন দাও।

(২৫৩)

নিয়ত কাজ করিয়া ক্লান্ত হই না, আনন্দ পাই। এই আনন্দ কোনও সাফল্যলাভজনিত উচ্ছ্বাস নহে, নিজেকে সর্ব্বদা সর্ব্বজনের কল্যাণের সহিত যুক্ত রাখিবার কামনা কাণায় কাণায় হৃদয় ভরিয়া দিলে অকারণে এই আনন্দ উপজাত হইয়া থাকে। তাই, এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী, তাই ইহা কোনও বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া ক্ষীণ বা লীন হইয়া যায় না। আমি তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে সেই আনন্দের উল্লাস দেখিতে চাহি। তোমরা যে নিজেদের জীবনকে অভাব, অনটন আর অশান্তির আগার করিয়া রাখিয়াছ, তাহা ত কতকটা তোমাদের আত্মকেন্দ্রিকতারই কুফল। সর্ব্বতোভাবে নিজেকে সকলের জন্য বিলাইয়া দিবার জন্য আগ্রহবান্ হও, অনেক দুঃখ সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করিবে। দুঃখজয়ের জন্য ভগবৎ-স্মরণ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ পন্থা,—কিন্তু সকলের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবনপাত করিব, এই সঙ্কল্পও নিতান্তই নিকৃষ্ট উপায় নহে।

(২৫৪)

ভগবান্ তোমাকে নিয়ত শক্তি যোগাইবেন, এই বিশ্বাস রাখিও। তাঁহার কেবলই তোমার উপরে বিরাগ, এই ধারণার মতন মারাত্মক মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। তুমি যেমন যেমন নিজেকে উদ্যমশীল করিবে, তেমন তেমন তিনি তোমাকে শক্তিসামর্থ্য সরবরাহ করিয়া যাইতে থাকিবেন। ঘরে বসিয়া কেবল অলস কল্পনা করিলেই তিনি শক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া দেন না। এই ভাণ্ডার তোমারই জন্য কিন্তু দুয়ারের চাবিটী আদায় করিবার জন্য তোমাকে ভগবানের

সহিতও দুই এক প্যাঁচ কুস্তী লড়িতে হইবে। ব্যাঘ্রজননীও শাবকের সহিত কতক্ষণ খেলা না করিয়া তাহাকে স্তনে মুখ ছোঁয়াইতে দেয় না।

(২৫৫)

জীবনে অকল্পনীয় সাফল্য তুমি আহরণ করিবে, অন্যের অনুগ্রহ ব্যতীত, অন্যের পদসেবা ব্যতীতই তোমার নিজের শক্তিতে তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবে, এমন আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কাজ করিতে থাক। যে কাহারও সহায়তা চাহে না, অথচ নিজের কাজ অপরাজেয় সাহসের সহিত করিয়া যায়, তাহার জন্য হাজার লোকের সহায়তা ভগবান নিজে পাঠাইয়া দেন।

(২৫৬)

সংসারের প্রতিটি কাজে ভগবানেরই সেবা করিতেছ জ্ঞান করিবে। ভগবান্ তোমার লক্ষ্য, প্রতিটি কাজ তাহার উপলক্ষ্য। জীবনের ছোট বড় প্রতিটি কাজে তোমার সহিত ভগবানের আর, ভগবানের সহিত তোমার অন্তরঙ্গ আনন্দময় সুমধুর সম্পর্কই মাত্র স্থাপিত হইতেছে, ইহা মনে রাখিও। সংসার, সমাজ, দেশ, জাতি ও জগৎ, সবাই তোমার ভগবানের সহিত প্রেমস্থাপনের উপকরণ মাত্র। ইহাদের প্রতি তুমি তোমার কর্তব্য পরিহার করিতে পার না, কিন্তু ভগবানকে ভুলিয়া গিয়া ইহাদের যাহাকেই প্রধান করিবে, সে-ই তোমাকে নানা প্রতিক্রিয়াবহুল বেদনা প্রদান করিয়া কেবল অশান্ত ও অসহিষ্ণু করিবে। ভগবান্ তোমার পরম লক্ষ্য, ভগবান্ তোমার

পরম প্রাপ্য, সংসার, সমাজ আদি তোমার সেই লক্ষ্যকে লাভ করিবার, সেই প্রাপ্যকে পাইবার সহায়ক উপায় মাত্র।

(২৫৭)

সকলে সকলকে সৎকাজ করিতে উৎসাহ দাও। পরকে উৎসাহ দিতে গিয়া যেন তোমার নিজের উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া যায়। তোমরা সকলে সকলকে সাধন করিতে উৎসাহ দাও, অপরকে সাধনশীল হইতে বলিয়া যেন তোমাদের নিজেদের সাধনশীলতা সহস্র গুণ বাড়িয়া যায়। একে অন্তকে ভাল হইতে সহায়তা করিয়া সকলেই ভাল হইয়া যাও। জগৎ হইতে মন্দ লোকেরা, গায়ের জোরে নহে, তোমাদের সাধনের জোরে সরিয়া পড়ুক, তাহারা নিজ নিজ পাপ-পথ পরিহার করিয়া সকলের মঙ্গলকারী হউক। নিরপেক্ষ সদুপদেশ দিবার লোক পৃথিবীতে কমই থাকে, অধিকাংশ উপদেষ্টারাই নিজেদের মনকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া চিন্তা করেন ও কথা বলেন। ভাষার বাহাদুরিতে অনেক সময়ে নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার প্ররোচক চিন্তাও বিশ্বজনীন প্রেমের একটা মুখস পড়িয়া লয়। এই সকল ছলচাতুরী হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্ত, এই একটা কাজ তোমরা আগে করিও যে, তোমরা যে জগতের উদ্ধারকারী মহাপুরুষ, এমন অভিমান যেন অতি গোপনেও তোমাদের মনের মধ্যে ঠাঁই লইতে না পারে। তোমরা প্রতিজনে মানুষের মতন বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত সঙ্কল্প কর এবং অন্তকেও মানুষের মতন বাঁচিবার সুযোগ সহায়তা ও অধিকার দাও।

(২৫৮)

ভগবানের নামের ভিতর দিয়া বল আসে, যেমন দানাদার বালুর

ভিতর দিয়া জল আসে। বল কিসে আসে, তাহা জানিবার পক্ষে বলের উৎসকে উপহাস করিবার মতন মূর্খতা আর কিছু নাই। মুখে গালি দিলেই উপহাস করা হইল, তাহা নহে। জলের উৎসকে জানিয়াও তাহাতে জলপাত্র না ডুবাইয়া দেওয়াও এক প্রকারের উপহাস। বলের উৎসকে জানিবার পরে আর অবহেলা করা সঙ্গত নহে।

(২৫৯)

নিরানন্দ থাকিবে কেন? আনন্দ লাভের সুযোগের ত অভাব নাই। ভগবানের নামে মনঃপ্রাণ ডুবাইয়া দিবার ভিতরে আছে অফুরন্ত আনন্দ। নামের সেবা করিয়া দেখ, কত আনন্দ তাহাতে আছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্যতা তোমার আছে, তাহা নিয়া তর্ক তুলিয়া সময় নষ্ট করিবার কোন্ আবশ্যকতা আছে? লোকের উপকার করিতে গিয়া নিজের সময়, স্বার্থ ও অর্থ বিনিয়োগ করায় অশেষ আনন্দ। কিছু কিছু করিয়া তাহা করিয়া দেখ যে, কত আনন্দ পাও। অপরকে সৎপথাশ্রয়ী করিবার জন্য তাহাকে নানা সচ্চিন্তার সহিত পরিচিত ও সদনুশীলনের প্রতি অবহিত করিয়া দিবার ভিতরে কত আনন্দ। কাজ করিয়া দেখ, আমি সত্য কথাই বলিতেছি কিনা। এই সকল কাজ করিয়াও যাহারা আনন্দ লাভ করে না, তাহারা জীবনে আর কিসে আনন্দ পাইতে পারিবে? সস্তা আমোদের রাস্তা অনেক আছে, কিন্তু তাহা আনন্দ নহে, তাহা আত্মপ্রসাদবিধায়ক নহে, তাহা ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদ মাত্র।

(২৬০)

যাহার সহিত জীবনে যেই সম্পর্কেই আসিয়া থাক, তাহাকেই ভগবৎ-প্রেমের সাধক করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইও। চেষ্টা থাকিলে ইহা আস্তে আস্তে একটা সহজাত শিল্পের ন্যায় অতি স্বাভাবিক চারু-কর্ম্মে পরিণত হয়। প্রহার ও পুরস্কার, অপমান ও প্রশংসা, সব কিছুকেই ভগবৎপ্রেম-বর্দ্ধনের সহায়ক করা যায়। আমি জীবন ভরিয়া তাহা করিয়াছি, তোমরাই বা তাহা কেন করিবে না ?

(২৬১)

তোমাকে জীবিত বলিয়া কখন মনে করিব ? যখন দেখিব, তোমার মধ্যে ভগবৎপ্রেম মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমাকে ভগবৎপ্রেমিক বলিয়া কখন মনে করিব ? যখন দেখিব, ভগবানের সৃষ্ট এই জগতের প্রতি জনের দুঃখে তোমার মন কাঁদিয়াছে। তোমাকে জগৎকল্যাণকারী বলিয়া কখন মনে করিব ? যখন দেখিব, তুমি নিজেকে জগতের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া নিজের জন্য বা জগতের জন্য কাজ করিতেছ।

(২৬২)

তুমি গরীব বলিয়া তোমাকে তুচ্ছ করিব ? কেন করিব ? আমিই কি ধনী ? গরীবেরাই ত জগতের মেরুদণ্ড। গরীবেরাই ত জগদ্বাসীর চেতনা জাগাইয়াছে। গরীবই কবির হাতে দিয়াছে লেখনী, রাজার হাতে দিয়াছে রাজদণ্ড, সমাজকল্যাণকারীর হাতে দিয়াছে নেতাগিরি। গরীব কি অবহেলার জিনিষ ? গরীবেরা নিজেরা নিজেদের মূল্য বুঝিল না বলিয়াই ত গরীব গরীবই রহিয়া গেল, মানুষ হইল না।

তুমি যদি মানুষ হইতে পার, তাহা হইলে বড় বড় ধনকুবেররা কি তোমার পক্ষে গণনীয় থাকিবেন? তোমাদের মেরুদণ্ড শুষিয়াই ত তাঁহারা রাজা, জমিদার, লক্ষপতি আর কোটিপতি হইতেছেন। তোমাদেরই ত সমর্থন কুড়াইয়া কত অপদার্থ লোক রাজসিংহাসনে বসিয়া দুঃশাসনের কুকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া আবার বাহাদুরী মারিতেছেন যে, তাঁহারা না থাকিলে দেশটা উচ্ছন্নে যাইত। তোমরা হেয় নও,— তোমরা যে নিজেদের নিজেরা চিনিতে পারিতেছ না, ইহাই কেবল তোমাদের দোষ বা ত্রুটি।

(২৬৩)

কোন্‌টী তোমার পক্ষে পরম লাভ, তাহা অচিরে স্থির করিয়া ফেল। এই কাজটীতে অবহেলা তোমার পক্ষে সকলের চেয়ে মারাত্মক ভুল। জীবনের প্রধান কাজটীকে আগে চিনিয়া লও, তাহার পরে অপর শত কাজকে তাহার অধীন করিয়া লও। এই ভাবে কাজ করিতে শিখিলে অনেক বিপর্য্যয়কর অবস্থাও তোমার অনুকূলে আসিয়া যাইবে। লোকে যাহাকে বিপদ বলে, তাহা সকল সময়েই বিপদ নহে, তাহাকে যোগ্য ভাবে ব্যবহারে আনিতে পারিলে তাহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি গড়িয়া দিয়া যায়। তোমরা হিসাবে ভুল করিও না। জীবনের পরম লাভকে চিনিয়া লও, জানিয়া লও, বুঝিয়া লও এবং অপর সকল লাভ-অলাভকে তাহার অনুগত করিয়া চল। জীবনের অনেক পরাজয় তখন বিজয়যাত্রার রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।

(২৬৪)

বিবাহ অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধ আদি সামাজিক প্রতিটি উৎসবের একটা পরম লক্ষ্য এই যে, তোমার যেন আত্মীয়তার পরিধি বাড়িয়াই চলে। জগতে আত্মীয়-সংখ্যা বাড়ানই ত প্রকৃত কুশলীর কাজ। এমন কি, তোমাদের সমবেত উপাসনাগুলিরও প্রধান লক্ষ্য তাহাই। তাই, এই সকল ব্যাপারে কোনও প্রকারেই দলাদলি ও অশান্তিজনক কোনও নীচতাকে প্রবেশ করিতে তোমরা দিও না।

(২৬৫)

পারস্পরিক প্রেমের উপচয় সাধন করিতে করিতে তোমরা প্রতিটি সামাজিক কর্ত্তব্য করিবে। যাহার মধ্য দিয়া পারস্পরিক অপ্রীতি বাড়িবে, তাহার চর্চ্চার লাভ কি ?

(২৬৬)

নিজেদের সম্প্রদায়বৃদ্ধি নহে, জগতের কুশলবৃদ্ধি তোমাদের লক্ষ্য হউক। জগৎকল্যাণকল্পে সামূহিক আয়োজক সমূহকে সুসফল করিবার জন্য একমতী একপথী সমভাবানুপ্রাণিত বহুসংখ্যক সহযোগীর আবশ্যকতা আছে। ইহাদের একত্র করিয়া লইবার সংগঠনকে যদি সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়, তাহা হইলে এই শব্দটার নিতান্তই অপপ্রয়োগ হইবে। একদল লোক একটা মতাবলম্বী হইবার পরে যখন অন্য দল লোককে উৎপীড়ন করিবার জন্য নানা ছলছুতা আবিষ্কার করিয়া নিজেদের একতাকে ব্যবহার করে, তখন তাহা হয় সাম্প্রদায়িকতা। একভাবের লোকেরা একত্র মিলিত হইলেই তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইবে,

ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখি না। বহু জনের মিলন ব্যতীত কোন্ সামূহিক কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইতে পারে?

(২৬৭)

শ্রম নহে, শ্রমের সার্থকতা চাই। ত্যাগ নহে, ত্যাগেরও সার্থকতা চাই। শ্রম করিলাম কিন্তু পরোপকার হইল না, হইল নানা দলের লোকের মধ্যে অকারণ সংঘর্ষ,—ইহাতে কি লাভ হইল? ত্যাগ স্বীকার করিলাম কিন্তু তাহাতে না হইল আমার ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধি, না হইল তোমাদের দশজনের মহদুপকার,—এই ত্যাগেরই বা সার্থকতা কি?

(২৬৮)

ঢিলা চলুক আর তেজ চলুক, কাজ চালু রাখিতে হইবে। কাজ সুরু করিয়া তারপরে বন্ধ করিয়া দিলে তাহার আর জীবনে পুনরুদ্ধার নাও হইতে পারে, সেই আশঙ্কা সর্ব্বদাই রহিয়াছে।

(২৬৯)

ভগবানের কাজ ভগবান করিবেন, আমাকে বা তোমাকে তাহার সহিত নিজেদের চিত্তের যোগ রাখিতে হইবে, পিছ পা হইব না, হতাশ হইব না, নিজেকে দুর্ব্বল অক্ষম ভাবিয়া কাজে শিথিলতা করিব না, ইহাই হইবে প্রকৃত কর্ম্মীর বিশেষত্ব।

(২৭০)

আজিকার পৃথিবীকে তোমরা নূতনতর করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ইহাই হউক তোমাদের পণ। চারিদিকে যে শত কণ্ঠে সহস্র অসন্তোষ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা কেবলই মায়া নহে, তাহা বাস্তব দুঃখেরই

দীর্ঘতর ছায়া মাত্র। অনেক দুঃখ মানুষ সহিতে পারে, তবু সহিবে না কেবল নিজেদের চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবে। অনেক দুঃখ মানুষ দূর করিতে পারে, কিন্তু দূর করিবে না, কেবল আলস্য করিয়া। অনেক দুঃখ মানুষের প্রাপ্য নহে, তবু তাহা তাহাদের স্কন্ধে ভর করিয়া আছে কেবল অজ্ঞানতার দরুণ। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, রাষ্ট্র, সমাজ ও জন-সঙ্গতির ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকিবার জন্য অশেষ দুঃখে মানুষ পীড়িত হইতেছে। এইগুলি তোমরাই কি দূর করিবে না? কেন তোমরা নিবার্য্য দুঃখকে মৌরসী পাট্টা লইয়া বসতি করিতে দিবে? এই অনর্থক স্বীকৃতি কি তোমাদের সভ্যতার দুর্ব্বলতা নহে?

(২৭১)

তোমরা সকলে মিলিত হইবে এবং সেই মিলনকে সঙ্ঘের ও দেশের স্থায়ী কল্যাণে প্রয়োগ করিয়া সার্থক সেবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে।

(২৭২)

সারা দিন, সারা সপ্তাহ, সারা মাস, সারা বৎসর ব্যাপিয়া একটা চিন্তাকেই মানুষের মনে নিয়ত জাগরূক রাখার জন্য যে অবিরাম অবিশ্রাম ধারাবাহিক চেষ্টা, তাহার নাম সংগঠন। তোমরা সংগঠনের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিও।

(২৭৩)

তোমরা প্রতি জনে প্রতি জনকে উন্নত হইবার দাও প্রেরণা, দাও রুচি, দাও সামর্থ্য, দাও পরিবেশ, সকলের জন্য সকলে অনুকূল পরি-স্থিতির সৃষ্টি কর। একাকী নহে, সকলকে লইয়া সকলে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পৌছিবে, এস আজ ইহাই পণ হউক।

৬

(২৭৪)

সকলকে জানাও স্নেহ, সকলকে জানাও আশিস, সকলকে দাও শুভেচ্ছা, সকলের মধ্যে জাগাও উদ্দীপনা, সকলকে কর সাধনে আগ্রহ-শীল, তোমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় চারিদিকের আবহাওয়া পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত হউক, তোমরা হও নবযুগের প্রবর্ত্তক, তোমরা হও নববিধানের অগ্রদূত।

(২৭৫)

জীবনকে নিয়ত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট থাক। নিজেকে কখনো ছোট বলিয়া মনে করিও না। নিজের ভবিষ্যৎকে কখনো ছোট করিয়া দেখিও না। যাহার প্রতি নেত্রপাত হইবে, তাহাকেই দিবে উচ্চ প্রেরণা। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণের কোনও বিচার না রাখিয়া সমগ্র ভাবে মানবসমাজের সমুন্নতিসাধনের ব্রত গ্রহণ কর।

(২৭৬)

একতা আর নিষ্ঠা এই দুইটী জিনিষই উৎপন্ন হয় বিশ্বাস হইতে। অবিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে না। পারিলেও সেই ঐক্য ক্ষণস্থায়ী হয়। অবিশ্বাসীরা দীর্ঘকাল একটা কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে না। পারিলেও সেই চেষ্টা হয় প্রাণহীন। তোমরা বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসী হও তোমাদের ধর্ম্মে, বিশ্বাসী হও তোমাদের আদর্শে। অটুট, অক্ষত, অনির্ব্বাণ বিশ্বাস লইয়া চল পথ।

(২৭৭)

তোমরা এখন বিরাট ঝটিকার মধ্যে পড়িয়াছ। এই সময়ে তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়তর কর। লক্ষ লোকের সম্মিলিত বিশ্বাস এক

অসাধারণ শক্তির সৃষ্টি করে। বাহিরে সেই শক্তির কোনও রূপ নাই কিন্তু ভিতরে আছে তেজ, বাহিরে কোনও গতি নাই কিন্তু ভিতরে আছে বল, বাহিরে কোনও আস্ফালন নাই কিন্তু ভিতরে আছে প্রতিষ্ঠা। তোমরা সত্যে বিশ্বাসী হও। সত্যের জয় হয়।

(২৭৮)

সেবা ক্ষুদ্র হইলেও সেবা, মহৎ কাজ ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ, সহায়তা ক্ষুদ্র হইলেও সহায়তা। আয়তনের ক্ষুদ্রতার দরুণ ইহাদের গুরুত্ব কমে না। বৃহৎ সেবা যে না পারে, সে ক্ষুদ্র সেবাই করুক। বৃহৎ সৎকার্য্য যে না করিতে পারে, সে ক্ষুদ্র সৎকার্য্যই করুক। বিরাট সহযোগিতা যে না দিতে পারে, সে ক্ষুদ্র সহযোগিতাই দেউক। নিজ সাধ্যানুযায়ী অল্প অল্পই করুক, তবু করুক। সৎকাজ হইতে দূরে কেন থাকিবে ?

(২৭৯)

সাহস, ভয়, ত্যাগ, স্বার্থপরতা, দয়া, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি প্রায় সবই মানুষ অনুকরণের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া থাকে। যাহার মনে অল্প ত্যাগ আছে, সে অপরের ত্যাগ দেখিয়া অধিকতর ত্যাগের অনুশীলনে যতমান হয়। তোমরা তোমাদের সদ্‌বৃত্তিগুলির অনুশীলনের দ্বারা এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি কর, যেন চারিদিকে নানাভাব লইয়া নানা অবস্থায় যাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহাদের প্রতি জনে আপনা-আপনি সৎকর্ম্মে রুচিমান্ ও আগ্রহী হইয়া পড়ে। সমগ্র জগৎকে রূপান্তরিত করিবার আগে তোমাদের নিকটতম পারিপার্শ্বিককে করিতে হইবে নূতন প্রেরণায় পরিপূর্ণ, নূতন অনুভবে উন্নত। তোমাদের উপরে যে এত বড়

দায়িত্ব সেই প্রথম দর্শনের দিনই আমি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তোমরা কেহ ভুলিও না।

(২৮০)

গতানুগতিককে অনুসরণ করিয়াই নহে, গতানুগতিকের গণ্ডী ছাড়াইয়াও তোমাদের চলিতে হইবে। যাহা কিছু গতানুগতিক, তাহাই মন্দ, ইহা আমি বলিতেছি না। আবার যাহা কিছু অভিনব, তাহাই উত্তম, তাহাও বলিতেছি না। আদর্শের পানে তাকাইয়া তোমাদের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, কতটুকু তোমরা প্রচলিত প্রথার সহিত মিল রাখিয়া চলিবে, কোথায় তোমরা অবহেলে তাহা লঙ্ঘন করিয়া যাইবে।

(২৮১)

প্রত্যেকে সাধনশীল হও, ভজনশীল হও, প্রত্যেকে জীবন ভরিয়া সৎকর্ম্মান্বিত থাক। প্রতি জনে পবিত্র মন পবিত্র দেহ লইয়া নিয়ত জগৎকল্যাণ কর।

(২৮২)

যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, যতক্ষণ না বুঝিবে যে ইহা পরিহার না করিয়া মহত্তর কাজ করা যায় না, ততক্ষণ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইও না।

(২৮৩)

শ্রদ্ধা ছাড়া ত্যাগ হয় না. সাধন ছাড়া শ্রদ্ধা হয় না। তোমরা প্রতি জনকে সাধন করিতে উৎসাহ দাও। প্রত্যেকে যদি সাধন করে, তাহা হইলে তাহার সামূহিক সুফল সমগ্র জগৎকে লাভবান্ করিবে।

(২৮৪)

যেই আত্মসম্মান-জ্ঞান সৎকার্য্য হইতে লোককে বিরত করে, তাহা আত্মাবমাননারই নামান্তর।

(২৮৫)

কাপুরুষতা বাঁচিবার পথ নহে, বীর্য্যবত্তাই বাঁচিবার পথ। তোমরা ঐক্য এবং সাহস অবলম্বন কর। বলবানেরাই জগতে নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হয়, দুর্ব্বলেরা নহে।

(২৮৬)

সকলের মনে প্রেম জাগাও। সকলকে আপন কর। কাহাকেও পর থাকিতে দিও না।

(২৮৭)

সর্ব্বজীবকে ভালবাসাই আমাদের ধর্ম্ম। যাহা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করে, তাহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম মনকে উদার, প্রাণকে প্রসারশীল এবং হৃদয়কে সকলের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ করে।

(২৮৮)

উৎকণ্ঠিত হইও না। দুর্য্যোগ এবং সংগ্রাম—এই দুইটীর মধ্য দিয়া তোমাদিগকে মেরুদণ্ড শক্ত করিতে হইবে। স্বৈরাচারীর প্রেতভাণ্ডব সত্যিকারের জীবিত জাতিকে ধ্বংস করিতে পারে না।

(২৮৯)

ত্যাগের মধ্য দিয়া প্রেমের পরিচয়। প্রেমের মধ্য দিয়া ত্যাগের অরুণোদয়।

(২৯০)

সুদীর্ঘকাল একটা বিশ্বাসকে সহস্র বিঘ্নের মধ্যেও সাদরে সযত্নে বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখার ভিতরে বীরত্ব আছে। ধৈর্য্য ধরিতে পারিলে এই বীরত্বের জয় হয়।

(২৯১)

জগতে কোনো সৎকার্য্যেই প্রথমেই দলে দলে লোককে আগাইয়া আসিতে দেখা যায় নাই। প্রথমে দুই চারি জনেই কাজে লাগিয়াছে। ক্রমশঃ কর্ম্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। তাস-পাশা খেলিয়া সকলে সময় নষ্ট করিবে, তবু সপ্তাহে একটা দিন দুইটা ঘণ্টা শ্রীপ্রভুর কাজে দিতে পারিবে না, ইহা আমার নিকটে মানবমনের এক নিদারুণ অধঃপতনের চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। তোমরা হতাশ না হইয়া কাজ চালাইয়া যাও। সময়ে, সকলে না হউক, অনেকে পথে আসিবে।

(২৯২)

বিনা ক্লেশে যে সাফল্য অর্জ্জন করা হয়, তাহার মধ্যে পরাভবের বীজ লুকায়িত থাকে। অশেষ ক্লেশের মধ্য দিয়া সাফল্য আসিলে সাফল্যকে সম্মান দিতে নিজেরও ইচ্ছা হয়। যাহারা নামমাত্র যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা পায়, তাহারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, নিজেদের স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিকতা দ্বারা স্বাধীনতার মূলসূত্রকে খণ্ডিত, মূলতত্ত্বকে লাঞ্ছিত, মূলমর্য্যাদাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া থাকে। এই কারণেই আমি সহজে সাফল্য অর্জ্জন করাকে এক প্রকারের দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। সাফল্য চাই

সর্ব্বোত্তম এবং তাহা অর্জ্জিত হউক শ্রেষ্ঠ সংগ্রামের দ্বারা, সংগ্রামের পাঁয়তারা দ্বারা নহে।

(২৯৩)

মনকে দেহের উর্দ্ধে রাখ। মনকে দেহাতীত করিতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্য আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। মন দেহে নামিলেই দেহের ধর্ম্মে পতন ঘটে।

(২৯৪)

ভীত হওয়া আর মৃত হওয়া একই কথা। কিছুতেই ভয় পাইবে না, এমন মেজাজটী গড়িয়া তোল। সকল বিপদে নিঃশঙ্ক থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা। কাপুরুষের জীবন মৃত্যুর দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ।

(২৯৫)

বহুবার এক কথা বলিতে বাধ্য হওয়া আর পরমায়ু অকারণে হ্রাস করা, একই কথা।

(২৯৬)

সংখ্যায় কম আছ বলিয়া মনে করিও না যে, শক্তিতেও তোমরা কম। শক্তি সংখ্যার উপরে ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে বুদ্ধি এবং অনুশীলনের উপর। তোমরা তোমাদের শক্তি বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য দাও।

(২৯৭)

জগতে কাজ দুই চারি জনেই করে, বহুজনে হয় সপ্রশংস দ্রষ্টা।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট বলিয়া একটা কথা আছে। কাজের শত্রু বহু কথা, ইহাও মনে রাখিও। তোমরা মুষ্টিমেয় কয়জনেই কাজে লাগো।

(২৯৮)

জীবনে যে কয়টী সৎকথা কহিলে, তাহাই সার্থক কথা। জীবনে যে কয়টী সৎচিন্তা করিলে, তাহাই সার্থক চিন্তা। অন্য কথা ও অন্য চিন্তা নিতান্তই নিরর্থক ও বিড়ম্বনার হেতু।

(২৯৯)

যেখানে উপযুক্ত নেতা নাই, সেখানে সাধারণ কর্ম্মীদিগকেই নেতৃত্বের বল্গা ধারণ করিতে হইবে। কোথায় নেতা, কোথায় নেতা বলিয়া কাঁদিয়া কুঁদিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তোমাদের সকলের মধ্যে কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এবং তোমাদের কথা, কাজ ও আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মাঝে মাঝে সকলের মিলিত হইয়া তর্কবুদ্ধিহীন আলাপ-আলোচনার একান্তই প্রয়োজন আছে। নেতা অমনি সৃষ্ট হয় না, ঘটনার আবর্ত্ত সাধারণ কর্ম্মীগুলির মধ্য হইতে নেতা তৈরী করিয়া লয়। তোমরা ভবিষ্যতের যে-কোনও অকল্পনীয় মহাকাজের জন্য প্রত্যেকে প্রস্তুত হও।

(৩০০)

ক্ষণকালের জন্যও মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। ঈশ্বরবিশ্বাসে দীপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র মানুষের মতন বিচরণ কর।

(৩০১)

দৌড়িয়া পলায়ন পৌরুষ নহে, দাঁড়াইয়া মরাই পৌরুষ।

(৩০২)

আদর্শের সহিত যদি তোমার প্রত্যক্ষ ও নিগূঢ় পরিচয় জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে আদর্শের জন্য জীবন দান আর কঠিন কাজ থাকে না।

(৩০৩)

মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার মত মহৎ কাজ আর কিছু নাই। মন সরল, উদার ও গ্রহণশীল হইলে মানুষ বিনা উপদেশে নিজেরই প্রেরণায় সর্ব্বজনহিতকর কাজে লিপ্ত হয়। সঙ্কীর্ণচেতারা অপরের উপরে প্রভুত্ব স্থাপনের ছলা-কলা আবিষ্কারে নিজেদের প্রতিভার অপপ্রয়োগ করে, উদারচেতারা বিশ্বের প্রতিজনের সঙ্গে মিলিবার রাস্তা খুলিয়া ধরে।

(৩০৪)

জীবনকে স্বচ্ছ, সরল ও পবিত্র রাখিবার জন্য যাহার একাগ্র প্রয়াস, জীবন-সংগ্রাম তাহাকে কাবু করিতে পারে না।

(৩০৫)

বড় বড় কথা কহিবার পটুত্বই মহত্ত্ব নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকে নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পাদন করার যোগ্যতাই মহত্ত্ব।

(৩০৬)

সর্ব্বদা সাহসী ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকিও। যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদের উপরেই দুষ্ট লোকেরা অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া থাকে। কোনও অবস্থাতেই তোমরা দুর্ব্বল হইও না। সর্ব্বপ্রকারে নিজেদের বলবর্দ্ধনের দিকে মন দাও।

(৩০৭)

ভয় দূর করিয়া দাও। দুঃখের মধ্য দিয়াই সত্যের বিজয়াভিযান। বিনা দুঃখে, বিনা ক্লেশে মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় না। তোমরা দুঃখকে অভয়ের দ্বারা পদানত কর।

(৩০৮)

নিরাপদ হইতে হইলে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। ঐক্যই শক্তি। ঐক্যবলে বলীয়ান্ হও।

(৩০৯)

যে-কোনও অবস্থার জন্য প্রত্যেকে প্রস্তুত থাক। ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া বুক ফুলাও। অন্যায় এবং উৎপীড়ন তোমাদিগকে যেন পথভ্রষ্ট করিতে না পারে।

(৩১০)

উন্নত হও, মহান্ হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। সৎকর্ম্মে নিজেকে নিরত রাখার মত আত্মোন্নতিকর সদুপায় আর কিছু নাই। কিন্তু

আত্মাভিমান, গর্ব্ব ও মহতে নীচতা আরোপ আদি ঈর্ষ্যাদ্বেষমূলক কাজ হইতে নিজেদিগকে বিরত রাখিয়া চলিতে হয়। নিজেদের মধ্যে ভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হইলে তোমরা জগতে অসাধ্য-সাধন করিতে পার। কিন্তু আত্মশ্রদ্ধার অভাব এবং আত্মগরিমার প্রাচুর্য্য ইহার সম্ভাবনা হ্রাস করে। সকলে বিনীত হও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞানেরও অনুশীলন কর।

(৩১১)

ভগবান তাঁর করুণায় আমাদের সকলকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। নানা বিপদ আপদ তাঁর সেই করুণার অন্যতর প্রকাশ মাত্র। কারণ, বিপদে আপদে ভগবানের নাম নিয়ত স্মরণে আসে। তোমরা সর্ব্ব-শক্তি দিয়া অন্যায় লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করিও কিন্তু শত্রুমিত্র সবাই যে ভগবানের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হইতেছে, ইহাও মনে রাখিও। নিজে সাহসী হও, সকলকে সাহস দাও। শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সর্ত্তহীন প্রেম সাহসকে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে, সাহসকে বিপথ-গমন হইতে রক্ষা করে। আর, যাহা সত্য, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

(৩১২)

চারিদিকের সমস্যায় মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। সাহস এবং ঐক্য আশ্রয় করিয়া তোমাদের চলিতে হইবে, ইহা ভুলিও না। পরাজিতের মনোবৃত্তি লইয়া নহে, সত্যাশ্রয়ীর মনোবৃত্তি লইয়া পথ চল।

(৩১৩)

তোমাদের প্রত্যেকের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রভাবে চতুর্দ্দিকের সমস্ত

প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পরাজিত করিয়া দিয়া সৎপ্রচেষ্টার জয়স্তম্ভ আরোপণ করিবে। ইহাই হউক তোমাদের পণ। তোমরা নিজেদের শক্তিতে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করিও না। নিরলস পুর্ণোদ্যমই সাফল্যের অগ্রদূত।

(৩১৪)

দুঃসাহস থাকা চাই অপরিমিত। কোনও অবস্থাতেই তোমাদের মন দমিত হইবে না, এমন হওয়া চাই। সহস্র বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। বাক্যে মধুর, কর্ম্মে সত্যশীল, লক্ষ্যে উদার, আত্মদানে কুণ্ঠাহীন দুর্ব্বার দুর্জ্জয় হওয়া চাই তোমাদের জীবন।

(৩১৫)

সৎকর্ম্ম সকল সময়েই প্রশংসনীয় কিন্তু তাহার প্রশংসা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ হইবে তখন, যখন একটী সৎকর্ম্ম আর একটী সৎকর্ম্মের অবরোধক হইবে না।

(৩১৬)

যে দিক্ দিয়া উন্নতির সম্মানজনক পথ খোলা পাও, সেই দিক দিয়াই নির্ভয়ে আগাইয়া যাও।

(৩১৭)

যেখানে আছ, সেখানে থাকিয়াই যতদূর যাহা করিতে পার, আত্মোন্নতির চেষ্টা কর। "উন্নতি করিব",—ইহাই যাহার পণ, সে সকল

স্থানেই নিজ যোগ্যতা বর্দ্ধন করিতে পারে। তুমি তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইবার চেষ্টা কর।

(৩১৮)

আমি দীন, আমি দরিদ্র বলিয়া যে রব তোলা হয়, তাহা মিথ্যা। ইচ্ছা থাকিলে সাধারণ উপার্জ্জক ব্যক্তিও অসাধারণ জনসেবার অংশ নিতে পারে। আসলে থাকা চাই ইচ্ছাটি। যাহাদের ইচ্ছা নাই, তাহারাই নানা ওজর-আপত্তির সৃষ্টি করে। সৎকাজে যার রুচি আছে, সে নিজের মুখের গ্রাস হইতেও একটি কণা অন্ন আলাদা করিয়া রাখিয়া জীবের কুশল করিতে পারে।

(৩১৯)

যাহা অন্যায়, প্রতারণা বা আদর্শচ্যুত বলিয়া জানিবে; তাহার সমর্থন কোনও অবস্থায়ই করিও না।

(৩২০)

বিপদের দিনেও যাহাদের ঐক্য আসে না, সখ্য আসে না, লক্ষ্য স্থির হয় না, তাহারা একান্তই অপদার্থ।

(৩২১)

সম্পর্ক যেখানে স্বার্থ লইয়া গড়া, সেখানে প্রকৃত প্রেম বা নিবিড় স্নেহের স্থান] নাই। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক স্বার্থ ছাড়াই নিয়ত সংঘটিত হউক এবং উদার ব্যাপক ভালবাসার ভিত্তিতে মানুষ মানুষের আপন হউক।

(৩২২)

সর্ব্বদা যে সৎকথা বলে, তার স্বভাব আপনি সৎ হইয়া যায়। সর্ব্বদা যে সৎকর্ম্ম করে, তার চিন্তা আপনি সৎ হয়। চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মকে সৎ রাখার সফলতা জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

(৩২৩)

হিংসার প্রসারের জন্য আমি আসি নাই, হিংসার নিরোধের জন্য, হিংসার বিনাশের জন্য, হিংসার চিহ্নলোপের জন্য আমি আসিয়াছি এই কারণেই আমার আদর্শে বিশ্বাসী কোনও পুরুষ বা নারীর অন্তরে এক কণা ভীতির স্থান থাকিতে পারে না। তোমরা ভয় পাও বলিয়াই ত অত্যাচারীরা উৎপীড়ন করে। ভয় দূর কর এবং সকলের প্রতি প্রশান্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত কর।

(৩২৪)

দুঃখের সংসারে দুঃখ জয় করিয়া জোর করিয়া বাস করিতে হইবে। তুমি যদি সত্য পথে থাক, তবে তোমার কাহাকে ভয় করিবার আছে?

(৩২৫)

মন শুচি না হইলে ত্যাগে রুচি আসে না। সকলের মনকে শুচি করিবার দিকে যাহার লক্ষ্য, সে-ই সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক। যাহাদের অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের সেবা সেবা নহে, অপকর্ম্মেরই রূপান্তর। সকলকে শ্রদ্ধাবান্ কর। তবে ত' জগতের সেবা হইবে।

(৩২৬)

সৎকাজের ফল সিঙ্গাড়া ভাজার মতন একেবারে গরম গরম টাটকা পাইতে কেন চাহ ? যত বেশী ফল চাও, তত বেশী সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

(৩২৭)

ভগবানের নামের সেবা এবং ভগবানের জীবের সেবার মধ্য দিয়া জীবনের শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ, গৌরব, আত্মপ্রসাদ ও তুষ্টি সংগ্রহ করিও।

(৩২৮)

সকলের সেবক হও, কর্ত্তা হইতে চাহিও না।

(৩২৯)

দম্ভহীন মনে স্বাবলম্বন আশ্রয় কর।

(৩৩০)

কাহারও দোষ জানা দোষ নহে, যদি সেই দোষ সংশোধনে সহায়তা করিতে পার। লোকের দোষ আলোচনা করিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে হইলে দোষ জানার চাইতে না-জানা অধিকতর লাভজনক।

(৩৩১)

মতিভ্রান্তেরা তোমার কথায় কাণ পাতিবে না বলিয়া তুমি কল্যাণ–

বাণী প্রচারে বিরত রহিবে? এমন মূর্খ তুমি কখনই হইতে পার না।

(৩৩২)

হয়ত বিফল হইব, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সৎপ্রচেষ্টা হইতে দূরে থাকা অতি নিকৃষ্ট রকমের আত্মাবমাননা। হয়ত সফল হইব না, তথাপি আমি আপ্রাণ প্রয়াসে কাজ করিয়া যাইব, ফলাফল দেখিবার প্রয়োজন নাই, যে-কোনও অবস্থায় আমি আমার কর্ত্তব্য করিবই করিব,—এই মনোভঙ্গী মানুষের দৃঢ় মেরুদণ্ডের পরিচায়ক।

(৩৩৩)

যাহাতে সম্মান নাই, স্বাধীনতা নাই, আনন্দ নাই, তাহাই মৃত্যু।

(৩৩৪)

অন্তরের রুচি সাধনের শুচিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জোর করিয়া কাহাকেও ত্যাগী করা যায় না।

(৩৩৫)

সদ্‌ভাবের প্রচার রাজ্যজয়ের চেয়েও মহত্তর কীর্ত্তি। সত্যের সমর্থন লক্ষ অশ্বমেধের তুল্যমূল্য।

(৩৩৬)

বিরোধ জীয়াইয়া রাখার মধ্যে মহত্ত্ব নাই, মিলনের পথ আবিষ্কারের মধ্যেই মহত্ত্ব।

(৩৩৭)

পরিচিত অপরিচিত সকলের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার কর কিন্তু নিজের মনের দুর্ব্বলতার দরুণ কাহারও মায়ার ফাঁদে ধরা পড়িও না। ভালবাসার মতন অমোঘ মঙ্গলকর বস্তু আর কিছু নাই। কিন্তু ভালবাসার নামে যত অনিষ্ট জীবের হইয়াছে, এত অনিষ্ট আর অন্য কিছুতে হইতে পারে না। প্রেমকে ভগবানের নামের দ্বারা শুদ্ধ কর, স্বার্থবোধহীনতা দ্বারা সুন্দর কর।

(৩৩৮)

ছোট ছোট সৎকার্য্যের সহিত সংযুক্ত থাকিতে থাকিতেই মানুষ বৃহত্তর সৎকার্য্যের জন্য রুচি, প্রেরণা ও সামর্থ্য পায়।

(৩৩৯)

উচ্চ চিন্তা উচ্চ অবস্থা দান করে। উচ্চাবস্থা লাভই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা। মনকে উচ্চ কোটি হইতে কখনো নামিতে দিও না।

(৩৪০)

স্নেহ-শ্রদ্ধা ও ভক্তিভালবাসার সুরভি-চন্দনের তুচ্ছ একটু সংস্পর্শ আছে যাহাতে, তাহা অতি নগণ্য বস্তু হইলেও কাহারও কাহারও নিকটে চিরস্মরণীয় সম্পদ হইয়া থাকে।

(৩৪১)

অধিকাংশ লোকই সৎকার্য্যে আগ্রহশীল নহে, ইহা মোটেই মারাত্মক খবর নহে। কিছু কিছু লোক যে সৎকার্য্যে রুচিশীল, ইহারও মধ্যে আমার অফুরন্ত আশা।

(৩৪২)

যাহাকে দেখিবে, তাহারই সৎকার্য্যে রুচি বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। ইহা দ্বারা কেবল সে-ই উপকৃত হইবে না, সেও হইবে, জগৎও হইবে। তোমারও ইহাতে লাভ আছে।

(৩৪৩)

তোমাদের অশন-ভূষণ, কর্ম্ম ও বিশ্রাম, জীবন-মরণ সবই পরার্থে, এই কথা স্মরণ রাখিও।

(৩৪৪)

প্রাণ থাকিতে কাজ ছাড়িবে না, এই জিদ্ কর। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তামাশা দেখিবার দিন কি এখনো পার হয় নাই? চক্ষু থাকিতেও যাহারা অন্ধ, তাহাদের চোখ ফুটাইতে হইবে। ইহাই তোমার জীবনের ব্রত হউক।

(৩৪৫)

প্রবল উদ্দীপনা লইয়া কাজে হাত দাও। একটী মানুষকেও নিষ্প্রাণ, নির্জ্জীব, নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় থাকিতে দিবে না, এই পণ কর।

(৩৪৬)

একটা জিনিষের মতন জিনিষ গড়িয়া তুলিবে, এই পণ কর। সকলের সর্ব্বশক্তি একত্র কর। ক্ষুদ্রেরও মিলন বৃহৎকে সৃষ্টি করে।

(৩৪৭)

তোমাদের নিষ্ঠা প্রবল, প্রগাঢ় ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হউক। নিবিড় নিষ্ঠা গভীর সাফল্যের অগ্রদূতী। নিষ্ঠাহীনের কোথায় সফলতা ?

(৩৪৮)

সৎলোকের সঙ্গ হইতে সত্যানুসরণের শক্তি সঞ্চয় করিও, নিষ্ঠাবান্ সাধকের কাছ হইতে নিবিড় নিষ্ঠা সংগ্রহ করিও।

(৩৪৯)

সৎকর্ম্ম কখনো বৃথা যায় না। যাহাদের প্রাণ জাগাইতে চাহিয়াছ, তাহারা হয়ত জাগে নাই কিন্তু তোমার চেষ্টা অন্য কোনও দিক্ দিয়া হইলেও ফলপ্রসূ হইবে। দুঃখ করিও না, ব্যথিত হইও না। সৎপ্রয়াস কখনো মিথ্যা হয় না।

(৩৫০)

মনকে দুর্ব্বল করিও না। সঙ্গীদের একজনকেও দুর্ব্বল হইতে দিও না। ভীরু কাপুরুষের কোনও স্থানেই মঙ্গল নাই।

(৩৫১)

মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই বাঁচিবার উপায়।

(৩৫২)

একজন দুইজন সৎকাজ করে, খুব আনন্দের কথা ; সকলে যদি করে, আনন্দের আর সীমা নাই।

(৩৫৩)

মন হইতে বার্দ্ধক্যকে দূর করিয়া দাও। বার্দ্ধক্য তরুণ কচি কোমল আধারেও হতাশা আর অবিশ্বাস রূপে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হও।

(৩৫৪)

ভগবান্ সহস্র যোজন দূরে বসিয়া আছেন, ইহা মনে করিও না। তিনি তোমার চোখের পাতায়, মুখের আভায়, বুকের স্পন্দনে, নাসার ঘ্রাণে, প্রতি ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি শিহরণে অনুক্ষণ তোমাকে নিয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছেন।

(৩৫৫)

মনকে ভগবানে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত তোমার নিত্যরমণ অনুভব কর। দূরে দূরে নহে, কাছে, অতি কাছে থাকিয়া তিনি তোমার প্রতি রোমকূপে সহস্র বৃন্দাবন সৃষ্টি করিতেছেন।

(৩৫৬)

আত্মসুখলোভের মধ্য দিয়া নহে, ভগবানের সুখ, তৃপ্তি ও সন্তোষের মধ্য দিয়া চলুক তোমার নিত্য প্রেমের অভিযান। জীবনকে প্রেমময় কর, তবেই জীবন স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রেমিকেই আত্মবিস্মরণ

সম্ভব। প্রেমের মধ্যে এক কণা ফাঁকি থাকিলে তাহাই সহস্র শির উন্নত করিয়া আত্মসুখের কোলাহল সৃষ্টি করে।

(৩৫৭)

আত্মদানকে নিবিড়, গভীর এবং একান্ত কর। উৎসর্গকে লোক-দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিও না। লোকের দৃষ্টিও ঈশ্বরেরই দৃষ্টি কিন্তু লোকদৃষ্টির অতীত জগৎ ঈশ্বরের নিত্যস্পর্শপুষ্ট।

(৩৫৮)

গরীব হইলেই কেহ পচিয়া যায় না। প্রাণ যাহার বড়, সেই ত বড়।

(৩৫৯)

অপরকে সৎকার্য্যে প্রেরণা দানের মধ্যে নিজের কুশল আছে। সকলকে সাধন-ভজনে অনুরাগী করার ভিতরে নিজেরও কল্যাণ আছে।

(৩৬০)

সত্যের কাছে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণ জীবনের চূড়ান্ত মহিমান্বিত এক অতুলনীয় অবস্থা। আত্ম-সমর্পণ সহজে আসে না, আসে প্রেমে। তোমরা প্রেমশীল হও, প্রেমময় হও, নিবিড় নিগূঢ় নিঃশেষ প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি হও। প্রেম ত্যাগ দিবে, সেবা দিবে, বৈরাগ্য-সুন্দর পবিত্র মন দিবে, আসক্তিবিমুক্ত স্বচ্ছ হৃদয় দিবে।

(৩৬১)

ভালবাসার দুর্জ্জয় শক্তিতে বুক বাঁধো। সমগ্র জগৎকে তুমি জয় করিতে পারিবে।

(৩৬২)

চন্দন-খণ্ডের মত তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়িত কর ঈশ্বরোপাসনায়। ধূপের কণার মত পলে পলে নিজেকে বিদগ্ধ কর ঈশ্বরপ্রেমের বিমুগ্ধ হুতাশনে। নিজেকে তাঁহার জন্য ব্যয়িত কর, নিজেকে তাঁহার সেবায় অত্যাবশ্যকীয় করিয়া তোল! তোমার আরাধ্য যেন তোমাকে ছাড়া তুষ্ট না হন, তিনি তোমাকে যেন তোমার সমগ্র সত্তায় সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করেন।

(৩৬৩)

প্রেম কখনও সর্ত্তাধীন হয় না। তাহা নিঃসর্ত্ত এবং ফল-লাভাকাঙ্ক্ষাহীন। প্রেমের ধর্ম্ম শুধু দেওয়া, পাওয়ার দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। পাইতে চাহি না, দিতে চাহি,—তাহার নিকষপাষাণে প্রেমের মূরতি ধরা পড়ে। এস, সবাই প্রেমিক হই। আদান-প্রদানের বণিগ্‌বৃত্তি মানব-সমাজ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া করিয়াছে। এখন সেই সমাজ প্রেমিক-সমাজে পরিণত হউক। বিবর্ত্তনে উন্নতি হয়, মানুষ কি নিম্নস্তরেই পড়িয়া থাকিবে?

(৩৬৪)

যুক্তিতর্কলেশবর্জ্জিত প্রেমময় আনুগত্য অন্তরকে সুস্থ, চিত্তকে স্বচ্ছ, হৃদয়কে অনাবিল এবং প্রাণকে সরস করে। কিন্তু এই আনুগত্য সহজ সরল স্বভাবের পথে আসা চাই। জোর করিয়া আনুগত্য দ্রোহের বীজ বপন করে। সর্ব্ব-প্রতিক্রিয়া-সম্ভাবনা-বর্জ্জিত নির্ম্মল আনুগত্য জীবনকে সুখময়, শান্তিময়, তৃপ্তিময় করে। তোমাদের তৃপ্তি ও কল্যাণই আমার লক্ষ্য, আমার প্রভুত্ব বিস্তার নহে।

(৩৬৫)

তোমাদের মনঃপ্রাণ একমাত্র পরমেশ্বরেই লগ্ন কর। জীবনের প্রতি কার্য্যকে পরমেশ্বর-সেবার অধীন এবং অনুকূল করিয়া সম্পাদন কর।

(৩৬৬)

প্রাচীনযুগের ঋষিমহর্ষিদের অপেক্ষা তোমাদের কাহারও জীবনের উৎকর্ষসম্ভাবনা ন্যূনতর নহে, এই কথা মনে রাখিও। নিজেদিগকে ছোট ভাবিও না। তোমাদের অতীত যে বড় ছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই নহে যে, তোমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহা হইতে ছোট হইবে।

(৩৬৭)

সমস্ত জগৎ আমি সাধকে পরিপূর্ণ দেখিতে চাহি, ভণ্ড তপস্বী দিয়া নহে।

(৩৬৮)

মনের বলই বল, দেহের বল তার অনেক নীচে। তথাপি দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ বল তোমাদিগকে সঞ্চয় করিতে হইবে।

(৩৬৯)

ভালবাসার মতন সুখ জগতে আর কিছু নাই। তোমাদের ভালবাসা অনন্ত হউক, অক্ষয় হউক।

(৩৭০)

ভগবানকে ভুলিয়া গিয়া মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ-স্থাপন, তাহা নিতান্তই অলীক, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও তাৎপর্য্যবর্জ্জিত।

(৩৭১)

সর্ব্বজীবে তোমাদিগকে প্রেমভাব পোষণ করিতে হইবে। মনে রাখিও, তোমরা সর্ব্বভূতের বন্ধু, জগতে তোমরা কাহারও শত্রু নহ।

(৩৭২)

সকলের মধ্যে সদভাবকে জীয়াইয়া রাখা এক অতীব মহৎ কর্ত্তব্য। এই কাজটার গুরুত্ব সম্পর্কে কেন যে তোমাদের চেতনা আসিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহাকে কাঠ বা পাষাণ মনে করিতেছ, তাহার ভিতরেও একটা তাজা, একটা, কাঁচা একটা সন্তঃ-সজীব প্রাণ আছে। এই প্রাণের দুয়ারে বারংবার করাঘাত কর।

(৩৭৩)

তোমাদের একক সৎকার্য্য যখন কমিয়া যাইবে, সঙ্ঘবদ্ধ সৎকার্য্য তখন আপনা আপনিই কমিতে বাধ্য। ত্যাগের দ্বারা জীবন মহত্ত্বে মণ্ডিত হয়। কিন্তু "ত্যাগ" "ত্যাগ" জপ করিলেই ত্যাগ হয় না, ত্যাগের অনুশীলন হইতেই মহতী কীর্ত্তির, মহান্ আত্মপ্রসাদের, জন্ম হয়। "ত্যাগ" "ত্যাগ" জপিতে জপিতে কখনও কখনও ত্যাগে রুচি আসে কিন্তু সেই রুচিকে অনুশীলনের মধ্য দিয়া সার্থক করিতে হইবে।

(৩৭৪)

প্রস্তরে একটা করিয়া দাগ কাটিতেছ ত? জানিও, বিন্ধ্যগিরি উৎপাটনের ব্যবস্থা করিতেছ। সত্য কাজকে কখনো ছোট করিয়া দেখিতে নাই।

(৩৭৫)

নানা সঙ্ঘের লোকেরা নিজেদের আচরণে মানুষের মনে অবিশ্বাস রোপণ করিয়া তোমাদের কোনও ক্ষতিই করিতে পারে নাই। কারণ, তোমাদের ভিত্তি সত্যে। সত্যনিষ্ঠ পুরুষেরা অবিশ্বাসীদের ভয় পায় না। যাহাদের কাজে চাতুরী থাকে, তাহারাই মানুষের সহজবিশ্বাস-পরায়ণতার অন্যায় সুযোগ নিতে ইচ্ছুক। মানুষকে অবিশ্বাসী বা বিচারশীল দেখিলে তাহারাই ভয় পায়।

(৩৭৬)

সমগ্র জগতের লোক অবিশ্বাসী হউক, তবু আমি আমার সত্য তাহাদের দ্বারা গ্রহণ করাইতে পারিব। তাহাদের অবিশ্বাসকে আমার সত্য ওজন করিয়া নিবার নিক্তি বলিয়া আমি জ্ঞান করি। তাহাদের মনে অবিশ্বাস আছে বলিয়া আমি আমার সত্যকে তাহাদের ক্ষুরধার যুক্তির সম্মুখীন করিতে ভয় পাই না।

(৩৭৭)

সৎকাজের ভাবী ফলকে তুচ্ছ করিয়া দেখিতে নাই। সত্য কাজকে কখনো দায়-সারা ভাবে করিতে নাই। নানা বাজে কাজের ওজুহাত দিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্যকে এড়াইতে নাই।

(৩৭৮)

পৃথিবীতে কাপুরুষের জন্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই। সহস্র বিঘ্নের মধ্যেও মাথা ঠিক রাখিয়া চলিতে হইবে। যাহারা হাতে মাথা কাটিতে চাহিতেছে, তাহারা আসলে কাপুরুষ। তোমাদের সাহস দেখিলে তাহারা আপনি চুপ মারিয়া যাইবে। অকারণে কলহ সৃষ্টি করিও না। কিন্তু কলহের ভয়ে সত্য দাবী পরিহার করিও না। সত্য নিজ বলেই জয়ী হইবে, ষড়যন্ত্র করিয়া প্রকৃত সত্যকে চিরকাল দাবাইয়া রাখা যায় না।

(৩৭৯)

সাহস হইলেই উদ্ধত হইতে হইবে, তাহা নহে। অমিতসাহসী ব্যক্তিরও সুমিষ্টভাষী বিনম্রচরিত্র হইতে বাধা নাই।

(৩৮০)

কার্য্যোদ্ধার যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সহিষ্ণুতার প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। সহিষ্ণুতার অর্থ হইতেছে, উপযুক্ত কাল না-আসা পর্য্যন্ত অন্তরের অভিলাষ গোপনে রাখিয়া আস্তে আস্তে প্রস্তুত হইয়া যাইতে থাকা। প্রস্তুতি নাই অথচ বাগাড়ম্বর আছে, এমন মানুষেরা কদাচিৎ কোনও উল্লেখযোগ্য মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

(৩৮১)

রাগ যাহার উপরেই করিয়া থাক, রাগটা তোমার তুলিয়া লও। ক্রোধ অনেক সময়ে অনেক প্রয়োজনীয় কাজের প্রেরণাদাতা হয় সত্য,

কিন্তু অক্রোধ পরমানন্দ পুরুষের সর্ব্বজনকুশলপ্রদ কল্যাণকর্ম্মই তোমার লক্ষ্য হউক। রাগ কাহার উপরে করিতেছ? বিচার করিয়া দেখ, সেও তোমার প্রিয়জন ব্যতীত কেহই নহে, সেও তোমার আপন ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

(৩৮২)

সহকর্ম্মীদের মধ্যে মজ্জাগত ক্রোধের ভাব মহৎ কর্ম্মকে বিপর্য্যয়ে ফেলে। সমধর্ম্মীদের মধ্যে ক্রোধ ধর্ম্মচর্য্যার ক্ষতি করে। দম্পতীর মধ্যে ক্রোধ বংশধারাকে আত্মদ্রোহী করে। ক্রোধহীন প্রসন্ন মনে অতি কঠোর কর্ত্তব্যও একান্তই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করিয়া যাইবার সামর্থ্য অর্জ্জনেরই অন্য নাম চরিত্রগঠন।

(৩৮৩)

ধীর নিপুণ হস্তে অকম্পিত প্রাণে কাজ করিয়া যাও, লক্ষ্য রাখিও সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। নিজেকে অসার অপদার্থ মনে করিও না। নিজেকে অতিমাত্র কৃতী ও জ্ঞান করিও না। পরিস্থিতির প্রয়োজনে ডাইনে-বাঁয়ে চলিলেও ধর্ম্মভ্রংশ না আসে, তার দিকে লক্ষ্য রাখিও। অসত্য আর প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে ধর্ম্ম বজায় রাখা কঠিন কাজ।

(৩৮৪)

দ্বিধাযুক্ত চিত্তে তুমি দশ দিনে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবে, দ্বিধা-হীন হইতে পারিলে একদিনে তাহার চেয়ে বেশী অগ্রসর হইয়া যাইবে। সর্ব্বতোভাবে দ্বিধাহীন হইবার জন্যই সাধনের প্রয়োজন। তোমরা নির্দ্বিধ নির্দ্বন্দ্ব হও, অল্প সময়ে তোমরা অনেক অধিক কাজ এবং সার্থক শ্রম করিতে সমর্থ হইবে।

(৩৮৫)

একের দৃষ্টান্ত অপরকে উদ্দীপনা দান করে। তোমরা প্রাণপণে জগতে কেবল সদ্‌দৃষ্টান্তই রাখিয়া যাও। পাপের, দোষের, অপরাধের দৃষ্টান্ত দিয়া জগৎকে কলুষিত করিও না।

(৩৮৬)

যে যেমন সাধনা করিবে, তেমন সিদ্ধি তাহার হইবে। বিনা সাধনায় সিদ্ধি কাহারও হইবে না। সামান্য সাধনায় অসামান্য সিদ্ধি কাহারও হইবে না। অসাধারণ সাধনা করিয়াছ আর সব সাধনাই তোমার বিফল হইয়া গেল, এমনও কখনো হইতে পারে না। তুমি হয়ত তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার সেই সাধনার মধ্যে কত খুঁত যেই সময়ে তোমার সাধনাকে নিখুঁত মনে করিতেছ, সেই সময় ঢুকিয়া রহিয়াছে। তোমার যদি কিছু বিফলতা আসে, তবে তাহারই দরুণ আসিবে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করিয়া সাধনায় নামিও না। নিজ সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস লইয়াও না। আত্মশ্রদ্ধা এক অসাধারণ বস্তু। নিজের মত ও পথের প্রতি যাহার সুগভীর শ্রদ্ধা নাই, সে জীবনে খুব কমই কাজ করিতে পারে। তোমরা প্রত্যেকে শ্রদ্ধাবান্ হও।

(৩৮৭)

কেবল সাধন করিয়া যাও। সাধন করিলে তাহার শুভফল পাইবেই। কাজ করিয়া ফল পায় নাই, এমন ঘটনা জগতে কখনো ঘটে নাই। যে যতটুকু কাজ করিয়াছে, সে ততটুকু ফল পাইয়াছে।

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধ সমালোচনা যেন তোমার নিষ্ঠাকে টলাইতে না পারে। ভিন্ন মতাবলম্বীদের অসহিষ্ণুতা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে। তুমি তোমার মতে ও পথে অমিত বিক্রমে চলিতে থাক।

(৩৮৮)

যাহাকে দেখা মাত্র মানুষের মনে দিব্য ভাবের উন্মেষ হয়, তোমরা তেমন হও। যাহার বাক্যাবলি শ্রবণে চিরকালের ভ্রমান্ধকার কাটিয়া যায়, তোমরা তেমন হও। যাহার সংস্পর্শ পাইলে মরা মানুষ বাঁচিয়া ওঠে, তোমরা তেমন মানুষ হও। জগৎ পশুত্বে ছাইয়া গিয়াছে। দেবতার নবজন্ম কি তোমরাই দান করিবে না?

(৩৮৯)

তুমি যেমন বংশেই জন্মিয়া থাক না কেন, কোনও বংশেই সকলটাই গুণ, আর সকলটাই দোষ কখনও থাকে না। অনেক বিরাট বিরাট সদ্‌গুণ লুক্কায়িত অবস্থায়ও থাকে, যাহা সাধনার দ্বারা বংশের বিশেষ বিশেষ পাত্রের ভিতরে প্রকটিত হয়। সুতরাং বংশসংস্কার আপাততঃ যদি তোমার বিরুদ্ধেও থাকে, তাহা হইলে তাহাকে একেবারে চূড়ান্ত বলিয়া মানিবার প্রয়োজন নাই। যে-কোনও অবস্থা হইতেই তুমি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পার, এই বিশ্বাস রাখিলে তাহা মিথ্যার উপরে ন্যস্ত হইবে না।

(৩৯০)

নিমেষের জন্যও ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়ো না। নিজেকে অসহায় ও অক্ষম বলিয়াও ক্ষণেকের তরে ধারণা করিও না। আজ যে সুকঠিন কাজ তোমার অসাধ্য বিবেচিত হইতেছে, অনুশীলন, অভ্যাস ও অবিচ্ছেদপ্রযত্ন প্রয়াস তাহাকে সহজ ও সরল করিবে। প্রশ্ন ক্ষমতার বা অক্ষমতার নহে, প্রশ্ন হইতেছে সময়ের, ধৈর্য্যের, একাদিক্রমে লাগিয়া থাকার।

(৩৯১)

অভ্যাসের দ্বারা কঠিন কাজও সহজ হয়, অনভ্যাসের ফলে সহজ কাজও কঠিন হয়। তোমরা অভ্যাসযোগ পরিহার করিও না।

(৩৯২)

সংগ্রাম করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছ,—ইহা যে তোমার জীবনের কত বড় গৌরব, তাহা তুমি জান না। পদে পদে নিত্যনূতন বাধায় তুমি প্রতিহত হইতেছ,—ইহা যে তোমার সুপ্ত শক্তির গুপ্ত আধার খুলিয়া যাওয়ার কত বড় প্রেরণা, তাহাও তুমি জান না। সহস্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয়ী হও।

(৩৯৩)

মনে সাহস রাখ। যাহার সদিচ্ছা আছে, সে ক্ষুদ্রশক্তি বা একক হইলেও কাজ করিবেই করিবে, বসিয়া থাকিবে না। জগতে মৌখিক সদিচ্ছা অনেকেরই দেখা যায় কিন্তু তাহার মূল্য একটী কাণাকড়ির বেশী নহে।

(৩২৪)

দুঃখ এবং দুর্দ্দৈব দিয়াই জীবনটা গড়া। দুঃখ, অভাব, বিরুদ্ধতাকে ভয় পাইলে চলিবে কেন? বারংবার আশাভঙ্গ ও অপ্রত্যাশিত বিপত্তির মধ্য দিয়াই প্রবল বিক্রমে অগ্রসর হইবে। বিশ্বাস কখনো হারাইও না। বিক্রমের জন্মভূমি বিশ্বাস, বিশ্বাসের জন্মভূমি প্রেম। কখনো অপ্রেমিক হইও না।

(৩২৫)

পাপকে যে প্রশ্রয় দেয় না, পাপ তাহার গা-ঘেঁষিয়া চলিতে ভয় পায়। ভদ্রতা আর সুজনতার নাম করিয়া পাপ আসে আপোষ করিতে, আত্মীয়তা সৃষ্টি করিতে। এই বিষয়ে সতর্ক হও, মনে দারুণ বল আর প্রবল সাহস থাকা চাই।

(৩২৬)

জীবনকে সরল, সহজ, অকৃত্রিম ও অনাবিল রাখার দিকে সকল সময়ে লক্ষ্য দিবে। তাহা হইলেই পাপ, দুর্ব্বলতা, অশান্তি ও ক্ষতি তোমাকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইবে না। সভ্যতা নামক ব্যাধি কেবল কৃত্রিমতা ছড়াইতেছে। তোমরা সভ্যতাকে এই অসভ্যতা হইতে রক্ষা কর।

(৩২৭)

মানুষের স্বাভাবিক দেবত্বে বিশ্বাস করিও। বাহিরে যে যাহাই হউক, তাহার ভিতরের দেবতাটীর কাছে আবেদন পৌছাইতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে অসাধ্য-সাধন হইয়া গেল।

(৩৯৮)

যাহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদের কথাই কথা। অবিশ্বাসীদের হাসি-টিটকারীর কোনও দাম নাই।

(৩৯৯)

মানুষের অকৃতজ্ঞতায় মন খারাপ করিও না,—ঈশ্বরের সুবিচারে বিশ্বাস কর।

(৪০০)

অন্যায়ের কাছে নতও হইও না, অন্যায়কারীদের প্রতি বিদ্বেষও পোষণ করিও না। ধীর ভাবে কাল-প্রতীক্ষা কর। স্থির চিত্তে ভগবানের নাম কর। প্রসন্ন নয়নে সকলের প্রতি নেত্রপাত কর।

(৪০১)

আজ যে সামান্য কাজটুকু করিবে, এক শত বৎসর পরে হইলেও তাহার ফল একদা ফলিবে। এই কথায় বিশ্বাস রাখিয়া সামান্য কাজগুলিও অসীম ধৈর্য্য ও অপার নিষ্ঠা সহকারে নিখুঁত ভাবে করিতে চেষ্টা করিও।

(৪০২)

দৈন্য, দারিদ্র্য, দুর্য্যোগ ও দুঃস্থতা এক সঙ্গে তোমাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিবার সংগুলি অনুকূল অবস্থা তোমার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া থাকিতে পারে, তবু তোমাকে আত্মবিশ্বাস হারাইলে চলিবে না। বিশ্বাস কর, তুমি জয়ী হইবে।

(৪০৩)

ভাণ আর ভক্তি এক কথা নহে। যতটা পার, ভাণ বর্জ্জন কর। অকপট ভক্ত হও।

(৪০৪)

সংসার পরীক্ষা-ক্ষেত্র। ভয় না পাইয়া কেবল আগাইয়া যাইতে হইবে।

(৪০৫)

তোমরা সর্ব্বক্ষণ এই চেতনায় জাগ্রত রহিও যে, ভাবী এক নবযুগের সূচনা তোমরা করিবে। মাধ্যম হইবে তোমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চেষ্টা, ইঙ্গিত, বন্ধু, শিষ্য, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি।

(৪০৬)

কেবল অর্থাভাবেই কোনও মহৎ কাজ করিতে পার না, ইহাই ত তোমার দুঃখ? কিন্তু বাবা সচ্চিন্তা নিজেই একটা বিরাট সৎকার্য্য। সচ্চিন্তা যদি তীব্র ভাবে করিতে পার, তবে তাহার ফলে একদিন না একদিন অকল্পনীয় সুমহৎ কার্য্য আপনা আপনি হইবে। আরও গভীর ভাবে সচ্চিন্তা কর।

(৪০৭)

ভগবানে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর। যে দিক্ দিয়া যাহা আসে, তাহার সদ্ব্যবহার কর। বিশ্বাস ও সাহস এই দুইটী অমূল্য বস্তুকে কখনো হাতছাড়া হইতে দিও না। যক্ষের ধনের মত ইহাদিগকে বুকে লুকাইয়া রাখিবে।

(৪০৮)

বহু কথা না কহিয়া, বহু তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ না হইয়া যাহারা সহজে একটা সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, তাহারাই অনায়াসে কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অহংবুদ্ধির উগ্রতা হইতে অত্যধিক তর্ক-বিতর্কের জন্ম। তোমরা প্রতি জনে অভিমান-বর্জ্জিত বিনীত মনে একত্র হইয়া কেবল লক্ষ্য-ভেদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মতালিকা তৈরী করার অভ্যাসটার অনুশীলন কর।

(৪০৯)

মন হইতে হতাশা ও অবসাদ দূর কর। নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে হইলেও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ধ্রুব তারাটাকে ভুলিয়া যদি না যাও, তাহা হইলেই হইল।

(৪১০)

নিরাশ্রয়, গরীব ও দুঃখীরাই আমার বেশী আপন। তাহাদিগকে বুকে ধরিয়াই আমি নিজের ভিতরে নিজেকে পাই।

(৪১১)

সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সরল হিতোপদেশে কেহ কেহ বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা সমালোচনামুখর হইয়াছে বলিয়া বিস্ময়ের কারণ নাই। অজ্ঞান অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক। জ্ঞান আসিলেই ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। অজ্ঞানতাকে দোষ দিতে পারি কিন্তু অজ্ঞানীকে দোষ দিব কেন?

(৪১২)

নিত্যনূতন অসঙ্গত উদ্বেগের মধ্যে কালযাপন কঠিন। সুতরাং নিরাপদ স্থানে আসা ভাল। কারণ, উদ্বেগ লইয়া সাধন-ভজন হয় না। আর, নিত্য গৃহদাহ আর অপমান-অসম্মানের মধ্যে থাকিয়া নৈতিক, আর্থিক বা সংস্কৃতিগত উন্নতি সুদূর-পরাহত ব্যাপার। কিন্তু একেবারে নিরাপদ স্থান পৃথিবীতে কোথায় পাইবে? প্রতিবেশীর অত্যাচার যেখানে নাই, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ কি সেখানে থাকিতে পারে না? মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই কোথায় পাইবে? তাই মৃত্যুকে ভয় করাটাই আগে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এযুগে রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধারেরা দুর্ব্বলকে নিপীড়ন হইতে রক্ষার যোগ্যতা রাখেন না, তাঁহারা অনেকেই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা এবং প্রকারান্তরে দুর্ব্বল-ঘাতক। সুতরাং নির্ভয় কর একমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসে। ঈশ্বরে নির্ভরশীল মনই জগতে একমাত্র নিরাপদ স্থান। এই পবিত্র স্থানটুকু অবিলম্বে অধিকার কর।

(৪১৩)

অপবাদ হইয়াছে বলিয়াই তাহা বিশ্বাস করিবে? অপবাদের সৃষ্টি মাৎসর্য্যে। অনেক অপবাদের জন্ম অজ্ঞানতায়। কাহারও বিরুদ্ধে খুব ফলাও করিয়া অপবাদ-রটনা হইতেছে বলিয়াই সেই লোকটা জগতের পাপিষ্ঠতম ব্যক্তি, এমন মনে করিবার সদ্‌যুক্তি নাই। তবে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের সুনামের সহিত জড়িত না করিয়া চলিতে চেষ্টা করাও উচিত। মিথ্যা অপবাদ মিথ্যাই কিন্তু লোককে অপবাদ

সৃষ্টির সুযোগ যে দিয়াছে, সে দোষী না হইলেও অসতর্ক, ইহাতে সন্দেহ নাই। এমন লোক হইতে দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলা যতি, ব্রতী, নারী ও সৎপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে নিজ নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য অল্প বাধায় সমাপন করিবার প্রয়োজনেই আবশ্যক। তোমার বিরুদ্ধে কেহ কোনও অপবাদ সৃষ্টি করিলে উত্তেজিত না হইয়া নিজে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সংযততর, সচ্চরিত্রতর হইয়া চলিবার চেষ্টা করিও। উপেক্ষায় অপবাদ যত সহজে কাবু হয়, প্রতিবাদে তত হয় না।

(৪১৪)

ভাল কথা বারংবার কহিলেও বুঝিবে না, এমন বোকা করিয়া ভগবান্ জগতে একজনকেও সৃষ্টি করেন নাই।

(৪১৫)

অল্প অল্প করিয়া কাজ করিলে তাহারই ফলে একদা কি যে অসাধ্য সাধিত হইতে পারে, তাহা জান না বলিয়াই অল্প কাজকে তোমরা অবহেলা কর, তুচ্ছ মনে কর।

(৪১৬)

বিশ্বাস রাখিও যে, চিরকাল একভাবে যায় না। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইবেই। সকলের প্রতিই আশার দৃষ্টি রাখ। কাহারও সম্পর্কে হতাশ হইও না।

(৪১৭)

তোমরা প্রত্যেকে শুচি, শুদ্ধ, সরল, সবল, তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ থাকিতে চেষ্টা করিও। শুচিতা আত্মশ্রদ্ধা দেয়। শুদ্ধতা সরলতা দেয়,

সবলতা দেয়। সরলতা মনকে মেঘমুক্ত করে। ন্যায়পরায়ণতা মনুষ্যত্বের অলঙ্কার। তোমরা সর্ব্বতোভাবে মানুষ হও।

(৪১৮)

প্রত্যেকে উন্নততম জীবন যাপনের জন্য চেষ্টিত হও। যে উন্নত, মানুষ তাহার দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। যে অবনত, তাহার উপরে লোকে পদনিক্ষেপ করে। তোমরা কোনও অবস্থাতেই লোকের দম্ভ ও অহমিকার চরণাঘাত সহিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও না।

(৪১৯)

সর্ব্বদা প্রাণ ভগবৎ-সেবায় ডুবাইয়া রাখিবে। সর্ব্বক্ষণ কোনও না কোনও জগৎকল্যাণমূলক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবে।

(৪২০)

তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে মনের ও মতের মিল রাখিয়া সহযোগ-পূর্ণ ভাবে কাজ কর, তবে মুষ্টিমেয় কয়জনেই এত কাজ করিতে পারিবে, যাহার অবশ্যম্ভাবী সুফল দেখিয়া সহস্র জনে অবাক্ হইবে।

(৪২১)

সর্ব্বদা এই আত্মবিশ্বাস রাখিবে যে, শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তোমরা অঘটন ঘটাইতে পার।

(৪২২)

সর্ব্বদা নামে মন রাখিও। নাম কখনো ভুলিও না। নামে র

আনন্দে সংসারের সহস্র ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিও। নামে প্রাণে প্রেম আসিবে। প্রেম আসিলে জগৎ মধুময় হইবে।

(৪২৩)

জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। যে অবস্থাতেই যে থাকো, ঐ অবস্থায়ই তুমি জগতে অনেক মহৎ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও।

(৪২৪)

সর্ব্বশক্তি দিয়া মনকে ভগবানের চরণে যুক্ত কর, কারণ ইহাই পরম শান্তির অভ্রান্ত পথ। নিমেষের জন্যও মনকে নীচে নামিতে দিও না।

(৪২৫)

জগৎকল্যাণের দিকে তাকাইয়া তোমাদের প্রতিটি আচরণকে নিয়ন্ত্রিত কর।

(৪২৬)

জীবনকে তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। যাহাকে কেহ জানে না, কেহ চিনে না, তাহাকে দিয়াই ভগবান অনেক বড় বড় কাজ করাইয়া লন। তোমরা প্রতিজনে অন্তরে এই বিশ্বাস লইয়া আত্মগঠন কর যে, তোমাদের দ্বারাও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(৪২৭)

সকল জীবের প্রতি প্রেম লইয়া চলিও। প্রেমিকের পরাজয় নাই।

(৪২৮)

নিজে সৎপথে চলিও এবং অপরকে সৎপথে চলিতে সহায়তা করিও।

(৪২৯)

সৎকর্ম্মে কখনো পৌরুষ পরিহার করিও না। অসৎকর্ম্মে কখনো নিঃসঙ্কোচ হইও না। দুর্ব্বলকে নিপীড়ন করিও না। প্রবলকে ভয় পাইও না। নিয়ত নিজেকে ঈশ্বরের হস্তধৃত যন্ত্র রূপে পরিচালিত হইতে দিও। অহং ত্যাগ করিও, সর্ব্বজীবে ভালবাসা বিলাইও।

(৪৩০)

বারংবার যখন একই ধরণের বিপদ আসিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহা ষড়যন্ত্রের ফল। তোমরা আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছ না কেন? আত্মরক্ষায় যাহাদের ঐক্য নাই, তাহাদের কুশল কোথায়?

(৪৩১)

হাতীর বলও বল, পিঁপড়ার বলও বল। পিঁপড়া বলিয়া কাহাকেও তুচ্ছ করিও না। তোমাদের যেখানে যে যত ছোট অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তোমরা তাহাকে কাজের রুচি দাও, তাহাকে কাজের সুযোগ দাও, তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লও। প্রত্যেকটি হস্ত শ্রীভগবানের সেবার কার্য্যে লগ্ন হউক, উৎপীড়িতের দুঃখ-বিদূরণে নিয়োজিত হউক, মিথ্যার অবসান-সাধনে উত্তোলিত হউক। কেহ যেন বসিয়া না থাকে, কেহ যেন অকর্ম্মা না রহে।

(৪৩২)

সময় নাই, অবসর পাই না, এই জাতীয় যুক্তি বা উক্তি স্তব্ধ হইয়া যাউক। প্রত্যেককে সময় করিতে হইবে, অবসর পাইতে হইবে, শ্রীভগবানের কাজ প্রতি জনকেই করিতে হইবে।

(৪৩৩)

আত্মপ্রত্যয় ও সাফল্যে বিশ্বাস হারাইও না। এই প্রত্যয় ও এই বিশ্বাস সকল সহকর্ম্মীদের মধ্যে সংক্রামিত কর।

(৪৩৪)

যাহারা কর্ত্তৃত্বাভিলাষী, তাহাদের দোষত্রুটির দিকে তাকাইও না ; যাহারা সেবাদানে ইচ্ছুক, তাহাদের সর্ব্বশক্তি আনিয়া কাজে লাগাও। ইহার ফলে এক অসাধারণ কর্ম্মসংসিদ্ধি তোমাদের হইবে।

(৪৩৫)

অবস্থা প্রতিকূল দেখিয়া দমিয়া যাইও না। আস্তে আস্তে ভাবী কাজের ভিত গড়িয়া যাও। একদিন তোমাদের নির্ম্মিত বিশাল প্রাসাদ আকাশের অভ্রকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে। কে বাধা দিতেছে তাহা বড় কথা নহে, বড় কথা হইতেছে তুমি নিরুদ্যম না সমুদ্যত।

(৪৩৬)

মানুষের মৃত আত্মাকে জাগাইয়া তোল, হৃত-আশ্বাস, হতবিশ্বাস অভাজনদের বাঁচাইয়া তোল, নিতান্ত অকর্ম্মণ্যকেও কাজের লোকে পরিণত কর।

(৪৩৭)

তোমাদের সর্ব্বশক্তি ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গাইবার কাজে নিয়োজিত হউক। তোমরা ছোট, দীন, হীন, অধম, পতিত, নিরাশ্রয় ও দুর্ব্বলদের ভিতরেও বিরাট ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা লক্ষ্য কর এবং তাহাদিগকে জগতের বুকে মানুষের মত মানুষ, সাধকের মত সাধক রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সাহায্য কর। কাহাকেও তোমরা হেলা করিও না, কাহাকেও পরিত্যাজ্য বলিয়া জ্ঞান করিও না, কাহারও সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ আশ্রয় করিও না। নরককে তোমরা স্বর্গ করিবে, ইহাই তোমাদের পণ হউক।

(৪৩৮)

জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে যে উপদেশ-বাণী না পাওয়া যায়, শুধু মুখের কথার দ্বারা তাহা লোকের মনের পরতে খোদাই করা যায় না। এই জন্যই তোমাদের প্রতি জনকে প্রকৃত সাধক হইতে হইবে, যথার্থ সেবক হইতে হইবে, অপকট কর্ম্মী হইতে হইবে।

(৪৩৯)

তোমরা প্রতি জনে প্রভাবগুণে এবং স্বভাবগুণে বরণীয় হও। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের অনুশীলনের দ্বারা ভাবী বংশধরদের জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিয়া যাও। তোমরা জনে জনে বিশ্বাস কর যে, নির্দ্দিষ্ট একটা যুগে তোমাদের আবির্ভাব এবং আমার সহিত তোমাদের সংস্রব জগতের বিশেষ কুশলের জন্যই হইয়াছে।

(৪৪০)

প্রত্যেককে কর্ম্মে অনুপ্রাণিত কর। যাহাদিগকে চিরকাল অলস বলিয়া জ্ঞান করিয়াছ, তাহাদেরও যোগ্যতায় বিশ্বাস কর। অলসেরা চিরকালই অলস থাকে না, উদাসীনেরা চিরকালই উদাসীন থাকে না, অবিশ্বাসীরা চিরকালই অবিশ্বাসী থাকে না, অক্ষমেরা চিরকালই অক্ষম থাকে না, অজ্ঞেরা চিরকালই অজ্ঞ থাকে না। একদিন তাহাদের প্রজ্ঞার প্রকাশ অবশ্যই হয়, একদিন তাহাদের কর্ম্মৈষণা নিশ্চিতই জাগে। অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের অযোগ্যতাকে তোমরা বর্দ্ধিত করিয়া দিও না। সস্নেহ বিশ্বাস যেমন করিয়া কর্ম্মক্ষমতাকে বর্দ্ধিত করে, তেমন করিয়া আর কিছুতেই করে না। দুনিয়ার হতভাগাগুলিকে তোমরা কাজে লাগাও। অকর্ম্মণ্যগুলিকেও কর্ম্মভার অর্পণ কর। এই বিশ্বাস লইয়া কাজে লাগাও, এই বিশ্বাস লইয়া ভার অর্পণ কর যে, আজ হউক, কাল হউক, কাজ ইহারা করিবেই। আমি যে হাজার অকর্ম্মণ্যকে দিয়া কাজ করাইতে পারিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের প্রতি আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(৪৪১)

কথাকে লঘু করিয়া বিচার করার অভ্যাস সকলকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটী কথাকে তোমরা হাজার বার করিয়া বল। বারবার বলিতে বলিতে বারবার শুনিতে শুনিতে একটা অতি সাধারণ কথার অসাধারণ নির্য্যাস আবিষ্কৃত হইবে, অতি নগণ্য কথায় অতি অসামান্য গূঢ়ার্থ নিষ্কাশিত হইবে। বাক্য তখনই ব্রহ্ম হয়। নতুবা "বাক্যই ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য ত কথার কথা হইয়া রহিল।

(৪৪২)

আমার বাক্য এবং চিন্তাকে হুজুগের ঊর্দ্ধে তুলিয়া তোমরা বিচার কর। হুজুগ হইতে আলাদা করিয়া আমার বিচার-প্রণালীকে অধ্যয়ন কর। তাহা হইলেই অনুভব করিতে পারিবে যে, আমি এই যুগের কর্ম্মী নহি, আমি বহু বহু অনাগত যুগের পূর্ব্বদূত, আমি বহু-বিস্তৃত ভবিষ্যতের পূর্ব্বদ্রষ্টা। তোমরা নিজেদের অস্তিত্বে বিশ্বাসশীল হইতে পার নাই বলিয়াই আমার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। আমি তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের স্থিরোজ্জল দীপ্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহি ।

(৪৪৩)

মিলনকে পুণ্য এবং বিচ্ছেদকে পাপ বলিয়া জ্ঞান কর। ঐক্যকে পূর্ণতা এবং অনৈক্যকে শূন্যতা বলিয়া জ্ঞান কর। ব্যক্তিগত মত প্রতিষ্ঠার জেদ পরিহার করিয়া প্রতিজনে একটী নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিতে পারার যোগ্যতাকে অধিকতর প্রশংসনীয় বলিয়া গ্রহণ কর। যেখানে একজনে আদর্শের ধ্বজা ঊর্দ্ধ দিকে উত্তোলিত করিবে, সেখানে শত জন আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া সহযোগ দাও। সর্ব্বপ্রকার কূটবুদ্ধি পরিহার করিয়া সোজা সরল পথে কর্ত্তব্য-পালনের যোগ্যতা অর্জ্জন কর।

(৪৪৪)

কেবলই চিন্তা করিতে থাক যে, ঈশ্বরের বিধান সকলের কুশলের জন্য। চারিদিকের ঘটনাবলী যেই ইঙ্গিতই প্রদান করুক, তুমি তাহারও পশ্চাতে নিরন্তর পরমেশ্বরের কুশলী কুশল-হস্ত দেখিতে থাক। জীবনের যে কয়টী শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি তোমাকে দিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধের

জন্য নিজের অক্ষম দেহকে না পার, কল্পনাশীল মনকে লাগাইয়া রাখ। জগতের কল্যাণ-চিন্তা করিতে করিতে তোমার ভিতরে আপনা আপনি মৈত্রী করুণার প্রকাশ ঘটিবে।

(৪৪৫)

যে সকল বাধা-বিঘ্ন তোমাকে সত্য কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, মনকে তাহাদের অস্তিত্বের উপরে অত্যধিক ধ্যানশীল রাখিও না। যে সত্য লক্ষ্য তোমাকে ভেদ করিতে হইবে, যে সত্য আদর্শ তোমাকে অনুসরণ করিতে হইবে, যে সত্য সাধনা তোমাকে করিতে হইবে, মনকে নিয়ত তাহাতেই নিয়োজিত রাখ। বাধাকে কৌলীন্য দিয়া কাজকে পণ্ড করিও না। বিঘ্নকে সম্ভ্রম দিতে গিয়া মনকে দুর্ব্বল করিও না। অশান্তিজনক নানা উৎপাতকে সম্মান করিতে গিয়া নিজের লক্ষ্য ভুলিও না।

(৪৪৬)

একটী স্থানে মনকে কেন্দ্রীকৃত করার মধ্যে যে বীরত্ব রহিয়াছে, শত যুদ্ধজয়েও তাহা নাই। বরঞ্চ বলিব, একাগ্রতা ব্যতীত একটা যুদ্ধও জয় করা যায় না। সকল শক্তি একটী কেন্দ্রে আনিয়া একটী বিন্দুতে তাহাকে প্রচণ্ড ভাবে প্রয়োগ করাই যুদ্ধজয়ের কৌশল। তবে, তুমি কোন্ বিন্দুতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেছ, তাহা প্রতিপক্ষ যেন না জানিতে পারে, এইটুকু রণকৌশলেরও প্রয়োজন আছে।

(৪৪৭)

কেবল নিজের চিন্তা নিয়াই ব্যস্ত না থাকিয়া সমাজ-মঙ্গল-মূলক চিন্তাতেও নিজেকে নিয়োজিত কর। তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অসাফল্যের গ্লানি ও বেদনা মন হইতে মুছিয়া যাইবে।

(৪৪৮)

কাজ ধরিয়া তাহা অসমাপ্ত রাখা সঙ্গত নহে। কাজ আস্তে আস্তেই বরং চলুক, তবু বন্ধ হইতে দিও না।

(৪৪৯)

যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই সৎপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা পাইবে। সঙ্গী, সাথী, সহকর্ম্মী সকলকে সৎপথে চালাইতে চেষ্টা করিলে নিজের আর অসৎ পথে পদার্পণের আশঙ্কা থাকে না।

(৪৫০)

কোনও অবস্থায়ই হতাশ হইও না। কাহারও উপরই বিরক্তি রাখিও না।

(৪৫১)

নিয়ত উৎসাহ পাইলে নিতান্ত অভাজনেরাও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

(৪৫২)

অবিচলিত উৎসাহে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে লাগিয়া যাও। মনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহকে স্থান দিও না। দ্বিধা-কুণ্ঠা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া কাজে লাগ। কাজে তোমরা অপরাজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে।

(৪৫৩)

সাময়িক পরাভবকে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া যে গ্রহণ করে, সে মানুষ নামের অযোগ্য।

(৪৫৪)

সৎকার্য্যে যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহাদের হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলাও।

(৪৫৫)

তোমার যোগ্যতানুযায়ী পুরস্কার হয়ত তুমি না পাইতে পার কিন্তু তাই বলিয়া তোমার সৎকর্ম্ম মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, এমন ভ্রান্ত ধারণা কেন রাখিবে? অনেকে অযোগ্য হইয়াও পুরস্কার পায় কিন্তু সেই পুরস্কারের কোন্ মূল্য আছে?

(৪৫৬)

ভবিষ্যতের জন্য কাজ ফেলিয়া রাখা আর কাজ না করিবার প্রতিজ্ঞা করা প্রায় এক কথা জানিও। কাজ যে ফেলিয়া রাখে, প্রায়ই তার আর কাজ করিবার অবসর হয় না।

(৪৫৭)

যাহাদের নোংরা মন, নোংরা মুখ, নোংরা কর্ম্মচেষ্টা, তাহাদের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া তোমার সুনির্ম্মল স্বভাবটীকে অক্ষত

রাখিও। যেখানে দেখিবে ক্লীবতার সহিত আপোষ নাই, মিথ্যার প্রশ্রয় নাই, দুর্ব্বলতার সহিত মিতালি নাই, ছলনা, কপটতা, ষড়যন্ত্র নাই, মাত্র সেখানেই মিশিবে।

(৪৫৮)

মূল সত্যের সহিত যাহার বিরোধ, কাজ আদায় করিতে হইবে বলিয়া তেমন লোকের কাছে নতজানু হইবে? না, কাজ বরং তোমার পণ্ড হইয়া যাউক, তবু তুমি পাপের সহিত প্রণয় করিতে পার না।

(৪৫৯)

কর্ম্মই ব্রহ্ম। কাজ করা আর ভগবৎসন্নিধি লাভ করা এক কথা। কাজ কর আর অনুভব কর যে, সেবা করিতেছ ভগবানের। কাজের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড় আর ভাবিতে থাক, ভগবানের কোলে গিয়া পড়িয়াছ। কেবল মালা জপিয়াই কি ভগবানকে পাইতে চাহ? মালা জপা বিপথ নহে কিন্তু কাজও করিতে হইবে। এই পৃথিবীর কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিয়া পরপিণ্ডোপজীবী হইবে আর ভগবান্ আসিয়া ছুটিয়া তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন, এই সকল মধ্যযুগীয় ধারণা ছাড়িয়া দাও।

(৪৬০)

সৎকাজের ক্ষেত্র আস্তে আস্তেই তৈরী করিতে হয়। তাড়াহুড়ায়

লাভ নাই। তবে অনলস থাকিতে হইবে। নিরুদ্বেগ কর্ম্মশীলতা সাত্ত্বিক আন্দোলনের বিশেষত্ব।

(৪৬১)

বিশ্বাস কর, প্রতি জনে তোমরা এক একটী অভাবনীয় ভবিষ্যৎ কর্ম্মের সূচনা করিবে। আমি ত চাহি, তোমরা প্রত্যেকেই জীবনটা ভরিয়া কেবল অসাধ্য-সাধনই কর। অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা তোমাদের আছে কিন্তু তার বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাস নাই, আস্থা নাই। সেই আস্থা আমি তোমাদের প্রত্যেকের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহি। তোমরা নিজেদের যোগ্যতা বৰ্দ্ধনে চেষ্টা কর। কেন তোমরা মনমরা আর অলস হইয়া থাকিবে?

(৪৬২)

সদুদ্দেশ্যে ঐক্যই ঐক্য, কদুদ্দেশ্যে ঐক্য ঐক্য নহে, ধ্বংস। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। এক-দুই কথায় মীমাংসায় আসিবার যোগ্যতা সঞ্চয় কর। অনেক কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিও না। মিলনের যে কি শক্তি, বিচ্ছেদে যে কত দুর্ব্বলতা, তাহা তোমরা অনুভব করিতে শিক্ষা কর। সঙ্ঘবলে সুমহৎ সুবিশাল সুকঠিন কার্য্যও সুকর, সরল, সহজ হয়।

(৪৬৩)

অল্প বা অধিক, যে যেমন শ্রম দিক্, সকলের শক্তি একত্র প্রযুক্ত হইলে তাহার সামূহিক যোগফল ও সামগ্রিক প্রভাব এক বিরাট্ সাফল্যের আকার ধারণ করে।

(৪৬৪)

ব্যক্তিগত অহঙ্কার বহুজনের মিলনের বাধা সৃষ্টি করে। চরিত্র হইতে রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারকে দূর করিয়া দাও। "আমি ভগবানের দাস", "আমি জগৎ-কল্যাণের সাধক", "আমি সত্যাশ্রয়ী কর্ম্মী" এই জাতীয় আত্মশ্রদ্ধা অহঙ্কারের পর্য্যায়ে পড়ে না, এই জন্যই মিলনের বিঘ্ন উৎপাদন করে না।

(৪৬৫)

দৃঢ় ব্রতনিষ্ঠা দৃঢ় চরিত্রবলের পরিচায়ক। ভগবানে অপার অসীম বিশ্বাস এই দুইটী জিনিষেরই সমর্থক। নিজেকে ভগবানের কাজের জন্য উৎসর্গ কর। তাহাতে যে আত্মপ্রসাদ পাইবে, সাম্রাজ্য জয়েও তাহা নাই।

(৪৬৬)

তোমাদের শক্তি যেন সর্ব্বদা সংহত ও সমুদ্যত থাকে। কোষমুক্ত তরবারি যেন কোষবদ্ধ না হয়। একটী সাফল্যকে ভাবী কালের অনন্ত সাফল্যের জনক হইবার সুযোগ দাও।

(৪৬৭)

সংগঠনের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক সজাগ প্রখর দৃষ্টি রাখিবে। বদ্ধজলায় বিষবাষ্প উৎপন্ন হয়, স্রোতস্বতী নদীতে মরা-পচা গরু-মহিষও অনায়াসে মিলিয়া যায়, মাছের পেটে চলিয়া যায়, জল দূষিত করিতে পারে না।

(৪৬৮)

একটা কাজে দীর্ঘকাল সমপ্রযত্নে লাগিয়া থাকিবার মধ্যে শক্তিরও পরিচয়, নিষ্ঠারও পরিচয়। জীবনের কোনও দুর্ঘটনাকেই একেবারে শেষ কথা বলিয়া মনে করিও না।

(৪৬৯)

সর্ব্বদা নিরুদ্বেগ থাকিবে। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিশ্বাসের আবাদ কর। যে বিশ্বাসী, তাহার চাঞ্চল্য কোথায়?

(৪৭০)

নামের বলে বলীয়ান্ হও, নামের ভিতর দিয়া শক্তি আহরণ কর। ভগবদ্দত্ত শক্তিকে সর্ব্বজীবের কুশলে প্রয়োগ কর।

(৪৭১)

চারিদিকে সাহস ও সংগঠন জাগাইয়া রাখ। নির্জ্জীব হইয়া পড়িও না।

(৪৭২)

পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী সকলের মনে এই সংস্কার জাগাও যে, তোমাদের বিনাশ নাই, তোমাদের লয় নাই, তোমাদের পরাজয় নাই।

(৪৭৩)

সৎকার্য্যেই যখন হাত দিয়াছ, অসফল হইবার ভয় কেন মনে রাখিতেছ ? দিগ্বিজয়ীর অন্তরের উল্লাস লইয়া তোমরা কাজে হাত দাও ।

(৪৭৪)

পদাধিকার করার মানে যে দায়িত্বগ্রহণ, একথা যাহাদের মনে থাকিবে না, পদাধিকারে তাহাদের লজ্জা হওয়া উচিত ।

(৪৭৫)

যাহাকে দেখিবে, তাহার সহিত কেবল সৎপ্রসঙ্গই করিবে । অসৎ-প্রসঙ্গে কালযাপন আর নরক-বাস এক কথা ।

(৪৭৬)

নিজেকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করিও না। তোমাকে বরং দশজনে নাই চিনিল। কাজটুকু হইয়া যাওয়াই বড় কথা। যখন যাহাকে সকলের সম্মুখে প্রধান করিয়া দাঁড় করাইলে কাজ ভাল হইবে, তখন তাহাকেই মুখ্য যশ অর্জ্জন করিতে দাও। তোমার যশের লোভ যেন আসল কাজের ক্ষতি না করে। নীরব কর্ম্মী, নিরভিমান সেবক, এক-লক্ষ্য সাধক নিজেকে জাহির করিবার দিকে দৃষ্টি দেয় না।

(৪৭৭)

তোমরা ইচ্ছা করিলেই অসাধ্য সাধিতে পার। দুঃখের বিষয়, ইচ্ছাটা তোমাদের হয় না ।

(৪৭৮)

অসাধ্য-সাধনই তোমাদের জীবন-ব্রত। আত্মশ্রদ্ধী হইতে হইবে। প্রত্যেকের অন্তরে আত্মশ্রদ্ধা জাগাইয়া তোল। সংগঠনের পথে এর চেয়ে বৃহত্তর পদক্ষেপ আর কিছুই নাই।

(৪৭৯)

সংগঠন জিনিষটাকে জাগ্রত শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। মনে রাখিও, সংগঠনের শেষ নাই। অবিরাম কাজ করিয়া যাইতে থাক। সাময়িক হৈ-হল্লাতে শক্তির উৎস শুকাইয়া যাইতেছে। ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় লক্ষ্যস্থলে অল্প অল্প শক্তির প্রয়োগ হইতেছে প্রকৃত কর্ম্মনীতি। অন্যান্যদের সুলভ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেদের আচরণকে লঘু করিও না।

(৪৮০)

তোমরা যোগ্য হও, তবে ত মহৎ কার্য্যের ভার পাইবে!

(৪৮১)

কোনও বিরুদ্ধতাকেই বিরুদ্ধতা মনে করিও না। অধিকাংশ বিরুদ্ধতা ছদ্মবেশী আনুকূল্য মাত্র।

(৪৮২)

সৎকর্ম্মের সৎফল অবশ্যম্ভাবী। উদ্দেশ্যে বিশ্বাস রাখিয়া সংগঠন করিয়া যাও। সঙ্গী কেহ নাই বলিয়া বিমর্ষ হইও না। যে আমার

কাজ করিবে, সে একাই একশ হইবে। যে কাজে হাত দিয়াছ, সে কাজ ছাড়িও না।

(৪৮৩)

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া চলিবে। তাঁহাদের প্রতি কদাপি অবহেলার ভাব প্রদর্শন করিবে না। সমকক্ষ ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিও না। সেবকের ভাব লইয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইবে। ইহাতে আপনত্ব বর্দ্ধিত হইবে। যে আপন, সে-ই কাজ করিতে পারে, অন্যে পারে না।

(৪৮৪)

সৎকীর্ত্তির প্রশংসা কেহ একাকী লাভ করিতে পারে না। সকলেরই ইহাতে অংশ থাকে। প্রশংসার অংশ প্রত্যেকে যখন পায়, তখন সর্ব্বব্যাপক আত্মপ্রসাদের সৃষ্টি হয়। উহা অটুট ঐক্যের পুষ্টি বিধান করে।

(৪৮৫)

যেখানে ঐক্য নাই, সেখানে প্রতিষ্ঠাও নাই। ত্যাগ ছাড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, শুচিতা ছাড়া ত্যাগ আসে না। সুতরাং তোমরা সর্ব্ব-প্রযত্নে শুচি হও।

(৪৮৬)

ভগবানের সহিত তুমি যতটুকু সময় যুক্ত হইয়া আছ, ততটুকু সময়ই তুমি জীবিত আছ বলিয়া জানিও। ভগবদ্বিমুখ মানুষ মৃতদেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণপণে ভগবানের নিত্যসঙ্গ কর।

(৪৮৭)

প্রতিটি সৎকথা, প্রতিটি সৎকাজ জগতের অমিত হিতসাধন করিয়া থাকে। এই বিশ্বাসটীকে মন হইতে লুপ্ত হইতে দিও না।

(৪৮৮)

সকলে মিলিয়া একযোগে এক কাজ ধরিলে জগন্নাথের রথ আপনি চলিতে আরম্ভ করে।

(৪৮৯)

সকলের মনে আত্মশ্রদ্ধা সঞ্চারিত কর। সকলের মন ও মুখ একদিকে টানিয়া আন। সকলের আগ্রহ ও আকুলতা এক দিকে চলুক। সকলে মিলিয়া অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া এমন এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি কর, যাহা একমাত্র তোমরাই পার, অন্যে পারে না। অন্তরে বিনয়, স্বচ্ছতা ও প্রেম লইয়া ছোটবড় সকলের সম্মুখে দাঁড়াও। ছোটদের কর্ম্মশক্তিকেও সমাদর দাও।

(৪৯০)

পূজ্যজনদিগকে রুক্ষ কথা শুনাইবার যোগ্যতাই পৌরুষ নহে, বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তাই পৌরুষ।

(৪৯১)

একা বলিয়া মহৎ কাজ করিতে পারিবে না, এরূপ ধারণা থাকা অন্যায়। জগতে অনেক মহীয়ান্ পুরুষ একাই বিশ্ববাসীর অনেক সেবা করিয়াছেন। দশ জনে মিলিয়া সৎকাজ ধরিলে খুবই ভাল। যেখানে

দশ জন নাই বা দশ জনে বিমুখ, সেখানে একাই কাজে লাগিতে হইবে। কবে দশ জন জুটিবে, তারপরে কাজে হাত দিবে, ইহা বেহিসাবী কল্পনা।

(৪৯২)

নিজেদের মধ্যে অদোষদর্শিতা, ভ্রাতৃত্ব ও অকপট প্রেমের অনুশীলন কর। সংঘ, সমাজ বা জাতি এই ভাবেই বড় হয়। নিজেদের মধ্যে ঐক্যবৃদ্ধি ও প্রীতিসঞ্জনন যে-কোনও ব্যাপক সংগঠন-কার্য্যের পক্ষে এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন।

(৪৯৩)

শান্তি ও শক্তি অবশ্যই তুমি পাইবে। কিন্তু এই দুইটী জিনিষই পাইতে হইলে ধৈর্য্য, সাহস, সাধনা চাই। ইহাতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

(৪৯৪)

জয় তোমাদের চাই, বিজয়ী তোমাদের হইতে হইবে। কিন্তু কর্ম্ম-কুণ্ঠ কাপুরুষেরা জয়ী হয় না। জয়েচ্ছা যাহার আছে, শক্তির তাহার অভাব হয় না। অন্তরে যাহার কাপুরুষতা, সংগ্রাম হইতে বিরত হইবার উপলক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার দ্বিধা, লজ্জা, অনবসর বা অপটুতা নাই। দুর্ব্বলেরা পথের পাশে বসিয়া কাঁদে, সবলেরা সহস্র বিপদের সম্মুখেও পথের মধ্যখান দিয়া বুক ফুলাইয়া হাটে। তোমরা

কাহারও পরোয়া রাখিও না কিন্তু দুর্ব্বিনীতও হইও না। তোমরা বীরবিক্রমে কেবল অগ্রসরই হও।

(৪৯৫)

সৎকর্ম্মের পক্ষে নিজেকে কখনও অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিও না। মনে যোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিধা থাকে ত প্রাণপণে যোগ্যতা-বর্দ্ধনে চেষ্টিত হও। তাই বলিয়া সৎকর্ম্ম হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পার না।

(৪৯৬)

সংঘশক্তি এক বিরাট শক্তি। অনুশীলনে এই শক্তি বাড়ে, অননুশীলনে ইহা কমে। একলক্ষ্যতা এই শক্তির ভিত্তি। প্রেম ইহার সিমেণ্ট। সংঘশক্তি বাড়াইবার যে-কোনও সৎসুযোগ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদ্ব্যবহারে লাগিয়া যাইবে। লোকের ঘরে আগুন লাগান, বাজার বা দোকান লুঠ করার মত কুকার্য্যে নয়, অন্যায়ের প্রতিকারে অন্যায়কারীর ক্ষমতা-লাভের উদ্দাম পিপাসা নিবারণে, মিথ্যাকে প্রশমিত করিবার কাজে সকলে দলবদ্ধ হও। কিন্তু এসব নেতিবাচক কাজের চেয়েও ইতিবাচক কাজে সংঘবদ্ধতা চরিত্র-বল বৃদ্ধিতে বেশী সহায়ক।

(৪৯৭)

তোমাদের মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় অনেক প্রকৃত কর্ম্মী লুকাইয়া আছে। তাহাদের হাতে কাজ দিয়া, তাহাদিগকে কাজ করিতে শিখাইয়া এবং কাজ করিতে বাধ্য করিয়া কর্ম্মকুশল সুনিপুণ কর্ম্মযোগীতে

রূপান্তরিত কর। যে নিজেকে জানে না, সে নিজের যোগ্য কাজ চিনিতে পারে না। যে যোগ্য কাজে রুচিমান্ হয় না, সে কেবল দার্শনিক-চিন্তাশীলতা দ্বারা নিজেকে চিনিতে পারে না।

(৪৯৮)

জীবনের লক্ষ্যকে মহৎ রাখিয়া চলিও। নিমেষের জন্যও আদর্শভ্রষ্ট হইও না। চিত্তকে সর্ব্বদা উচ্চকোটিতে রাখিও। কারণ, তোমাকে বিপুল কর্ম্মভার নিতে হইবে। তাহার জন্য যোগ্যতা-সঞ্চয়ে যেন তোমার আলস্য না থাকে। সমগ্র জীবন সংগ্রাম করিয়া সত্যকে জয়ী এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৪৯৯)

সাহসীরাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়, কাপুরুষেরা নহে। প্রেমিকেরাই সাহসী হয়, বিদ্বেষীরা নহে। বিদ্বেষ অধিকাংশ সময়ে ভয়ের এবং উৎপীড়ন অনেক সময়েই আতঙ্কের রূপান্তর মাত্র। তোমরা বিদ্বেষ বর্জ্জন কর এবং সাহসী হও। তোমাদের জয় রুখিয়া রাখিবে কে ?

(৫০০)

ত্যাগই শুচিতা আনে, শুচিতাই ত্যাগ দেয়। এই দুইটার মধ্যে বড় নিকট সম্বন্ধ।

(৫০১)

হিংসা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করা পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মকার্য্য করিতে গিয়া লাঞ্ছনা পাওয়াও পুণ্য। সেই লাঞ্ছনাকে ভগবানের দান বলিয়া

গ্রহণ করিয়া অন্তরকে নির্বৈর রাখা পরম পুণ্য। তোমরা পুণ্যশীল হও, পুণ্য তোমাদের জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হউক।

(৫০২)

যাহাদের নিকটে সমাজের সেবা প্রত্যাশা করিতেছ, তাহাদের মধ্যে কেহ দর্পী, কেহ দাম্ভিক, কেহ অভিমানী, কেহ কেহ নিজ ধনের গৌরবে তোমাদিগকে তৃণসমও জ্ঞান করে না বা বিদ্যার অহমিকায় তোমাদের সহিত কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করে,—এ সবই সত্য হইতে পারে। কিন্তু ইঁহার চেয়েও বড় সত্য এই যে, তোমরা যদি কোনও সৎ ও মহৎ কার্য্যে নিজেদের নিষ্ঠার বলে কৃতিত্ব দেখাইতে পার, তখন এই বৃহৎ সাফল্যের অংশ নিতে ইহারা নিশ্চিত ছুটিয়া আসিবে। অর্থাৎ গোড়ায় যাহাদের পাও নাই, শেষে তাহাদের পাইবে। তাহাদের অসুন্দর মনোভঙ্গী বা অমার্জ্জিত আচরণকে গণনায় না আনিয়া, তাহাদের কাহাকেও লোকচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা না করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়া কাজে নামিয়া পড়। কাজই তোমাদের লক্ষ্য হউক। কে মানী, কে অভিমানী, কে উদাসীন, কে সমালোচনাপরায়ণ, কে বিঘ্ন ও উপদ্রবের সৃষ্টিকারী, তাহার বিচার একেবারেই ছাড়িয়া দাও

(৫০৩)

তুমি দরিদ্র বলিয়া কি তুমি আমার পর হইয়া গেলে? দরিদ্রেরাই আমার বেশী আপন। দরিদ্রকে ঘৃণা না করিয়া দেবতার সম্মান যে দিতে পারে, তাহাকেই আমি মানুষ বলিয়া গণনা করি। দরিদ্রকে যে তুচ্ছ করে, আমার দৃষ্টিতে সে অমানুষ।

(৫০৪)

ধারাবাহিক সংগঠন যদি অনলস প্রযত্নে দীর্ঘকাল চালাইতে পার, তাহা হইলে হঠাৎ একদিন দেখিবে যে, একদিনে এক শতাব্দীর কাজ চালাইবার মত সুযোগ তোমাদের আসিয়াছে। সুযোগ চাই, সুযোগ চাই, বলিয়া লোকে চীৎকারই করে কিন্তু সুযোগ আপনা আপনি আসে না। তাহাকে সৃষ্টি করিতে হয়।

(৫০৫)

জয়লাভ করিবে, ইহাই তোমার একমাত্র পণ হইবে না। জয়ের গৌরবকে কোনও পাপের সহিত আপোষ করিয়া ম্লান করিবে না, ইহাও হইবে পণ। দুরাত্মার জয় আর সদাত্মার জয় একই জিনিষ নহে। যে জয়ে সকলের কুশল, তাহাই প্রকৃত জয়।

(৫০৬)

চিন্তা একাগ্র হইলে তাহা তোমার অজানিতে সহস্র জনের চিত্তকে আলোড়িত করিবে। অতএব তুমি একা আছ বলিয়া মনে কোনও দুর্ব্বলতাকে স্থান দিও না। জগতের অধিকাংশ সুমহৎ কার্য্য একটী কি দুইটী লোকের তীব্র চিন্তা হইতে জন্ম নিয়াছে। ইহা ইতিহাস, কবি-কল্পনা নহে।

(৫০৭)

পৃথিবীর যেই দেশেই বাস কর, নানা দুঃখ এবং কষ্টের মধ্য দিয়াই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইবে। "মরিব" "মরিব" জপিতে জপিতে

জাতি নির্ম্মূল হইয়া যায়। "বাঁচিব" "বাঁচিব" সঙ্কল্প করিতে করিতে চির-মুমূর্ষুরাও নবজীবন পায়। তোমরা এই সত্যটী কখনও বিস্মৃত হইও না। যাহাকে দেখিবে, ডাক ছাড়িয়া বল, বাঁচিতেই হইবে, শত বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া জগতের বুকে উচ্চশির থাকিতেই হইবে, কাপুরুষের মত দীন জীবন যাপন করিয়া নহে, সহস্র জনের জীবনদাতা হইয়া স্ফীতবক্ষে ধরিত্রীর বুকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে হইবে।

(৫০৮)

সঙ্ঘকে শক্তিশালী করিবার প্রধানতম উপায় হইতেছে, সংঘভুক্ত-দিগকে সাধনবলে বলীয়ান্ করা। সাধন না করিলে জ্ঞানে উজ্জ্বলতা, ভক্তিতে, সরলতা ও কর্ম্মে শুদ্ধি আসে না। তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও, বক্তা বা প্রচারকের অপেক্ষা সাধনশীল নীরব কর্ম্মীর প্রয়োজন জগতে অনেক বেশী।

(৫০৯)

যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই প্রেরণা দিবে। কেবল উন্নতিমুখিনী প্রেরণা। প্রেরণা দিতে দিতে তাহাদের ভিতরের সিংহ জাগিয়া উঠিবে।

(৫১০)

জমি চাষ করা না থাকিলে কি বীজ বোনা চলে? না, তাহাতে বিশেষ সুফল আশা করা যায়? জমি ভাল করিয়া চাষ করা থাকিলে পরবর্ত্তী কাজের সময়ে অল্প শ্রমে অধিক সফলতা অর্জ্জিত হয়। এই সত্য যাহারা জানে না বা ইহাতে মূল্যারোপ করে না, তাহারাই শক্ত মাটীতে গাইত-কোদাল চালাইতে দ্বিধা করে, অবহেলা করে।

(৫১১)

আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সংসারের চাপে পড়িয়া নিজেকে অনেক সৎ-কার্য্য হইতে দূরে রাখিতে বাধ্য হইতেছ। এইজন্য তোমার অন্তরে যে বেদনা জন্মিয়াছে, তাহা শুদ্ধ বস্তু। এই বেদনা অন্যান্য সকলের মনে যখন সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তখন দেখিবে, তোমরা সকলে মিলিয়া সহসা এক সুমহৎ কাজ সুরু করিয়া দিয়াছ। ইহা আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য।

(৫১২)

তুচ্ছ বিষয় নিয়া যাহারা কলহ করে, তাহাদের জগতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহকর্ম্মীদের দোষ সংশোধনের চেষ্টায় যাহারা অত্যধিক উৎসাহ নিয়া লাগিয়া যায়, আর নিজেদের দোষ-ত্রুটির সংশোধনে মন দেয় না, তাহারা সংঘ বল, সমাজ বল, জাতি বল, সব কিছুরই ধ্বংস সাধন করে। জীবিত থাকিতে তাহারা দিক্‌পাল কর্ম্মীদিগকে অসম্মান করে, অপদস্থ করে, নির্য্যাতন করে, আর তাঁহারা মরিয়া গেলে তাঁহাদের শোকে কলসী কলসী অশ্রুপাত করে। ইহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুকরণীয় নহে। কেন তোমরা মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ? নূতন কর্ম্মী নূতন কাজ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৫১৩)

মুমূর্ষু দেশ, জাতি ও জগৎকে তোমাদেরই বাঁচাইতে হইবে। নিজ নিজ কাজ বাছিয়া নাও এবং অবিলম্বে কাজে লাগ।

(৫১৪)

সৎকাজে লজ্জা রাখিতে নাই। অসৎকাজে নির্লজ্জ হইতে নাই। কর্ত্তব্য পালনে শিথিলতা ভুল, অকারণ হুজুগে অত্যুৎসাহ ভুল। পর-

নিন্দায় আলস্য থাকা ভাল, পরপ্রশংসায় সর্ব্বদা পঞ্চমুখ হইও। দুর্বৃত্তকে প্রশংসা করিয়া তাহার কুকার্য্য সম্পাদনের সুযোগ বাড়াইয়া দিও না। সৎলোককে তাহার সৎকার্য্যে আর্থিক সহযোগ দিতে না পার, কায়িক ও বাচিক সহায়তা অকুণ্ঠিত চিত্তে দাও। অপরের প্রতিষ্ঠায় ভাগ বসাইতে যাইও না, তোমার শ্রমোপাত্ত প্রতিষ্ঠা হইতে তোমাকে বঞ্চিত কেহ করিতে পারে না। বিশ্বকে লইয়া নিজের কথা ভাবিও, নিজের সেবায় বিশ্বকে অংশী করিও।

(৫১৫)

কথার বাহাদুরী আমরা অনেক করিয়াছি, এখন প্রয়োজন কাজের বাহাদুরীর। কাজের বেলায় অসাফল্য অর্জ্জন করিয়া দৈব আর বাধা-বিঘ্নের দোহাই দেওয়া অতিশয় নিকর্ম্মা কাপুরুষের লক্ষণ। জয় তোমাদের লাভ করিতে হইবে। বুকের রক্ত দিয়া কর্ম্মের সংসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। চোখের জল দিয়া অতীতের গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরি ও অনতিক্রম্য নদীনালা পার হইতে হইবে। দিকে দিকে তোমরা শান্তির দূত প্রেরণ কর। সমগ্র জগতে পবিত্রতার বাণী বহন করিয়া লইয়া চল। যে যত অবজ্ঞাত, তাহার জন্য তত অধিক মনোযোগ প্রদান কর। সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিহার করিয়া এই একটী কর্ম্মে নিজেদের যাবতীয় সামর্থ্য এবং অভিনিবেশ প্রয়োগ কর। অসম্ভব বলিয়া কোনও কঠিন কাজকেই তোমরা ছাড়িয়া দিও না। সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার আদি ধরিয়া আনিয়া তোমাদিগকে পোষ মানাইতে হইবে। তবে না বলিব, তোমরা বাহাদুর।

(৫১৬)

প্রত্যেককে কর্ম্মে উৎসাহিত কর। প্রত্যেকের মন হইতে অবসাদ ও দুর্ব্বলতা দূর কর। প্রত্যেকের অন্তরে প্রদীপ্ত কর্ত্তব্যবোধ জাগরিত কর। তোমরা সংখ্যায় অল্প বলিয়া মনে ভয় রাখিবার প্রয়োজন নাই। ঐক্য এবং সাহস থাকিলে স্বল্পসংখ্যকেরাও জগতে অভাবনীয় এবং অপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করিতে পারে। শক্তিশালী বীরদিগকে পূজা করিয়া নহে, নিজেরা বীর হইয়া তোমরা তোমাদের বীরপূজার আকিঞ্চন পূর্ণ কর।

(৫১৭)

তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে দিব্য চেতনা জাগিয়া উঠুক। প্রতিজনে সমগ্র জগতের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন হও। একাকী মুক্তি তোমাদের লক্ষ্য নহে। সমগ্র বিশ্বকে লইয়া তোমাদের মুক্তির মহাসমারোহ হইবে। কাহাকেও বাদ দিয়া নহে, কাহাকেও বর্জ্জন করিয়া নহে, সকলকে লইয়া হইবে তোমাদের মুক্তির মহোৎসব।

(৫১৮)

দৈবের উপর কোনও কাজের ভার রাখিও না। সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া পুরুষকারকে কাজে লাগাও। সুদীর্ঘ এবং ধারাবাহিক পরিশ্রমের ফলে যে সাফল্য আসে, তাহার স্থায়িত্বও অধিক, গুরুত্বও অধিক তোমরা বিনাশ্রমে সফলতা অর্জ্জনে লুব্ধ হইও না।

(৫১৯)

প্রত্যেককে ভালবাসিতে শিখাও। প্রেম ছাড়া ঐক্য আসে না। ঐক্য একটা কথার কথা নয়। কেবল জল্পনা-কল্পনা দিয়া একতা লাভ

হয় না। বুকভরা ভালবাসা লইয়া যাহার নিকটে যাইবে, সে-ই তোমার আপন হইবে। আপনের সহিতই আপনার ঐক্য হয়, পরের সহিত পরের ঐক্য হয়। সমগ্র বিশ্বকে লইয়া ভালবাসার খেলায় মাতিয়া যাইব, একজনও পর থাকিবে না, একজনও দূরে রহিবে না, ইহাই হইবে আমাদের জীবন-ব্রত।

(৫২০)

ব্যক্তিবোধ যখন সংঘবোধের উপরে চলিয়া যায়, তখন সংঘের আর কোন আশা থাকে না।

(৫২১)

বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মভার দিতে দিতে অযোগ্য ব্যক্তিও সৎকর্ম্মী হয়। কাহারও ভবিষ্যৎ যোগ্যতা সম্পর্কে গোড়া হইতেই বিরুদ্ধ ধারণা করা উচিত নহে। তবে গুরুতর কাজকে দৈবের হাতে ঠেলিয়া দিয়া কর্ম্মের ভারবণ্টন উচিত নহে।

(৫২২)

সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন-গগনে উঠিতে চায়, মেঘের সাধ্য নাই যে তাহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে। এই সময়ে তোমাদিগকে করিৎকর্ম্মা হইতে হইবে। যৌবনের শক্তিকে স্বীকার কর। প্রত্যেকটী যুবককে শক্তি-সাধ্য কর্ম্মে নিয়োজিত কর। প্রত্যেকটী প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধকে যৌবনের শক্তি জাগাইয়া তুলিতে লাগাইয়া দাও।

(৫২৩)

সংখ্যাকেই শক্তি বলিয়া ভ্রম করিও না। সংখ্যাকে শক্তির সহিত সংযুক্ত কর। আয়তনকেই বল বলিয়া মনে করিও না। অতি বৃহৎ আয়তনকে ততোধিক বৃহৎ বলের দ্বারা পরিচালিত কর। প্রত্যেকটী ক্ষুদ্রের নিকটে বৃহতের সম্ভাবনার দর্পণখানা তুলিয়া ধর। প্রত্যেককে কাজে লাগাও। কাজ করার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ আছে, প্রতি জনে তাহার অধিকারী হউক।

(৫২৪)

পূজা আহরণের জন্য আমি গুরু হই নাই। পূজার লিপ্সা অন্যতর ব্যক্তিদের জন্য। আমার চরিত্রের ধাতু আলাদা। তোমাদের ভিতরে পূর্ণব্রহ্মের পরাশক্তি সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হইয়া উঠুন, ইহাই আমার আবাল্য কামনা। আমি অকপটে এই কামনাটীকে অন্তরে পোষণ করিয়াছি। তোমরা তোমাদের উদ্যম দ্বারা ইহার রূপায়ণ ও সার্থকতা সম্পাদন কর।

(৫২৫)

রাজনীতিতে ধাপ্পা অহরহ চলিতেছে এবং ধাপ্পার ফলে যাহারা ক্ষমতাধিকারী হইল, তাহারা যদি প্রজাকুলের হিতজনক কাজ সত্য সত্যই করে, তবে জনগণ সেই ধাপ্পার দুর্নীতিকে ক্ষমা করে বা ভুলিয়া যায়। ধর্ম্মনীতিতে কিন্তু ধাপ্পার স্থান নাই, নীতি আর ধর্ম্ম বলিতে গেলে সেখানে প্রায় সমার্থবাচী এবং সর্ব্বদাই একটী আর একটীর অনুপূরক।

দুর্ব্বার সঙ্কল্প নিয়া তোমরা দিকে দিকে অগ্রসর হও, ধাপ্পা নহে, সরল অকপট অকৃত্রিম প্রেম তোমাদের পাথের হউক।

(৫২৬) *

ফল হইল কি না হইল, দেখিবার দরকার নাই। কর্ত্তব্য করিয়া যাও। কর্ত্তব্যপালনের যে সুখ, অসাফল্যে কি তাহার চেয়ে বেশী দুঃখ? নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যে হাত দিলে একেবারেই অসফল তাহা কখনো হয় না।

(৫২৭)

মতভেদকে মনোমালিন্যে নিয়া পৌঁছাইবার কৃতিত্ব এক অদ্ভুত যোগ্যতা। এই যোগ্যতা তোমাদের যত কম হয়, ততই ভাল।

(৫২৮)

নারী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের মনে যখন একটা নির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা সুপ্রবল হয়, তখনই জগতে অঘটন ঘটিয়া থাকে। অসাধ্যসাধন দৈবের ব্যাপার নহে।

(৫২৯)

যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই সৎকর্ম্মে উৎসাহ দিবে। অন্যের মনে সৎকর্ম্মে রুচি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে করিতে নিজের মনেও হঠাৎ একদা সেই সুদুর্লভ রুচি আসে। প্রচারের একমাত্র সার্থকতা ইহা।

---

* যেই সকল পত্রের নকল রাখা সম্ভব হয় নাই, ১৩৬৯ এর আষাঢ় হইতে সুরু করিয়া পরবর্ত্তী সময়ের সেই সকল পত্রাবলি হইতে এই সকল বাণী সঙ্কলন করা হইয়াছে। প্রঃ সঃ

(৫৩০)

বড় কাজ সকল সময়েই খুব বড় ভাবে আরম্ভ হয় না। অনেক সময় ছোট ভাবেও বড় কাজ আরম্ভ হয়। আরম্ভ করিবার কালে মনের শুচিতা এবং চিত্তের দৃঢ়তাই বড় কথা।

(৫৩১)

প্রযত্ন যদি একনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তুমি সহায়-সম্বল-হীন বা দরিদ্র বলিয়া ভাবিবার কারণ বিশেষ নাই। একনিষ্ঠার বলে সুদীর্ঘ-কালে হইলেও সফলতা আসেই আসে। তোমরা সহায়সম্বলহীন, ইহাই বড় কথা নহে, তোমরা একনিষ্ঠ নহ, ইহাই সব চাইতে ক্ষতিকর ব্যাপার।

(৫৩২)

মহৎ ব্রত সাধনে মহান্ ত্যাগের প্রয়োজন হয়। ফাঁকি দিয়া বড় কাজ হয় না। জীবনে যদি সত্যিকার কিছু মহৎ কৃতিত্ব চাহ, তবে সর্ব্বতোভাবে নিজেকে বলি দিয়া দিবার জন্ত তৈরী থাকিতে হইবে।

(৫৩৩)

ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হইতেও বৃহৎ সাফল্যের সৃষ্টি। তোমরা একনিষ্ঠা হারাইও না।

(৫৩৪)

সাধনে যে আনন্দ, প্রজল্পে তাহা নাই। এই জন্যই প্রকৃত সাধকেরা কথার দিক্ হইতে নজর তুলিয়া নিয়া সমস্ত মনঃপ্রাণ একান্তভাবে পরমেশ্বরে সমর্পণ করেন।

(৫৩৫)

প্রেমে ও আনন্দে ধরণী পূর্ণ কর। সাম্প্রদায়িকতার তোমরা অবসান ঘটাও। রক্তমাংসের অসম্পূর্ণ মানুষকে মানুষ রূপেই মূল্যদান কর। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হইতে সাহায্য কর।

(৫৩৬)

মানুষের কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া কোথাও আমি কাজ করিতে চাহি না। জ্ঞানে প্রতিজনে জ্যোতির্ম্ময় হউক। আমার প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটী চিন্তাকে বিচার করিয়া তাহার মূল্য নির্ণয়ে সে সক্ষম হউক। অজ্ঞানীর অনুরাগ ও অন্ধ ভালবাসা আমার শক্তির উৎস নহে।

(৫৩৭)

শুভেচ্ছাপ্রযুক্ত মিলনে মহাশক্তির উন্মেষ ঘটে। মিলন এবং মিলনেচ্ছাকে সর্ব্বদাই শুভ বলিয়া জানিবে।

(৫৩৮)

সৎসাহস হারাইও না। সৎসাহস হারাণো আর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া এক কথা। সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে শক্তি প্রার্থনা কর। যাহারা

নিজেরাই শক্তিহীন, তাহারা বিপদের দিনে তোমাকে কোন্ শক্তি সরবরাহ করিবে? স্বার্থকাতর ও নিয়ত-ভীতিবিহ্বল-চলচ্চিত্ত-শক্তিমানের ভরসা ছাড়িয়া দাও।

(৫৩৯)

সৎকার্য্যের ভগ্নাংশও সৎ।

(৫৪০)

ধারাবাহিক প্রযত্নে চলিলে তুচ্ছ সৎকর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন অসাধারণ পরিণতির জন্মদাতা হইতে পারে, এই বিশ্বাস কেন তোমাদের আসিতেছে না?

(৫৪১)

যত জন আমার নিকটে আসিয়াছ, সকলেই লয় হইয়া থাক নাই। যত জন কাছ হইতে দূরে গিয়াছ, সকলেই দূরে থাকিতে পার নাই। একটা বিশেষ শক্তি তোমাদের সহিত আমার এবং আমার সহিত

তোমাদের সম্বন্ধকে নির্দ্ধারণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে সত্য বলিয়া জানিও।

(৫৪২)

মানুষের আত্মীয়তাকে সরল দৃষ্টিতে দেখা ভাল। কিন্তু আত্মীয়তা পরিশেষে ফাঁদ না হয় এবং জীবনের মহৎ লক্ষ্যকে নষ্ট না করে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সন্দেহ দোষের, কিন্তু সতর্কতায় দোষ নাই।

(৫৪৩)

মহৎ যাহার লক্ষ্য, জীবনের প্রতিটি অংশে তাহাকে মহৎ থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। চলিব নীচ, হীন, জঘন্য ভাবে আর আমার দ্বারাই জগতের মহত্তম কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে, ইহা জুয়াড়ী বা চোরের যোগ্য মনোভাব, কর্ম্মী বা সাধু-সজ্জনের নহে।

(৫৪৪)

কলহে বল বাড়ে না, বল বাড়ে প্রীতিতে। সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমবুদ্ধিসম্পন্ন হও। বিদ্বেষে কর্ম্মোত্তেজনা বাড়িতে পারে কিন্তু বল

বাড়ে না। বল বাড়ে প্রেমে, প্রীতিতে ভালবাসায়, যদি সেই প্রেম ভীরুর প্রেম না হয়, যদি সেই প্রীতি স্বার্থান্ধের প্রীতি না হয়, যদি সেই ভালবাসা মোহান্ধের ভালবাসা না হয়।

(৫৪৫)

সর্ব্বদা উৎসাহ নিয়া চলিও। প্রত্যেকটী প্রতিবেশীর প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করিও। বিশেষ কোনও কল্যাণ-উদ্দেশ্যে যে মানব-তনু ধরিয়া জগতে আসিয়াছ, তাহা প্রতিজনে মনে রাখিও, সকলের স্মরণে তাহা জাগাইয়া দিও।

(৫৪৬)

শরীরের স্বাস্থ্য সকল কর্ম্মে আনন্দ-বিস্তার করে। ভগবানে ভক্তি সকল কর্ম্মে মধুর সঞ্চার করে। নিজ লক্ষ্যে নিষ্ঠা সকল কর্ম্মে দৃঢ়তা দেয়। দেখিও, এই তিনটী সম্পদের একটী হইতেও যেন বঞ্চিত না হও।

(৫৪৭)

অন্য কোনও ধর্ম্মের প্রতি কাহারও মনে কণামাত্র বিদ্বেষ সৃষ্টি না করিয়াও যে নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করা যায়, তোমরা তাহারই দৃষ্টান্তস্থল হও।

(৫৪৮)

সকলের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাও। অপরের মধ্যে জাগৃতি-সম্পাদনকে নিজের অন্তরের বিনিদ্রাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়রূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে।

(৫৪৯)

প্রতি জনে পণ কর, সচ্চিন্তার শক্তিতে তোমরা পরিবেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, নরকের হুঙ্কারে পূর্ণ পাপের পৃথিবীকে স্বর্গের সুষমায় ভরিয়া ফেলিবে।

(৫৫০)

নামেই প্রেম, প্রেমেই শান্তি।

(৫৫১)

তোমরা এমন ভাবে চল, এমন কথা বল, এমন কাজ কর, এমন ব্রত ধর যেন বিনা প্রচারণায় লক্ষ লক্ষ লোক তোমাদের দৃষ্টান্তকে স্বতঃপ্রণোদনায় অনুসরণ করে।

(৫৫২)

তোমার আসল কর্ম্মক্ষেত্র তোমার মনে। বাহিরে উচ্চ কলরবে যত বড় বড় আদর্শকে প্রচার করিতেছ, আগে সেগুলিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে।

(৫৫৩)

লক্ষ্য রাখ উচ্চে, চেষ্টা রাখ একাগ্র, ঈশ্বরে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া চল পথ। তোমার বিজয়-রথের চাকা কোনও বাধাই আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না।

(৫৫৪)

জগতে কোনও কিছুকেই অসাধ্য জ্ঞান করিও না। সকল অসম্ভব তোমাদিগকে সম্ভব করিতে হইবে এবং তাহার জন্য অকপট সরলতায় সেবা-ব্রত লইতে হইবে। সেবার ভাণ হইতে সর্ব্বদা নিজেদিগকে বাঁচাইয়া চলিবে।

(৫৫৫)

অন্তরে প্রেম আসিলে জগৎ মধুময় হইয়া যায়। তখন আর জগতে কেহ কাহারও শত্রু থাকে না। তোমরা প্রেমের ধনে ধনী হও।

(৫৫৬)

ভালবাসা দিয়া তোমরা বিশ্বজয় কর। অন্য প্রহরণের তোমাদের প্রয়োজন নাই। কে অন্তরকে কত অধিক প্রেম-মধুর করিতে পারে, চারিদিকে তাহারই প্রতিযোগিতা চলুক।

(৫৫৭)

প্রাণ মন সব ভগবানে সমর্পণ কর, ভগবানকে জীবনের পরমবাঞ্ছিত বলিয়া জান। ভগবানের সন্তানগুলির প্রতি প্রেম-দৃষ্টিতে তাকাও। প্রেমিক হইবার মধ্যে যে সুখ, সম্রাট্ হইবার মধ্যে তাহা নাই।

(৫৫৮)

সর্ব্বক্ষণ মনটাকে ভগবানের নামের সহিত যুক্ত রাখিবে। মনকে বিপথ-গমন হইতে রক্ষা করিবার ইহা শ্রেষ্ঠ উপায়। ঈশ্বর-নিষ্ঠ যাহার মন, সে যদি লোক-কল্যাণ-নিষ্ঠ পণ করে, তাহা হইলে জগতের অশেষ সঙ্কটোদ্ধার সম্ভব হইতে পারে।

(৫৫৯)

নিজেকে ক্ষুদ্র ও অসহায় ভাবিবার মতন পাপ আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিও যে, মহৎ, বৃহৎ, অতুলনীয় লোক-কল্যাণ তোমার চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্যের ফলে ঘটিতে পারে।

(৫৬০)

কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হইবে না। সর্ব্বশক্তি দিয়া তুমি

তোমার বিশ্বাসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় কর। যে যত বিশ্বাসী, সে তত সবল। বিশ্বাসীর হতাশা নাই।

(৫৬১)

জীবনের অর্থ আছে, মূল্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। হেলায় খেলায় জীবন বিকাইয়া দিতে পার না। প্রতিজ্ঞা কর, একটী জীবনের সাধনায় তুমি সহস্রটী জন্মের সিদ্ধিকে আয়ত্ত করিবে।

(৫৬২)

যেখানে সৎপ্রসঙ্গ পাইবে, সেখানে যাইবে। যেখানে পরনিন্দা আর হিংসা, সেখান হইতে সরিয়া আসিবে।

(৫৬৩)

ব্যক্তির ত্যাগের শক্তি ও সাহস কেবল সাধারণ মানুষকেই অসাধারণ করে, তাহা নহে, পরন্তু সমাজকে করে উন্নত, দেশকে করে জাগ্রত। ত্যাগই সেই রন্ধ্র, যাহার পথে একের অবদান সহস্রকে ত্যাগের দিকে প্রেরণা দেয়।

(৫৬৪)

জীবনের প্রতিটি পদবিক্ষেপে নিজেকে পুণ্য ও মহৎ রাখিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষুদ্র একটী নগণ্য মানুষেরও জীবনের পবিত্র একটী দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র বড় মানুষের প্রেরণার উৎস হয়।

(৫৬৫)

সর্ব্বশক্তি দিয়া নাম কর। নামের সেবার মধ্য দিয়া প্রেম আহরণ কর। প্রেমের বলে জগতের প্রত্যেককে আপন কর, অপরকে জীবনের পরম সন্নিহিত কর, মরিচা-ধরা লোহার জঞ্জালগুলিকে নিখাদ স্বর্ণে পরিণত কর।

(৫৬৬)

আদর্শের উচ্চতাকে উপলব্ধি করা এবং আদর্শের অনুসরণ করা, এই দুইটী কাজ এক যোগে সমান তালে চলা উচিত। কথা এবং কাজ, চিন্তা এবং কর্ম্ম যুগপৎ যেন সমান উদ্যমে সমান উদ্দীপনায় চলে। তোমরা যুবকদের ও যুবতীদের মধ্যে আদর্শবাদিতা ও আদর্শনিষ্ঠাকে সমভাবে সঞ্চারিত কর।

(৫৬৭)

প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা সবই অনুশীলনে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়। তোমাদের প্রেম একেবারে নিকষিত হেম হউক। ইহার মধ্যে যেন কণামাত্র ভেজাল না থাকে। তোমাদের আত্মসমর্পণ অকুণ্ঠ ও অকপট হউক।

(৫৬৮)

তোমাদের সকলের মন একমুখী হউক। সকলের চেষ্টা একলক্ষ্য

হউক। সকলে মিলিয়া একটা ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়া যাও। বৃহৎ কাজের, মহৎ সাফল্যের অত্যদ্ভুত কৃতিত্বের ইহাই কৌশল।

(৫৬৯)

কাজে শিথিলতা আসিতে দিবে না। সর্ব্বদা উদ্যত এবং জাগ্রত থাকিবে। ঝিমাইয়া পড়া দারুণ তামসিকতার লক্ষণ।

(৫৭০)

অকপট শুভেচ্ছা কর্ম্মে রূপ নেয় তখন, যখন মন আসক্তি-মুক্ত এবং বিবাদহীন থাকে। জগতের যে যত অধিক সেবা করিতে চাহ, সে জগদ্বাসীর প্রতি তত মৈত্রী-সম্পন্ন হও। ভগবানকে ভালবাসিলে এই মৈত্রী সহজে আসে। তোমরা প্রত্যেকে ভগবানকে ভালবাস।

(৫৭১)

উৎসাহকে কখনো ভাটায় চলিতে দিও না। দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ উৎসাহের প্রদীপে সাধনের তৈল-নিষেক দিতেই থাকিবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছ, আজও যে তাহাতে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারিলে না, ইহা ত উৎসাহেরই অভাব। কিন্তু আর নয়। আর সময় নষ্ট করা চলিবে না।

(৫৭২)

জীবনকে উন্নত-মহিমায় সমৃদ্ধ করিবে, সর্ব্বশক্তি দিয়া নিরত জীবনের মূল্য বাড়াইবে। নিজেকে বিশ্ববাসীর পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিবে, এই পণ কর।

(৫৭৩)

উৎসাহ সহকারে কাজে লাগ। উদ্দেশ্য যাহার মহৎ এবং উপায় যাহার সৎ, সে কেন সাফল্যে বিশ্বাসী হইবে না ? এক দিনে না হউক, এক শতাব্দী পরেও সে লক্ষ্যলাভ করিবে। দেহ শতবর্ষ না বাঁচিতে পারে, উচ্চচিন্তা কোটি কল্প বাঁচে।

(৫৭৪)

সর্ব্বশক্তি দিয়া সংঘশক্তিকে জাগাইয়া তোল। সংঘশক্তির মানে ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন নহে। ব্যক্তিত্বকে তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর করিয়া বহুজনের অভিলাষের সহিত সংযুক্ত করিয়া সংযমিত করিবার চেষ্টার স্বাভাবিক সুফলের নাম সংঘ। প্রতিজনের মধ্যে ব্যক্তি জাগিয়া উঠুক এবং প্রত্যেকটী ব্যক্তি একটী মহদাদর্শের নিকটে নিজেকে বলিদান করুক।

(৫৭৫)

তোমার তপস্যা তোমার একার জন্য নহে। তোমার সর্ব্বসিদ্ধির ফলভাগী নিখিল জগৎ। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণুপরমাণু তোমার সুকৃতির অংশীদার। এই ভাব মনে রাখিয়া কাজ করিও । দেখিবে, অহঙ্কারও আসিবে না, মালিন্যেরও স্পর্শ হইতে বাঁচিবে। তোমার কল্যাণে জগতের কল্যাণ, জগতের কল্যাণে তোমার কল্যাণ।

(৫৭৬)

সকলের সর্ব্ববিষয়ে সমান শক্তি থাকে না। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে স্বল্পপরিমাণ যে শক্তিটুকু আছে, তাহাকে যদি একটী সুনির্দ্ধারিত

উদ্দেশ্যের অধীন করিয়া যুগপৎ কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রেরাও বৃহৎ কর্ম্ম করিতে পারে। ইহা বিশ্বজনীন সত্য, স্থানবিশেষের জন্য বা দলবিশেষের জন্য সংরক্ষিত সীমাবদ্ধ সত্য নহে। ক্ষুদ্রের ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া প্রতি জনে কাজে হাত দাও।

(৫৭৭)

নিজের সমস্যা মিটাইবার জন্য তুমি পরের পরিশ্রমের প্রত্যাশী, নিজে কিছু করিবে না,—ইহা তোমার প্রথম পরাজয়। অপরের শ্রমের সুযোগটুকু নিবে কিন্তু নিজে পরের জন্য কিছু করিবে না,—ইহা তোমার দ্বিতীয় পরাজয়। সকলের সমস্যার সমাধানের সহিত নিজ সমস্যার সমাধানকে মিলাইতে পারিতেছ না,—ইহা আরও ব্যাপক ক্ষতি। কারণ, ব্যক্তিগত সমস্যার ঊর্দ্ধে যে উঠিতে পারিতেছ না, মানুষ হিসাবে ইহাই তোমার চূড়ান্ত পরাজয়।

(৫৭৮)

যতই কঠোর হউক, আপ্রাণ চেষ্টায় কর্ত্তব্য পালন কর। কর্ত্তব্যকে পাশ কাটাইয়া যাইও না।

(৫৭৯)

উচ্চচিন্তাপরায়ণ দশটী দিনের পরমায়ু উচ্চচিন্তাবিবর্জ্জিত শত বৎসর পরমায়ু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সচ্চিন্তাই সঞ্জীবন। সচ্চিন্তার মহীয়সী শক্তিতে জীবনকে সন্দীপিত ও সঞ্জীবিত কর।

(৫৮০)

শুধু বাঁচিয়া থাকাটাই যাহার জীবনের একমাত্র কাজ, সে শতবর্ষ বাঁচিলেই বা কি, হাজার বছর বাঁচিলেই বা কি ? উভয়েরই মূল্য সমান। বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকা যাহার লক্ষ্য, তাহার জীবন ক্ষণস্থায়ী হইলেও শাশ্বত।

(৫৮১)

কে কি বলে, শুনিও না। যাহাতে আত্মপ্রসাদ, চিত্তপ্রশান্তি, অবিচলিত চিত্তে তাহা করিয়া যাও।

(৫৮২)

মনে রাখিও, গান গাইয়া তবলা বাজাইয়া সংস্কৃতি রক্ষা হয় না। সংস্কৃতির প্রকৃত প্রতিফলন সংস্কৃতিবানের চরিত্রে, সুরেলা কণ্ঠের তানে নহে, চটুল চরণের তালে নহে। আমোদ-প্রমোদকে সংস্কৃতি নাম দেওয়া মূর্খতা। জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহা মুখ্য নহে, গৌণ। তারল্যের অনুশীলনে দিন কাটাইবার সময় ইহা নহে। সমগ্র দেশ, জাতি ও জগতের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া তোমরা চল।

(সমাপ্ত)

অখণ্ড-সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা :
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
'ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—